SCALE 1" = 1 MILE

১০০ বছর আগেও শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান নিয়ে কোন দ্বিমত ছিল না। শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান—এ বিশ্বাস ছিল সর্ববাদিসম্মত। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে গঙ্গার ভাঙনে নিশ্চিহ্ন চৈতন্য-লীলাস্থান সমূহ উদ্ধারের একক প্রচেষ্টা থেকে সৃষ্ট একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে এই বিতর্কের উদ্ভব এবং নবদ্বীপের মানচিত্রে দুই মায়াপুর, তথা দুই জন্মস্থানের আবির্ভাব। ভ্রান্তযুক্তিজালের অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ায় সাধারণ মানুষ আজ বিভ্রান্ত। এ গ্রন্থে অহেতুক ও অনভিপ্রেত সমস্যা সৃষ্টিকারী সেইসব ভ্রান্ত যুক্তিগুলিকে প্রবল প্রমাণ প্রয়োগে নিরস্ত ক'রে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান বিষয়ক চিরন্তন সিদ্ধান্তটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন লেখক।

শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্ক তার ত্রুটি ও সমাধান

সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার

শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্ক তার ত্রুটি ও সমাধান

সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার

প্রাক্তন সম্পাদক

পাঠাগার, গবেষণাগার স্থাপন ও প্রকাশনা উপসমিতি

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ

নবদ্বীপ, নদীয়া

Sri Chaitanya Janmasthan Bitarka—Tar Truti O Samadhan
by [illegible]

© [illegible]

প্রকাশক :
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ
প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রথম প্রকাশ :
ঝুলন পূর্ণিমা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

মুদ্রক :
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ :
সন্দীপন মজুমদার
ও
শোভন মজুমদার

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মূল্য : ৩০.০০

উৎসর্গ

শ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংশ
প্রভুপাদ শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়
আমাকে শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্কের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন।
তাঁরই পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
॥ এক ॥ শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্কের সূচনা	১
॥ দুই ॥ মায়াপুর নাম নিয়ে বিপত্তি	৩
॥ তিন ॥ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বিবরণ	৬
॥ চার ॥ শ্রীনিবাসাদির নদীয়া ভ্রমণ রচনার উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও প্রয়োগ কৌশল	৮
॥ পাঁচ ॥ শ্রীনিবাসাদির নদীয়া ভ্রমণে উল্লিখিত 'নবদ্বীপ'-এর স্বরূপ	১০
॥ ছয় ॥ নবদ্বীপ মণ্ডলে মায়াপুরের অবস্থান নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা	১৩
॥ সাত ॥ নবদ্বীপ মণ্ডল নিয়ে আরও কিছু ভ্রান্ত ধারণা	১৪
॥ আট ॥ নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত স্বনামখ্যাত 'নবদ্বীপে'র সন্ধানে	১৬
॥ নয় ॥ শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব স্থান সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকর-এর বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা	২২
॥ দশ ॥ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ কর্তৃক মন্দির নির্মাণ তথা গঙ্গার ভাঙন প্রসঙ্গ	২৪
॥ এগারো ॥ মীমাংসা সূত্র	২৯
॥ বারো ॥ প্রমাণপঞ্জী / প্রাসঙ্গিক রচনাবলী	৩১
পরিশিষ্ট	৪০
সংযোজন	৫৩
মানচিত্র	৫৯

গ্রন্থকারের নিবেদন

নিজের আবাল্য কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান বিতর্কের আলোচনা শোনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত রচনাপাঠে আমার বরাবর আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহ প্রবল থেকে প্রবলতর হয় ১৯৬৪ সালে নবদ্বীপ সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের সেবায়েত শ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই। কোন আবেগকে ভিত্তি ক'রে নয়, যথার্থ ইতিহাস সম্মত উপায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান নির্ণয় ও উদ্ধার করা হোক এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। তিনিই এ পর্যন্ত প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান বিষয়ক রচনার একটি তথ্য-পঞ্জী তৈরী করার দায়িত্বভার আমাকে দেন। বলাবাহুল্য এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমার প্রাথমিক পথ-পরিচয় তাঁর কাছেই।

এই তথ্য-সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হ'য়ে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান নিয়ে বিবদমান দু'পক্ষের বক্তব্যের সঙ্গে, এমনকি তৃতীয় পক্ষের মতামতের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। এই পরিচয়ের সময়ে আমি লক্ষ্য ক'রেছি, কয়েকটি বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাকে সম্বল ক'রে এই বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল। তৃতীয় পক্ষও এই দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। এই গ্রন্থে আমি কেবল সেই ভ্রান্ত ধারণাগুলি নিয়েই আলোচনা ও তা নিরসনের চেষ্টা করেছি। আশা করি শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান বিষয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে এ আলোচনা সহায়ক হবে।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভায় আমি সেইসব ত্রুটিগুলি নিয়ে পর্যালোচনা ক'রেছি। শ্রীগৌরাঙ্গজন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সেসব কথা প্রকাশিত হ'য়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে, বিশেষ করে আমার আবাল্য সহচরদের ও সতীর্থ শিক্ষক বন্ধুদের কাছ থেকে আমার বক্তব্যকে গ্রন্থাকারে নিবন্ধ করার জন্য বারবার তাগিদ এসেছে। আজ গ্রন্থপ্রকাশের প্রাক্কালে তাঁদের সেই উৎসাহদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ ক'রছি। শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদের অন্যতম সদস্য ও স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীকালিদাস রায়চৌধুরীর নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ ক'রেছেন। গ্রন্থপ্রকাশনার উপযুক্ত কোন তহবিল পরিষদের নেই। পরিচালক সমিতির সদস্যেরা তাই এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভিক্ষায় নেমেছেন, নিজেরাও সাধ্যমত অর্থ দিয়েছেন। তাঁদের এই আনুকূল্যের কথা ভোলার নয়। পরিষদের বর্তমান সভাপতি শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ভৌমিক সহ পরিচালক সমিতির সদস্যদের প্রতি এবং গ্রন্থপ্রকাশনা উপসমিতির সদস্যদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার পূর্বসূরীদের অনেক যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারিনি, তবুও তাঁদের লেখা গ্রন্থ ও রচনাদি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য ক'রেছে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁদের সংগৃহীত তথ্য আমি এই গ্রন্থের যত্রতত্র ব্যবহার ক'রেছি। তাঁদের কাছে আমার এ ঋণ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রছি।

এ গ্রন্থে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হ'য়েছে সেগুলিকে যথাসম্ভব সরাসরি মূল রচনা থেকে সংগ্রহের চেষ্টা ক'রেছি। এই সংগ্রহের ব্যাপারে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরীর কাছে আমি অনেকখানি ঋণী। যেরকম আগ্রহ, আন্তরিকতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি এগুলি সরবরাহ ক'রেছেন, আর সেইসঙ্গে গ্রন্থ রচনার পরামর্শ ও উৎসাহ জুগিয়েছেন, তাতে আমি মুগ্ধ। তাঁর এই 'অকারণ অবারণ' স্নেহের কথা চিরকাল মনে থাকবে।

ক্ষীরগ্রাম (বর্ধমান)-এর সুসন্তান অধুনা ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া) নিবাসী 'বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর নামও আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রছি। গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমার মত একজন নবাগতকে তিনি নানান্ সুপরামর্শ দিয়েও অভিভাবকের মত এই কাজের তত্ত্বাবধান ক'রে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ ক'রে পাণ্ডুলিপি রচনার সময়ে, শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন সমিতির সদস্য ও স্থানীয় 'মুক্তিদূত' পত্রিকার সম্পাদক অগ্রজপ্রতীম শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্যের নানান্ পরামর্শের কথা এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রছি। আমার দুই আত্মজ শ্রীমান সন্দীপন ও শ্রীমান শোভন-এর দাবী ছিল এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ তারা আঁকবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দাবী তারা পূরণ ক'রেও নিয়েছে। আর প্রচ্ছদ-এর পরিকল্পনা ক'রেছে অনুজপ্রতিম শ্রীশান্তিরঞ্জন দেব। এ কাজে তাদের যে আনন্দ ও উৎসাহ আমি দেখেছি, তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মেসার্স দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স গ্রন্থ মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছেন। প্রুফ সংশোধনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে অরুণচাঁদ দত্ত মহাশয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। পুস্তক বিপণি-র সত্ত্বাধিকারী অনুপকুমার মাহিন্দরের সহযোগিতার জন্য প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। এঁদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ ক'রছি।

নবদ্বীপ, নেতাজী সুভাষ রোড
বুদ্ধ পূর্ণিমা,
১৪০২ বঙ্গাব্দ, (ইং ১৯৯৫)

সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার

পরিষদের কথা

সংস্কৃত শিক্ষার বিদগ্ধতা, পতিতপাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য ও প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়াই নবদ্বীপের গর্ব। কিন্তু শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান লইয়া অর্বাচীন-কালে একটি কুতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। দীর্ঘ উনআশী বছর যাবৎ বাঙালীর আত্ম-বিস্মৃতিসুলভ উদাসীনতার অপরাধ স্খালনের উদ্দেশ্যে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ, সাধক-সমাজ, পণ্ডিত সমাজ ও রাজন্যবর্গ এই কুতর্ক সৃষ্টির রহস্যের সমাধান করিতে নানাভাবে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। এক্ষনে এই তর্ক বৃহত্তর জনসমাজের নিকট উত্থাপন করিবার প্রয়াসে শ্রীসত্যেন্দ্রলাল মজুমদার প্রণীত 'শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্ক—তার ত্রুটি ও সমাধান' নামক যে গ্রন্থখানি শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ প্রকাশ করিতে চলিয়াছে সেই উপলক্ষ্যে পরিষদের প্রসঙ্গে এই বিনম্র নিবেদন।

বাংলার ১৩০০ সালে মিয়াপুরকে মায়াপুর অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিবার প্রয়াস দেখা দিলে বাংলার ১৩২৩ সনে গৌরগতপ্রাণ ব্রজমোহন দাস বাবাজী নবদ্বীপে আসেন এবং ১৬ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় তাঁহার আকুলতায় বাঙলার বিদগ্ধ সমাজে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান বিষয়ে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বাংলার ১৩২৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার জন্য একটি শাখা সমিতি গঠন করেন। তাহার ৬ বছর পর মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি গঠিত হয়। ভজন অনুরাগী ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহারাজের প্রেরণায় বাঙালী চিত্তপটে শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় বিষয়ে যে ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল তাহা তাঁহার বিরহে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ব্রজনন্দন ব্রজমোহন দাস বাজাজীর প্রয়াণের প্রায় পঁচিশ বছর পর বাঙলার ১৩৬৯ সালে ৭ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রমের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি সভা হয় এবং সেই সভায় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের কার্য তখন কলিকাতা হইতে পরিচালিত হইত। বাংলার ১৩৭৫ সালে পরিষদের কার্যালয় নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয় এবং পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীবাস অঙ্গনে। এই সময় হইতেই প্রাচীন মায়াপুরস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান হইতে পরিষদের কার্যাবলী পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল নবীন উদ্যমে কার্য চলিবার পর নানাকারণে পুনরায় পরিষদের কার্যে ভাঁটা দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত আবির্ভাব উৎসব ক্রমশঃ সন্নিকটবর্তী হইতে

থাকে। এই উৎসবে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রমকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুতিকরণের জন্য ভক্ত সমাবেশ ও সভা প্রভৃতি পরিষদের নেতৃত্বে চলিতে থাকে। এই উপলক্ষ্যেই বহু ব্যয়ে আশ্রম প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয় একটি নাটমন্দির।

এখানে উল্লেখ্য, এই পরিষদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত আবির্ভাব উৎসবের পূর্বেই শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান লইয়া যে কুতর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা প্রশাসনিকভাবে সমাধান করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। সেজন্য রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডে, উমাশঙ্কর দীক্ষিত, উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণ প্রমুখের নিকট দরবার করিয়াছিল এবং তাঁহারা আশ্রমও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেরও সহযোগিতা পরিষদ পাইয়াছিল। কিন্তু এখানেও সেই একই লীলা বর্তমান।

পরিষদ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও ভারতের অধ্যাত্মবাদ বিষয়ে বর্তমান প্রজন্মকে আগ্রহশীল করিবার ঐকান্তিকতায় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান নামে একটি মাসিক পত্রিকাও পরিচালনা করিয়াছিল। বাংলার অধিকাংশ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার অর্থাভাব প্রভৃতি নানা অভাবের তাড়নায় যে গতি প্রাপ্তি হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান পত্রিকাও তাহার দৈবিক নির্বন্ধ হইতে মুক্তি পায় নাই। তবে আনন্দের কথা এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান পত্রিকায় শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্ক তার ত্রুটি ও সমাধান-এর যে বীজ প্রোথিত হইয়াছিল, সেই বীজ এখন বিশাল মহীরূহ হইয়া দেখা দিয়া অলীক কুতর্ক হইতে বিশ্বজনকে মুক্তি দিয়া মীমাংসা-সুন্দর সুশীতল ছায়া দিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা রাখিয়া প্রতিবেদনে যতি দিলাম।

নিঃ—

তাং, নবদ্বীপ

শ্রীব্রজগোপাল দাস

সম্পাদক

ঝুলন পূর্ণিমা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ।

॥ শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুর উন্নয়ন পরিষদ ॥

বর্তমান কমিটি

শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক—সভাপতি
,, রমেন মজুমদার—সহঃ সভাপতি
,, ব্রজগোপাল দাস—সম্পাদক
,, কালিদাস রায়চৌধুরী—প্রচার সম্পাদক
,, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য— ,,
,, গোবিন্দহরি বসাক— সদস্য
,, অমলবরণ সাহা— ,,
,, সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার— ,,
,, গৌরহরি দাস গোস্বামী— ,,
,, সুনীলমোহন রায়— ,,
,, রামনারায়ণ ঘোষ— ,,
,, সঞ্জীব মজুমদার (বাসু)— ,,
,, সুধাময় সেনগুপ্ত— ,,
,, গোপালচন্দ্র সাহা ,,
,, রাধাগোবিন্দ সাহা— ,,
,, নিমাইচাঁদ মল্লিক— ,,
,, সৌরেন্দ্রনারায়ণ সাহা— ,,

॥ পরিষদ যাঁদের সেবায় ধন্য ॥

প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী
„ দ্বিজপদ গোস্বামী
ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
অধ্যক্ষ. পি. কে. বসু
কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক
শ্রী ভবরঞ্জন দে
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য
„ বিনোদকিশোর গোস্বামী
„ সতীপদ চট্টোপাধ্যায়
„ রাধারমণ দাস
„ রাধাবল্লভ ধাড়া
„ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মহাদেব হাজরা
„ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
„ নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী
„ ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
„ কালীকিংকর সেনগুপ্ত
„ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
„ রথীন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অনাদিমোহন গোস্বামী
„ তিনকড়ি দে
„ হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গোপীমোহন পাল
„ সুধীরকুমার দে
„ ফণিভূষণ ভট্টাচার্য
„ নরেন্দ্রনাথ কারফরমা
„ মহাপ্রভু দাস বাবাজী
„ পাঁচুগোপাল রায়চৌধুরী
„ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
বন্ধু কিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী
প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী
শ্রীশচীন্দ্রমোহন নন্দী
„ জয়গুরু গোস্বামী
„ মহিমচন্দ্র চৌধুরী
„ বলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
„ যশোদাগোপাল গোস্বামী
„ গৌরাঙ্গ কুণ্ডু
„ বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা
„ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ পাঁচুগোপাল রায়চৌধুরী
„ চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী
„ সত্যনারায়ণ দাস
„ নবদ্বীপচন্দ্র কর্মকার
„ অতুলচন্দ্র সাহা
„ রুক্মিণীরঞ্জন গোস্বামী
„ শৈলেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
„ ললিতমোহন দাস
„ রাধাগোবিন্দ জ্যোতিষাচার্য
„ শান্তিময় দাস
„ সনৎকুমার ব্যানার্জী
„ বটকৃষ্ণ দাস
„ রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী
„ রবীন্দ্রকুমার সাহা
„ সুখরঞ্জন দেবনাথ
„ অসিতকুমার সাহা
„ নিতাইচাঁদ সাহা
„ মধুসূদন পাল
„ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
„ সুভাষ চক্রবর্তী
„ প্রকাশচন্দ্র সাহা
„ মিহিরকান্তি রায়।

॥ যাঁদের আনুকূল্য ভিন্ন গ্রন্থপ্রকাশ অসম্ভব ছিল ॥

সর্বশ্রী নিমাইচাঁদ মল্লিক, গৌরহরি দাস গোস্বামী, কালিদাস রায়চৌধুরী, অমলবরণ সাহা, গোপালচন্দ্র সাহা, সুধাময় সেনগুপ্ত, সৌরেন্দ্রনারায়ণ সাহা, ব্রজগোপাল দাস, নারায়ণচন্দ্র সাধুখাঁ, সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার, শান্তিরঞ্জন দেব, বাসু মজুমদার, সুনীল-মোহন রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক, রামনারায়ণ ঘোষ, মিহিরকান্তি রায়, গোবিন্দহরি বসাক, রণেন্দ্রনারায়ণ আচার্য, রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, গোরদাস বাবাজী।

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বিতর্ক, তার ত্রুটি ও সমাধান

(এক)

শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান বিতর্কের সূচনা

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান একথা সর্বজনবিদিত।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'-এ জানিয়েছেন ঃ

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁাহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞী॥
(আদি, ২য় অধ্যায়)

কেবল বৃন্দাবন দাসই নন, মুরারি গুপ্ত, জয়ানন্দ, লোচন দাস, কর্ণপুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ সকল চৈতন্যজীবনীকারগণ 'নবদ্বীপ' অথবা এর সমার্থক 'নদীয়া'কে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম আজ থেকে পাঁচ শতাধিক বছর আগেকার ঘটনা। ঐশ্বর্যে, জ্ঞানে ও গরিমায় নবদ্বীপ তখন বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। চৈতন্যচরিতগ্রন্থসমূহে নবদ্বীপের সেই গৌরবের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তী পাঁচশো বছরের নবদ্বীপের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয়নি বটে, তবে বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ থেকে একথা মেনে নিতে অসুবিধা নেই যে, এই পাঁচশো বছরে প্রাকৃতিক কারণে, গঙ্গা-জলঙ্গীর ধ্বংসলীলায় এর প্রায় সকল ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন সহ অধিকাংশ স্থানই মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে। তেমনি একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিগত কয়েক শতকে এই স্থানটির ওপর দিয়ে যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা ব'য়ে গিয়ে থাকুক না কেন, নবদ্বীপ বা নদীয়া নামে স্থানটির অস্তিত্ব বরাবরই ছিল এবং আজও আছে।

কলকাতা থেকে সরাসরি উত্তরে প্রায় ১০৫ কিমি দূরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপধামে এলে আজও সেই নবদ্বীপের স্মৃতিবাহী অনেক উপাদান এবং ক্ষীণাকারে হলেও তার শিক্ষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সন্ধান মেলে। শুধু তাই নয়, এই শহরের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান ক'রলেও দেখা যায় যে, কত শত ভক্ত সাধু-সন্ত, পর্যটক-পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবতীর্থের কথা স্মরণ ক'রে এখানে এসেছেন বরাবর এবং এর ধূলিকণা মাথায় নিয়ে নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ-জ্ঞান ক'রেছেন এবং সে ধারা আজও অব্যাহত আছে। অন্তত বিংশ শতকের আগে শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবক্ষেত্রের কথা স্মরণ ক'রে কেউ কোনদিন এই নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠেছিলেন, এমন লিখিত প্রমাণ পাওয়া তো দূরের কথা, জনশ্রুতিও শোনা যায় না।

যতদূর জানা যায় উনবিংশ শতকের শেষ দশকে এই সর্ববাদীসম্মত বিশ্বাসকে

নস্যাৎ করার জন্য বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়।[১] গঙ্গার ভাঙনে ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ক্ষেত্রটি দীর্ঘকাল গঙ্গাগর্ভে, লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করার সুযোগে এবং স্থানটিকে কোন স্মারকচিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত ক'রে রাখার মত উদ্যোগের অভাবে এই তৎপরতা সহজসাধ্য হয়েছিল। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে নবদ্বীপধাম পরিভ্রমণ করে এক পর্যটক লিখেছেন: Indeed, the past of Nuddea raises very high expectations—but the present of it disappoints a man in the extreme. It is not found to be that hoary old town, with venerable ruins and vestiges, a crowd of temples and buildings of all epochs, a thick and ancient population, time honoured Tols and Colleges in every street, and numbers of learned Turkolunkas and Nyaruttuns, which one has reason to expect from its antiquity extending at the least over a period of six to seven hundred years. Nothing of the kind meets the eye, but a rural town of small size, with a little nucleus of habitations, and a community of Brahmins, rather busy in seeking for bread than in acquiring a profitless learning. শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান সম্বন্ধে এই পর্যটক লিখেছেন: On enquiring about the spot of His birth, they pointed to the middle of the stream which now flows through Old Nuddea.[২]

শোনা যায় শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান নিয়ে চিরাচরিত বিশ্বাসের প্রতি বিরোধিতার কথা প্রথম উচ্চারিত হয় শ্রীকেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের কণ্ঠে, পরবর্তীকালে যিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নামে সকলের কাছে সমধিক পরিচিত হ'য়েছিলেন। শ্রীদত্ত সেসময় কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ অলঙ্কৃত ক'রতেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে বর্তমান শহর নবদ্বীপের বা শ্রীধাম নবদ্বীপের উত্তর-পূর্বে গঙ্গার অপর পারে কিছুদূরে অবস্থিত মিঞাপুর বা মেয়াপুর গ্রামে নূতন শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই গ্রামের নাম পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হয় 'শ্রীমায়াপুর।'[৩] একে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য শ্রীদত্তের অনুগামী ভক্তগোষ্ঠী সেখানে গ'ড়ে তোলেন মঠ-মন্দির ইত্যাদি।[৪]

কোন কোন গ্রন্থে শ্রীকেদারনাথ দত্তের লেখা আত্মজীবনী থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে দেখা যায়। সেই উদ্ধৃতি থেকে মায়াপুরে বা শ্রীমায়াপুরে কীভাবে নূতন শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান গড়ার সূত্রপাত হ'য়েছিল সে কাহিনী জানা যায়। সেখানে শ্রীদত্ত জানিয়েছেন যে, চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণের কয়েক বছর আগে তিনি যখন মনে মনে শ্রীবৃন্দাবনে অবসর জীবনযাপনের পরিকল্পনা ক'রছেন, এমন সময় একদিন রাত্রে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক তাঁর লীলাস্থান উদ্ধার কাজে সচেষ্ট হওয়ার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন। এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর তিনি প্রভুর লীলাস্থান উদ্ধারে ব্রতী হ'য়ে কয়েকবার

শহর নবদ্বীপে এসে 'প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ ক'রে' কিছুই পাননি। তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেন নবদ্বীপবাসীরা নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় ব্যস্ত, 'প্রভুর লীলা-স্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না'। ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে তিনি যখন তাঁর স্বরূপগঞ্জস্থিত বাসভবনের ছাদে ভ্রমণ ক'রছিলেন, তখন অকস্মাৎ জলঙ্গীর অপর পারে বল্লাল দীঘির কাছে এক আলো দেখতে পান। পরে কৌতূহলবশে একদিন সেখানে গিয়ে তিনি না কি স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানতে পারেন 'ঐ স্থানটি মহাপ্রভুর জন্মস্থান'। শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর লেখা 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা-পদ্ধতি' এবং বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এ যে সমস্ত গ্রাম বা পল্লীর উল্লেখ আছে তা মিলিয়ে তিনি নিজেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন এবং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁর সিদ্ধান্তের কথা 'নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড)' মধ্য দিয়ে পেশ করেন।[৫]

শুরুতেই বিভিন্ন মহল থেকে এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয়নি। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতি ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এঁদের নিরস্ত করার জন্য প্রমাণ ও যুক্তি সহযোগে এক জোড়ালো বক্তব্য রাখেন। আজ পর্যন্ত সেই যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করে তাকে নস্যাৎ করতে কাউকে দেখা যায়নি। তবুও সাধারণের কাছে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াসের আজও বিরাম নেই।

(দুই)

মায়াপুর নাম নিয়ে বিপত্তি

শ্রীকেদারনাথ দত্তের আত্মজীবনী থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকেও শ্রীধাম নবদ্বীপ অর্থাৎ বর্তমান শহর নবদ্বীপই সর্বজনস্বীকৃত শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান হিসাবে পরিগণিত হ'ত এবং সে কারণেই তাঁর লীলাস্থান উদ্ধারের কাজে ব্রতী হ'য়ে তিনি সর্বপ্রথম শহর নবদ্বীপেই এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের পরবর্তী পাঁচশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রলে দেখা যায়, এ অঞ্চলে নবদ্বীপ (এরই সমার্থক নদীয়া) নামে একটি স্থান বরাবর ছিল এবং আজও আছে।[৬] নবদ্বীপের এই অস্তিত্বই প্রমাণ করে, ইতিমধ্যে এই জনপদটি কখনই সম্পূর্ণভাবে জনহীন চরভূমি বা অরণ্যে পরিণত হয়নি। সুতরাং এই জনপদের কোথায় কোনদিকে শ্রীচৈতন্য এই মর্তভূমিতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সে বিষয়ে স্থানীয় মানুষের বক্তব্যের ও সেইসঙ্গে দেশবাসীর স্বীকৃতির একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব র'য়েছে। তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে অন্ধকার রাত্রে আলোক দর্শনের মত একটা অলৌকিক ঘটনাকে সামনে রেখে শ্রীদত্ত যেভাবে লুপ্ত শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান সনাক্ত করার কাজটি সম্পন্ন ক'রেছিলেন, তাকে আর যাই বলা যাক, যথার্থ ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ কাজের ফলশ্রুতি ব'লে মেনে নেওয়া যায় না।

আগেই বলা হ'য়েছে শ্রীদত্ত যে স্থানটিকে চৈতন্য আবির্ভাবক্ষেত্র ব'লে ঘোষণা ক'রেছিলেন, সরকারী কাগজ-পত্রে তার নাম দেখা যায় মিঞাপুর বা মেয়াপুর। পরবর্তীকালে শ্রীদত্তের অনুগামীরা সেই নামটিকেই পরিবর্তিত ক'রে সরকারী কাগজ-পত্রে 'শ্রীমায়াপুর' নামে রেকর্ডভুক্ত করান।[৭] এই নাম পরিবর্তনের সমর্থনে বিভিন্ন প্রচার গ্রন্থে যেসব কথা বলা হ'য়েছে তার মধ্যে কোন ঐকমত্য দেখা যায় না। কোন কোন গ্রন্থে[৮] শ্রীমায়াপুর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগীদের অন্যতম সমর্থক ব'লে প্রচারিত দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা 'বৃহৎ বঙ্গে'র একটি বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে দেখা যায়। সেই বক্তব্যটি হল : "মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে মুসলমানী নামে অভিহিত করিতে ভক্তচরিতকারেরা সম্ভবত কুণ্ঠাবোধ করিতেন। সুতরাং বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আদি লেখকেরা পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান শুধু নবদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী লেখকেরা (তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা নরহরির নাম উল্লেখযোগ্য) মিঞাপুর শব্দটি হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়া মায়াপুর নাম দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন মুসলমানদের দলিলপত্রে এবং চলিত কথায় মিঞাপুর বা মেঞাপুর এখনও প্রচলিত দেখা যায়।" (বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড)

রাজর্ষি শরদিন্দুনারায়ণ রায় সংকলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' (৭ম সং, ৪৯৬ গৌরাব্দ) নামক প্রচার গ্রন্থে মিঞাপুরের প্রকৃত নাম মায়াপুর ব'লেই দাবী করা হ'য়েছে। এই গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তীর লেখা 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ থেকে নানান উদ্ধৃতি ও 'যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়' এবং 'কথো গ্রাম নাম লোকে অন্ত ব্যস্ত কৈল' ইত্যাদি নরহরির উক্তিকে যুক্তি হিসাবে খাড়া ক'রে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, কালের প্রভাবে অশিক্ষিত লোকমুখে "সংস্কৃত 'মায়াপুর' শব্দ অসংস্কৃত 'মেয়াপুর' শব্দে পরিণত হ'য়েছে। (পৃঃ ৯)

দুটি ক্ষেত্রেই নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' (রচনা ১৭২৫ খৃঃ-এর কাছাকাছি) গ্রন্থের উল্লেখ করা হ'য়েছে। পূর্বে উল্লিখিত শ্রীকেদারনাথ দত্তের আত্মজীবনীতেও এই গ্রন্থের কথা বলা হ'য়েছে। সেখানে শ্রীদত্ত 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি' এবং 'চৈতন্যভাগবত' নামে আরও দু'খানি গ্রন্থের উল্লেখ ক'রেছেন। 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি' নরহরি চক্রবর্তীর এবং 'চৈতন্যভাগবত' বৃন্দাবন দাসের রচনা। চৈতন্যভাগবতে বা অন্য কোন চৈতন্যচরিত গ্রন্থে একবারের জন্যও 'মায়াপুর' নামের উল্লেখ নেই। তবে বৈষ্ণবগ্রন্থকারদের মধ্যে নরহরি চক্রবর্তীই সর্বপ্রথম তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে (রচনা ১৭২৫ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি) চৈতন্যজন্মস্থানকে মায়াপুর ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। তিনি লিখেছেন : "নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥" 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি'তেও তিনি লিখেছেন : "নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। / যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর ॥" বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নরহরি রচিত এই দুই গ্রন্থে উল্লিখিত 'মায়াপুর' ও বাস্তবের মিঞাপুরকে অভিন্ন অনুমান করেই মিঞাপুর বা মেয়াপুর গ্রামকে 'মায়াপুর' নামে পরিবর্তিত

করা হয়েছিল এবং চৈতন্যজন্মস্থান হিসাবে ঘোষণা করা হ'য়েছিল।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক তত্ত্ব-তল্লাশ ক'রেও আজ পর্যন্ত এমন কোন অকাট্য প্রমাণ আমাদের নজরে আসেনি যা থেকে বলা যায় নবদ্বীপাঞ্চলে বাস্তবে মায়াপুর নামে কোন স্থান ছিল। দু' একটি অধ্যাত্ম বিষয়ক গ্রন্থে যেমন 'ঊর্ধাম্নায় তন্ত্রে' অথবা 'কপিলতন্ত্রে' 'মায়াপুর'-এর উল্লেখ থাকলেও তা যে রূপক বা আধ্যাত্মিক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি, তা বলা যায় না।[৯] অধ্যাত্ম বিষয়ক আলোচনায় এ ধরনের নামের প্রচলন আমাদের কাছে অজ্ঞাতও নয়। বাস্তবিকই বিংশ শতকে নবদ্বীপাঞ্চলে গঙ্গার দু'পারে মায়াপুর নামে স্থান দুটি গড়ে ওঠার আগে এ অঞ্চলে মায়াপুর নামে কোন স্থান ছিল এ সত্য ঐতিহাসিক-ভূগোল বা সরকারী কাগজ-পত্র থেকে প্রমাণ করা না গেলে, তাকে বাস্তবের স্থাননাম হিসাবে গ্রহণ করা যায় কীভাবে?

আজকাল যেখানে 'শ্রীমায়াপুর' নামে গ্রামটি গড়ে উঠেছে, সরকারী কাগজ-পত্রে তার নাম যে মিঞাপুর বা মেয়াপুর ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। পূর্বে উদ্ধৃত আচার্য দীনেশচন্দ্রের উক্তিতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তেমনি বর্তমান শহর নবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাচীন মায়াপুর পল্লীর পূর্ব নামে যে রামচন্দ্রপুর ছিল তা নবদ্বীপ পৌরসভার রেকর্ড ঘাঁটলেই জানা যায়। 'মিঞাপুর'কে নরহরি চক্রবর্তী হিন্দুভাবাপন্ন ক'রে 'মায়াপুর' নাম দিয়েছেন, দীনেশচন্দ্রের এ উক্তি অনুমান মাত্র। তেমনি বাস্তবের মায়াপুর নামটি অশিক্ষিত লোকমুখে মিঞাপুর বা মেয়াপুরে পরিণত হ'য়েছে 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের এই মতকে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে স্বীকার করা যায় না। একথা সত্য 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি নবদ্বীপ সন্নিহিত গ্রামগুলি প্রসঙ্গে 'কথো গ্রাম নাম লোকে অন্ত ব্যস্ত কৈল' বলে আমাদের অবহিত ক'রেছেন। এমনকি এইসব গ্রামের নাম ও প্রচলিত নাম নিয়ে মনগড়া হলেও কিছু ব'লেছেন, কিন্তু 'মায়াপুর' নামের বেলায় এই ধরনের কোন কথাই বলেন নি।

অবশ্য মিঞাপুরকে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান হিসাবে ঘোষণা করার পর থেকেই কোন কোন গ্রন্থে[১০] W. W. Hunter-এর লেখা A Statistical Account of Bengal (Vol. 1) গ্রন্থ থেকে একটি অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা হ'য়েছে যে, অতীতে নবদ্বীপাঞ্চলে প্রকৃতই মায়াপুর নামে একটি স্থান ছিল। সেই উদ্ধৃতিটি হ'ল : **To Baira belongs the little town of Mayapur (near Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajud-din who is said to have been the teacher of Hussain Saha, King of Bengal (1494—1522 A.D.)** এই অপকৌশলজনিত উদ্ধৃতির বলে পূর্বোক্ত গ্রন্থকারেরা বামুনপুকুর গ্রামের বহুজন পরিচিত কাজির সমাধিটিকে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের সমাধি ও তৎসন্নিহিত মিঞাপুর গ্রামকে মায়াপুর ব'লে দাবী ক'রেছেন Hunter-এর গ্রন্থে বাস্তবিকই কী বলা হ'য়েছে, তা যাচাই না করেই পরবর্তীকালে অনেককেই এ দাবী মেনে নিতে দেখা যায়। এই শতাব্দীতে প্রকাশিত বিভিন্ন

লেখকের রচনায় তার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই প্রতারিত হ'য়েছেন।[১০ক]

Hunter-এর গ্রন্থখানি হাতে নিলেই দেখা যায় উদ্ধৃত অংশটিতে যে মায়াপুর-এর কথা বলা হ'য়েছে, তা কোনমতেই নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর (পূর্বতন মিঞাপুর) হ'তে পারে না। এই মায়াপুর হুগলী জেলার অধীন আরামবাগ থানার অন্তর্গত মায়াপুর। সেখানেই হুসেন শাহের শিক্ষক মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবর আছে। ঐ মায়াপুরের কাছে 'বয়ড়া (Baira) নামে একটি স্থান আজও আছে। বর্তমানে বয়ড়া একটি নগণ্য স্থান হলেও এক সময় এক হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল ব'লে জানা যায়।[১১] Hunter-এর গ্রন্থে আলোচ্য উদ্ধৃতিটির অব্যবহিত পূর্বের বাক্যটিতেই এই উদ্ধৃতির অন্তর্গত 'বয়ড়া' (Baira)-র অবস্থান বলা আছে। সেখানে বয়ড়াকে 'a large pargana in Hughly District, adjacent to Bhursut' বলা হ'য়েছে। আরও একটি কথা শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক দণ্ডিত কাজির নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন ছিল একথারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় নিরুপায় হ'য়ে স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্যই হান্টারের লেখাকে কৌশল ক'রে এখানে ব্যবহার করা হ'য়েছে।

"আসলে নরহরির উক্ত মায়াপুর বাস্তবে ইতিহাস-ভূগোলের নাম নয়; এটি একটি রূপক বা আধ্যাত্মিক নাম।"[১২] ভক্তমহলে প্রচলিত শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব পল্লীর বিকল্প নাম। সেকারণেই বাস্তবে এই নামে কোন স্থানের হদিশ নবদ্বীপের ঐতিহাসিক-ভূগোলে পাওয়া যায় না। সুতরাং একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, তথ্য-প্রমাণকে ভিত্তি ক'রে নয়, নরহরি কথিত মায়াপুরের সঙ্গে মিঞাপুর নামের নিকট ধ্বনিসাদৃশ্যই গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত মিঞাপুর গ্রামে নূতন শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগের অন্যতম কারণ ছিল।

(তিন)

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বিবরণ

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের অন্যান্য তরঙ্গে 'নবদ্বীপ' ও 'মায়াপুর'-এর উল্লেখ থাকলেও এর দ্বাদশ তরঙ্গেই নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলির নাম, অবস্থান, এমনকি এদের ভাঙাগড়া নিয়েও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। মায়াপুর প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ আছে। শ্রীপাদ নরহরি শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের নবদ্বীপ বা নদীয়া ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়েই এই তথ্যগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন। নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলির নামধাম, অবস্থান নিয়ে এত বিস্তারিত তথ্য অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সেকারণে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান নিয়ে বিতর্কের আলোচনায় এই গ্রন্থের অন্তর্গত দ্বাদশ তরঙ্গের কথা বারবার উচ্চারিত হ'তে শোনা যায়।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের নদীয়া ভ্রমণ বর্ণনার শুরুতেই নরহরি নবদ্বীপ প্রশস্তি ক'রেছেন। সেখানে বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি ও শ্রীধর স্বামী কর্তৃক তার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি ব'লেছেন, সাগর সঙ্গতে এই দ্বীপ নবম, তাই এর নাম নবদ্বীপ। তিনি আরও ব'লেছেন, 'নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। / শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥' * * * 'অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। / পৃথক পৃথক কিন্তু হয় একগ্রাম ॥ / সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলির আরম্ভেতে। / নহিল সে নামের ব্যত্যয় কুন মতে ॥ / যৈছে কলি বৃদ্ধি তৈছে নামের ব্যত্যয়। / তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥ / ব্রজে বজ্রনাভ যৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। / বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণলীলানুসারেতে ॥ / কথোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। / কথো গ্রাম নাম লোকে অস্ত ব্যস্ত কৈল ॥ / তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভুত যত গ্রাম। / প্রভুভক্তলীলা মতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥ / কথো অস্ত ব্যস্ত কথো লুপ্ত সেই মতে। / কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥ / দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়। / গঙ্গা পূর্ব-পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥ / পূর্বে অন্তদ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়। / গোদ্রুম দ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥ / কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর। / রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥' এরপর নরহরি বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নবদ্বীপের শোভা ও মহিমা ব্যক্ত ক'রেছেন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানাতে গিয়ে তিনি ব'লেছেন, 'সর্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়। / অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় ॥ / নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ / যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। / তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥ / মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়। / মায়াপুর মহিমা কেবা নাহি গায় ॥"

নবদ্বীপ প্রশস্তি, মায়াপুর প্রশস্তির মত অংশগুলি বাদ দিলে এ বিবরণ থেকে শ্রীনিবাসাদির নদীয়া ভ্রমণের বিষয়ে এরকম জানা যায়ঃ "নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। নবদ্বীপ চলে মহা প্রেমাবিষ্টহৈয়া ॥ / নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন। নবদ্বীপ পানে চাহে সজল নয়ন ॥ / বহু নেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে। / আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে ॥ / নবদ্বীপ ভূমে প্রণময় বারবার। / নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ * * * নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ / * * * যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর। / হেন মায়াপুরে চলে আচার্য ঠাকুর ॥ / নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া। প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য হইয়া ॥ / যে পথে চলয়ে সে পথে কিছু দূরে। / আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে ॥ / তাঁরে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাষে। / শ্রীঈশান ঠাকুর সম্বাদ জিজ্ঞাসে ॥ * * * শ্রীনিবাস বৃদ্ধ বিপ্র পদে প্রণমিয়া। / প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া ॥ / প্রভুর অঙ্গন ধূলে হইয়া ধূসর। / নয়নের জলে সিক্ত সর্ব কলেবর ॥"

আরও জানা যায় মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে তাঁরা ঈশানের অতিথি হ'য়েছিলেন। পরদিন সকালে ঈশানের নেতৃত্বে তাঁরা নদীয়া ভ্রমণে বের হ'য়েছিলেন এবং

ভ্রমণের শুরুতে তাঁরা প্রভুর মন্দির দর্শন ও প্রণাম সেরে আতোপুর দর্শনে যাত্রা ক'রেছিলেন। 'প্রণমিয়া বারবার প্রভুর মন্দিরে। / মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুর ॥' আতোপুর পেঁ'ছে ঈশান শ্রীনিবাসকে জানিয়েছেন—'বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম।' এর নাম অন্তর্দ্বীপ, লোকে এখন আতোপুর ব'লে। এখানে একসময় ব্রহ্মা শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা ক'রেছিলেন। প্রসন্ন হ'য়ে প্রভু ব্রহ্মাকে স্ব-মূর্তিতে দর্শন দিয়ে 'অন্তরের কথা' কিছু ব্যক্ত করেন: 'ভক্তভাব লয়া ভক্তিরস আস্বাদিব। / পরম দুর্লভ সঙ্কীর্তন প্রকাশিব ॥'—তাই এর নাম অন্তর্দ্বীপ। এরপর শ্রীনিবাসাদি বৈষ্ণব মহাজন ত্রয়ী একে একে সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা, বামনপোখেরা, হাটডাঙ্গা (দূর থেকে দর্শন), কুলিয়া-পাহাড়পুর, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি, রাতুপুর, বিদ্যানগর, জান্নগর, মামগাছি, বৈকুণ্ঠপুর, মাতাপুর, রাদুপুর, বেলপুকুর, ভারুইডাঙ্গা ও স্বুবর্ণ বিহার গ্রামগুলি দর্শন শেষে মায়াপুরে ফিরে আসেন। প্রতিটি গ্রামে পেঁ'ছে ঈশান শ্রীনিবাসকে এক একটি পৌরাণিক গল্প শুনিয়েছেন এবং 'প্রভুভক্তলীলামতে' সেই সেই গ্রামগুলির নাম সম্বন্ধে অবহিত ক'রেছেন। তাদের সেই নামগুলি হ'ল যথাক্রমে—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, ব্রাহ্মণপুষ্কর, উচ্চহট্ট, কোলদ্বীপ, সমুদ্রগতি, চম্পকহট্ট, ঋতুদ্বীপ, বিদ্যানগর, জাহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, বৈকুণ্ঠপুর, মহৎপুর, রুদ্রদ্বীপ, বিল্ব-পুষ্করিণী, ভরদ্বাজটিলা ও স্বুবর্ণ-বিহার। আতোপুর বা অন্তর্দ্বীপের মত ঈশান রাদুপুর বা রুদ্রদ্বীপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিয়েছেন—'গ্রাম' লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান' এবং বৈকুণ্ঠপুর গ্রামটিও যে একসময় ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল তাও জানাতে ভোলেন নি। রাতুপুর যে, "পূর্বে বৃহৎ গ্রাম এবে গ্রাম নাম মাত্র" এ সংবাদও আমরা এখানে পাই।

(চার)

শ্রীনিবাসাদির নদীয়া ভ্রমণ রচনার উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও প্রয়োগ কৌশল

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের নদীয়া ভ্রমণ ষোড়শ শতকের ঘটনা। বিভিন্ন প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এঁদের নবদ্বীপে আগমনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা যে নবদ্বীপ ছাড়াও এ অঞ্চলের অন্য অনেক গ্রাম দর্শন ক'রেছিলেন এমন কোন উল্লেখ সেই সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ ঐ ঘটনার দেড়শতাধিক বছর পরে অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নরহরি সেই ঘটনারই বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। আবার দেখা যায়, নবদ্বীপ ভিন্ন অন্য গ্রামগুলির বেলায় তিনি অবতার শ্রীচৈতন্যের 'পূর্ব পূর্ব লীলা' বিষয়ে কতকগুলি স্ব-রচিত পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা ক'রে সেই গ্রামগুলিকে তাদের প্রচলিত নামের সাথে 'প্রভুভক্তলীলামতে' নূতন নূতন নামে চিহ্নিত ক'রতে প্রয়াসী হ'য়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকটিকে আবার 'দ্বীপ' আখ্যায় ভূষিত ক'রেছেন এবং সেই সঙ্গে নবদ্বীপ বা নদীয়াকে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির প্রেক্ষাপটে স্থাপন ক'রে তাকে অবতারের চিরন্তন লীলাক্ষেত্রের মর্যাদা

দান করেছেন। বলাবাহুল্য এই ব্যাপারগুলিকে গ্রন্থকার বা কবির নিছক খেয়াল ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর পিছনে নরহরির যে এক গূঢ় অভিপ্রায় ক্রিয়াশীল ছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

শ্রীনিবাসাদির নদীয়া ভ্রমণ বর্ণনার একজায়গায় শ্রীনিবাস ঈশানকে তাঁর নদীয়া বা নবদ্বীপে আগমনের উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে ব'লেছেন—"শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে। / মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এই মতে ॥"—অর্থাৎ রাঘব পণ্ডিত তাঁকে যেমন ক'রে ব্রজমণ্ডলে অবস্থিত কৃষ্ণলীলাস্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি নবদ্বীপাঞ্চলে চৈতন্যলীলাস্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে নবদ্বীপে এসেছেন। তাছাড়া এই বিবরণের শুরু থেকেই নানা প্রসঙ্গে 'ব্রজে বজ্রনাভ যৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। / বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণলীলানুসারেতে ॥ / তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভুত যত গ্রাম। / প্রভুভক্তলীলামতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥' অথবা, 'যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহররে ব্রজপুরে। / সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে ॥' ইত্যাদি উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় নরহরি শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের নদীয়া ভ্রমণ বর্ণনার ছলে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার মত নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমারও একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি ক'রতে চান। নরহরির পূর্বসূরীদের রচনায় নবদ্বীপমণ্ডলের কোন উল্লেখ বা এভাবে নবদ্বীপ পরিক্রমার কথা শোনা যায় না। তাই একথা অনুমান করা ভুল হবে না যে, শ্রীপাদ নরহরিই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক। অন্ততপক্ষে তাঁর হাতেই এটি সুসংগঠিত রূপ পেয়ে সর্বত্র প্রচারিত হ'য়েছিল, সেকথা ব'ললে ভুল বলা হবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যাতে এই পরিক্রমা সাদরে গৃহীত হয়, সেজন্যই তিনি কৌশলে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের মত বৈষ্ণবমহাজনত্রয়ীর জীবনের ঘটনার সঙ্গে একে যুক্ত ক'রেছেন। আজকাল গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শত শত ভক্তকে নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা ক'রতে দেখে বোঝা যায় নরহরির সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

ব্রজমণ্ডলের আদর্শকে সামনে রেখে নরহরি চক্রবর্তী যেভাবে নবদ্বীপমণ্ডলের পরিকল্পনা ক'রেছেন' তাতে তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীপাদ নরহরি নিজে একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব। তাই একথা তাঁর অজানা ছিল না যে, তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গৌর ও কৃষ্ণে ভেদ নেই, তেমনি শ্রীধাম নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন তত্ত্বত অভিন্ন: 'সর্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া। / বৃন্দাবন চন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া ॥ / নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়। / গৌর শ্যাম রূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥' (ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ)। 'যৈছে গৌর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। / তৈছে নবদ্বীপ বৃন্দাবন কহে বেদ ॥' (নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি)। তাই ব্রজমণ্ডলের কেন্দ্রে যেমন র'য়েছে 'বৃন্দাবন', তেমনি নবদ্বীপমণ্ডলের কেন্দ্রে নরহরি প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন 'নবদ্বীপ'কে। ব্রজমণ্ডলে যমুনার উভয় তীরে যেমন বৃন্দাবন ও এই নামের সাথে মিলিয়ে মধুবন, তালবন, কুমুদবন, লোহবন ইত্যাদি নামে খ্যাত মোট দ্বাদশটি 'বন' আখ্যাযুক্ত স্থান এবং সেই সঙ্গে আরও দ্বাদশটি স্থান নিয়ে ব্রজমণ্ডল গঠিত, তেমনি শ্রীপাদ নরহরি

'নবদ্বীপ' ও তৎসংলগ্ন গঙ্গার উভয় পারে অবস্থিত ন'টি প্রধান গ্রামকে নবদ্বীপ নামের সঙ্গে মিলিয়ে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ ইত্যাদি নামে পরিবর্তিত ক'রে নিয়ে মোট দশটি 'দ্বীপ' এবং সেই দশটি অপ্রধান গ্রামকে নিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত নবদ্বীপ মণ্ডল গড়ে তুলেছেন।

ব্রজমণ্ডলে যেমন কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে প্রতিটি স্থানের নাম দেওয়া হ'য়েছে তেমনি নরহরিও অবতার শ্রীচৈতন্যের 'পূর্ব পূর্বলীলা' বর্ণনার নামে স্ব-রচিত কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়ে নবদ্বীপ সন্নিহিত গ্রামগুলির 'প্রভুভক্তলীলামতে' নূতন নূতন নাম প্রদান ক'রে এদের অধ্যাত্ম গৌরব প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস ক'রেছেন। ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত বৃন্দাবনে যেমন 'যোগপীঠে'র অবস্থান কল্পনা করা হ'য়ে থাকে তেমনি নরহরিও নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত নবদ্বীপ-এ 'যোগপীঠ মায়াপুর'-এর কল্পনা ক'রেছেন : 'যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। / তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥' পরিষ্কার বোঝা যায় নবদ্বীপ মণ্ডলের পরিকল্পনার পিছনে ভক্ত নরহরির চিন্ময় ভাবনা কল্পনাই প্রধানভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে। এ বিশ্বাস তাঁর মনে ছিল, ভক্তের কাছে অচিন্ত্যধাম সম্বন্ধে যাই বলা হোক না কেন, তা সবই সত্য বলে গৃহীত হয়—অচিন্ত্যধামের শক্তি সব সত্য হয়'। (ভ.র—১২শ তরঙ্গ)।

(পাঁচ)

শ্রীনিবাসাদির নদীয়াভ্রমণে উল্লিখিত 'নবদ্বীপ'-এর স্বরূপ

শ্রীপাদ নরহরি একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব। 'ভক্তের কাছে গৌর বিগ্রহ যেমন চিন্ময়, শ্রীধাম নবদ্বীপও তেমনি চিন্ময়'। ভক্তের সেই চিন্ময় ভাবনা যেমন প্রতিফলিত হ'য়েছে নবদ্বীপমণ্ডলের পরিকল্পনায়, তেমনি নবদ্বীপ নামটিও তাঁর হাতে নূতন অর্থগৌরবে মণ্ডিত হ'য়েছে। কবির কাছে শ্রীধাম নবদ্বীপ 'নবধা ভক্তি'র প্রতীক : 'নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। / শ্রবণাদি নব বিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥' (ভ.র—১২শ তরঙ্গ)। সেকারণে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রলেই দেখা যায় 'নবদ্বীপ'-এর বর্ণনায় ন'টি তথাকথিত দ্বীপ নামাঙ্কিত গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত ভূমি। যেন সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির অনন্ত কাল সায়রে প্রস্ফুটিত একটি নবদল পদ্ম—নবদ্বীপ যার কর্ণিকা, আর অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ইত্যাদি নামে উল্লিখিত ন'টি গ্রাম যার দলমণ্ডল। 'নবদ্বীপ ধাম পদ্মপুষ্প প্রায় রীত। / ক্ষণেকে সংকোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত ॥' তাই নবদ্বীপমণ্ডলের আলোচ্য বিবরণে বৃন্দাবনকল্প নবদ্বীপ-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও একটি বৃহত্তর নবদ্বীপের (Greater Nabadwip) উল্লেখ দেখা যায় : 'অথবা শ্রীনবদ্বীপ নাম। / পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥' (ভ.র—১২শ তরঙ্গ)।

বড়ই পরিতাপের কথা নরহরি বর্ণিত নবদ্বীপমণ্ডলে 'নবদ্বীপ' নামে একটি স্বনামখ্যাত স্বতন্ত্র স্থানের উপস্থিতির ব্যাপারটি শ্রীমায়াপুর (পূর্বতন মিঞাপুর)-এ

নূতন চৈতন্যজন্মস্থান প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী শ্রীকেদারনাথ দত্ত ও তাঁর অনুগামীদের কাছে ধরা পড়েনি। কথাটি যে মিথ্যে নয় তা শ্রীমায়াপুর-এর সমর্থনে প্রচারিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে ধরা পড়ে :

নয়টি দ্বীপ লইয়া 'নবদ্বীপ' গঠিত। এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বা পল্লী অবস্থিত ছিল। নয়টি দ্বীপের চারিটি দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্বপারে এবং পাঁচটি ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। পূর্বপারের চারিটি দ্বীপের নাম—(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ। পশ্চিমপারের পাঁচটি দ্বীপের নাম—(১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ, (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ এবং (৫) রুদ্রদ্বীপ। (২য় পরিচ্ছেদ, নবদ্বীপের দ্বীপ সংস্থান।)

শ্রীকেদারনাথ দত্ত ওরফে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (পরিক্রমাখণ্ড)' গ্রন্থেও বলা হয়েছে :

> ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন।
> এই ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
> অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয় ॥ (৫ম অধ্যায়, ৫০১ গৌরাঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৭)

Prof. K. N. Mukherjee ও তাঁর A Historico-Geographical Study for Shri Chaitanya's Birth place' প্রবন্ধে নরহরি চক্রবর্তী প্রসঙ্গে লিখেছেন,—'It was he who first conceived the concept of Naba (nine) Dwips (islands) to form Nabadwip Dham (city of Nabadwip and environ).'

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, শ্রীমায়াপুরের পক্ষে যাঁরাই কলম ধ'রেছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে নরহরি উক্ত নবদ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ ইত্যাদি নামে উল্লিখিত তথাকথিত ন'টি দ্বীপের সমষ্টি ব'লে প্রচার ক'রেছেন এবং আজও ক'রছেন।

কিন্তু তাঁরা একথা একবারও ভেবে দেখেননি যে, নরহরি উক্ত নবদ্বীপকে কেবল অন্তর্দ্বীপাদি নামে উল্লিখিত ন'টি দ্বীপনামাঙ্কিত গ্রামের সমষ্টি হিসাবে কল্পনা ক'রলে, এই নবদ্বীপের পুরো মাটিটাই ঐ ন'টি দ্বীপনামাঙ্কিত গ্রামের অধিকারে চলে যায় এবং তখন নবদ্বীপে নরহরি উক্ত 'মায়াপুর'-এর দাঁড়াবার মত কোন মাটি আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে, 'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥'—নরহরির এই উক্তি নিরর্থক হ'য়ে পড়ে।

সুতরাং একথা বলা অযৌক্তিক হয় না যে, ভক্তিরত্নাকর-এর দ্বাদশ তরঙ্গের অন্তর্গত 'অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। / পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥'—এই পয়ারের যে অর্থ শ্রীমায়াপুরের সমর্থকেরা ক'রেছিলেন এবং আজও ক'রে আসছেন, তা কবির অভিপ্রেত অর্থ নয়। আগেই বলা হ'য়েছে ভক্ত নরহরির চোখে নবদ্বীপ 'নবধা ভক্তি'র প্রতীক, যেন একটি নবদল পদ্ম—নবদ্বীপ যার কর্ণিকা, আর অন্তর্দ্বীপাদি নামে উল্লিখিত ন'টি গ্রাম যার দলমণ্ডল। তাই এই পয়ারের অর্থ ধরা

উচিত—অথবা নবদ্বীপে নবদ্বীপ ছাড়াও পরস্পর পৃথক ন'টি দ্বীপাখ্যাযুক্ত স্থান আছে, কিন্তু সব নিয়ে একগ্রাম—নবদ্বীপ। লিপিকরকৃত প্রমাদ সম্ভাবনার কথা স্মরণে রেখে পয়ারটির নাম মাত্র পরিবর্তন ক'রে যদি বলা যায়—অথবা শ্রীনবদ্বীপ নব দ্বীপ নাম। / পৃথক পৃথক কিন্তু হয় একগ্রাম ॥ তাহ'লে এই পয়ারের অর্থ সে-রকমই দাঁড়ায়। পয়ারটির অর্থ এরকম ধ'রলে, নরহরি বর্ণিত বৃহত্তর নবদ্বীপে অন্তর্দ্ধ্যাদি নামে উল্লিখিত ন'টি দ্বীপাখ্যাযুক্ত গ্রাম ছাড়াও 'মায়াপুর' দাঁড়াবার মত অতিরিক্ত একটি ভূমিখণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। আর এই অতিরিক্ত ভূমিখণ্ডটির নাম 'নবদ্বীপ' হওয়ায় 'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥'—নরহরির এই উক্তির যথার্থতাও রক্ষিত হয়। ভক্তিরত্নাকর-এর পূর্বাপর বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের কোন অসঙ্গতিও দেখা যায় না।

নরহরি পরিকল্পিত নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বৃহত্তর নবদ্বীপে অন্তর্দ্ধ্যাদি নামে উল্লিখিত তথাকথিত ন'টি দ্বীপাখ্যাযুক্ত গ্রাম ছাড়াও 'নবদ্বীপ' নামে যে একটা স্বতন্ত্র স্বনামখ্যাত স্থান ছিল তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি'তে।[১৩] সেখানে স্পষ্টই বলা হ'য়েছে—'নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়। / নব দ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত হয় ॥' লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানে শুধু ন'টি দ্বীপাখ্যাযুক্ত স্থানের অতিরিক্ত নবদ্বীপ নামে একটি স্থানের অস্তিত্বের কথাই স্বীকার করা হয়নি, সেই স্থানটি যে তথাকথিত ন'টি দ্বীপাখ্যাযুক্ত গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত, তাও ব'লে দেওয়া হ'য়েছে, যা ভক্তিরত্নাকর-এর নবদল পদ্মের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ভক্তিরত্নাকর-এর দ্বাদশ তরঙ্গে নরহরি নবদ্বীপের প্রশস্তি ক'রতে গিয়ে 'প্রাচীনৈরুক্তম' ব'লে একটি সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানেও অন্তর্দ্ধ্যাদি নামে উল্লিখিত গ্রামগুলি থেকে স্বতন্ত্র নবদ্বীপের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। উদ্ধৃতিটি হ'ল: ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকম্। / বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥ / শিব পঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতম্। / অন্তর্দ্ধ্যাদি নবধা দ্বীপ দিব্যস্মনোহরম্ ॥ তৎপঞ্চযোজনং কৌচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শম্। / মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্ ॥[১৪] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ভক্তিরত্নাকর-এ বর্ণিত বৃহত্তর নবদ্বীপে এবং সেই সঙ্গে নবদ্বীপমণ্ডলে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম ও রুদ্রদ্রুম ছাড়াও 'নবদ্বীপ' নামে একটি স্বতন্ত্র স্বনামখ্যাত স্থানের অস্তিত্বের কথা বলা হ'য়েছে—যা শ্রীমায়াপুর প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভক্তেরা বা তাদের অনুগামীরা একেবারেই ধরতে পারেন নি।

নরহরি যে বৃহত্তর নবদ্বীপের কথা ব'লেছেন তা চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত নবদ্বীপ অর্থাৎ ষোড়শ শতকীয় নবদ্বীপ-এর সঙ্গে অভিন্ন একথা কোন কোন আলোচনায় ব'লতে শোনা যায়।[১৫] বলা বাহুল্য একথা যথার্থ নয়। আমরা আগেই দেখেছি সীমন্তদ্বীপ বা সিমলিয়া এবং কোলদ্বীপ বা কুলিয়াকে নরহরি বৃহত্তর নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে পরিষ্কার জানিয়েছেন

যে, সিমলিয়া নবদ্বীপের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি গ্রাম—'নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া'। তেমনি কুলিয়া যে নবদ্বীপ সংলগ্ন গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত গ্রাম, তাও বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন—'তবে নিত্যানন্দ সর্ব পারিষদ সঙ্গে। / প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্তন রঙ্গে ॥ / খান চৌড়া, বড়গাছি আর দোগাছিয়া। / গঙ্গার ওপার কভু থায়েন কুলিয়া ॥" (অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়)।

নরহরির বৃহত্তর নবদ্বীপের ভাবনার সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাস-ভূগোলের কোন যোগাযোগ আছে কিনা, অর্থাৎ নবদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপাখ্যাত গ্রামগুলি একত্রে অতীতে কোন সময়ে নবদ্বীপ নামে পরিচিত হ'ত কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। কারণ, ভক্তিরত্নাকর-এ নরহরি চক্রবর্তী নিজেও এমন দাবী ক'রেননি। আলোচ্য বিবরণে দেখা যায় 'নবদ্বীপ' নামোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে নিজের কয়েকটি ধারণার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রথমে তিনি বিষ্ণুপুরাণ থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ও শ্রীধর স্বামীকৃত তার ব্যাখ্যাকে উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছেন, সাগর সপ্তকে এই দ্বীপটি নবম—তাই এর নাম নবদ্বীপ। দ্বিতীয়বার তিনি ব'লেছেন—'নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। / শ্রবণাদি নব বিধা ভক্তিদীপ্ত যাতে ॥' তাঁর তৃতীয় উক্তিটি হল—'অথবা শ্রীনবদ্বীপ নব দ্বীপ নাম। / পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥' এই তৃতীয় অভিমতটি থেকেই বৃহত্তর নবদ্বীপ ধারণার সৃষ্টি। অভিমতটি যে অনুমান নির্ভর বা কাল্পনিক তা পয়ারের শুরুতে 'অথবা' শব্দের প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়। তাই উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে ইতিহাস-ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে নরহরি বর্ণিত বৃহত্তর নবদ্বীপকে 'নবদ্বীপ' অভিধায় গ্রহণ করা যায় না।

(ছয়)

নবদ্বীপমণ্ডলে মায়াপুরের অবস্থান নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

নরহরি পরিকল্পিত নবদ্বীপ মণ্ডলে 'মায়াপুর' নামে স্থানটির অবস্থান নিয়েও চরম বিভ্রান্তি দেখা যায়। অনেকেই ব'লেছেন নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর অবস্থিত। যেমন 'শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বলা হ'য়েছে: অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপ। / তার মাঝে মায়াপুর মধ্য বিন্দু টীপ ॥' (৫ম অধ্যায়)। 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থেও বলা হ'য়েছে—"শ্রীধাম মায়াপুর এই সমস্ত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং ইহা অন্তর্দ্বীপভুক্ত।" (পৃঃ ২০) Prof. K. N. Mukherjeeও মায়াপুরকে "described to be at the heart of Antardwip" বলে উল্লেখ ক'রেছেন।

বড়ই আশ্চর্যের কথা এই যে, নিজেদের এই ধারণার কথা ব্যক্ত ক'রতে গিয়ে কেউই তাঁদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে ভক্তিরত্নাকর অথবা নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি থেকে নরহরির কোন উক্তিকে উদ্ধার করার প্রয়োজন অনুভব ক'রেন নি। নরহরির গ্রন্থ দুটি তন্ন তন্ন

ক'রে খুঁজেও তাঁদের ধারণার কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না।

একথা তাঁরা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি যে, মায়াপুর যদি অন্তর্দ্বীপেই অবস্থিত হবে, তবে নরহরি তার অবস্থান অন্তর্দ্বীপে না ব'লে 'নবদ্বীপ মধ্যে' ব'লবেন কেন? 'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥' (ভ. র—১২শ তরঙ্গ)। কেবল আলোচ্য দ্বাদশ তরঙ্গেই নয়, ভক্তিরত্নাকর-এর সর্বত্রই তিনি মায়াপুরকে নবদ্বীপান্তর্গত ব'লেছেন। যেমন ৬ষ্ঠ তরঙ্গে—'নবদ্বীপ মধ্যে কী আশ্চর্য মায়াপুর। / সে স্থান দর্শনে সর্ব তাপ যায় দূর॥' অথবা, ৮ম তরঙ্গে—'নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়। / লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥' অথবা, ১২শ তরঙ্গে—'যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। / তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥' নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতিতেও তিনি ব'লেছেন—'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। / যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥' মনে রাখা দরকার নবদ্বীপাঞ্চলে 'মায়াপুর'-এর নামের আবির্ভাব যখন নরহরির উক্তিকে ভিত্তি ক'রে, তখন তার অবস্থানও নির্দেশিত হওয়া উচিত নরহরির নির্দেশ মেনেই।

আরও একটি কথা এই যে, ভক্তিরত্নাকর-এর আলোচ্য দ্বাদশ তরঙ্গের বিবরণেই বলা হ'য়েছে, শ্রীনিবাসাদি বৈষ্ণবমহাজনত্রয়ী নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমার শুরুতে মায়াপুরে প্রভুর মন্দিরে প্রণাম শেষে আতোপুর বা অন্তর্দ্বীপের দিকে যাত্রা ক'রেছিলেন—'প্রণামিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে। / মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে॥' শ্রীমায়াপুরের সমর্থকদের ধারণানুযায়ী মায়াপুর যদি আতোপুর বা অন্তর্দ্বীপেই অবস্থিত হয়, তবে সেখান থেকে আবার নতুন করে আতোপুর যাত্রার কথা আসে কী করে?

সবচেয়ে বড় কথা, আতোপুর পৌঁছে এই পরিক্রমার 'গাইড' ঈশান শ্রীনিবাসকে ব'লেছেন—'বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম।' যে গ্রাম বহুকাল আগেই লুপ্ত হ'য়ে গেছে ব'লে স্বীকার করা হ'য়েছে, সেখানে শ্রীনিবাসাদি ভক্তগণ মায়াপুর ও প্রভুর মন্দিরাজি দর্শন ক'রলেন এমন ধারণার সঙ্গতি কোথায়?

বড়ই বিস্ময়ের কথা 'নবদ্বীপ' ও 'মায়াপুর' সম্পর্কে আলোচিত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির ওপরেই আজও 'শ্রীমায়াপুর' অর্থাৎ শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত নূতন শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান দাঁড়িয়ে আছে।

(সাত)

নবদ্বীপ মণ্ডল নিয়ে আরও কিছু ভ্রান্ত ধারণা

নরহরি উদ্ভাবিত নবদ্বীপ মণ্ডলের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় বিবদমান দু' পক্ষই দ্বীপাখ্যাযুক্ত নয় এমন নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত গ্রামগুলিকে কোন না কোন দ্বীপাখ্যাযুক্ত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে নিজেদের আলোচনায় অগ্রসর হ'য়েছেন দেখা যায়[১৬]; কিন্তু ভক্তিরত্নাকর কিংবা নবদ্বীপ

পরিক্রমা পদ্ধতিতে এ ধরনের কোন কথাই নেই। এই দুই গ্রন্থের বিবরণে নবদ্বীপ মণ্ডলের প্রতিটি গ্রামের পৃথকসত্তা স্বীকৃত হ'য়েছে, কেবল মায়াপুরকেই নবদ্বীপান্তর্গত বলা হ'য়েছে। বাস্তবেও গ্রামগুলিকে স্বতন্ত্র পরিচয় বহন ক'রতে দেখা যায়। তেমনি নরহরি অবতার চৈতন্যের 'পূর্ব পূর্ব লীলা' বর্ণনার মাধ্যমে নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত গ্রামগুলির যে নাম দিয়েছেন, তাকে বাস্তবের নাম ব'লে তাঁরা গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁরা একথা বুঝে উঠতে পারেননি যে, 'যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়'—ইত্যাদি উক্তি গ্রামগুলির প্রচলিত নাম পরিবর্তনের সুযোগ নেওয়ার কৌশলমাত্র। আর সে কারণেই 'ভক্তিরত্নাকর' ছাড়া কোন প্রাচীন বা অর্বাচীন গ্রন্থে অথবা কোন সরকারী দলিলপত্রে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ ইত্যাদি নামে কোন গ্রামের উল্লেখ নবদ্বীপ অঞ্চলে পাওয়া যায় না।

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান—এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে যে কখনও সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা হ'তে পারে, সম্ভবত এ ধারণা নবদ্বীপবাসী তথা বঙ্গবাসীর ছিল না। তাই এরকমের কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতিও ছিল না। এমতাবস্থায় যখন সত্যি সত্যিই সে পরিস্থিতি দেখা দিল, তখন বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সেকারণে, অতীতে এই বিতর্কের সময় যাঁরা বর্তমান শহর নবদ্বীপের স্বপক্ষে কলম ধরেছিলেন, তাঁরা পুরোপুরিভাবে বিপক্ষের ত্রুটিগুলিকে সর্বজন সমক্ষে তুলে ধ'রতে পারেননি, বরং অবাক হ'য়ে লক্ষ্য ক'রতে হয় এই যে, নরহরির দোহাই দিয়ে প্রতিপক্ষ যেসব ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত তুলে ধ'রেছেন, তার অধিকাংশই তাঁরা স্বীকার ক'রে নিয়ে প্রতিপক্ষের চলার পথ সহজ ক'রে দিয়েছেন। সেসব সিদ্ধান্তের অন্যতম হ'ল—(এক) নবদ্বীপ ন'টি দ্বীপের সমষ্টি। (দুই) মায়াপুর অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত ইত্যাদি। এ ছাড়াও তাঁরা বর্তমান শহর নবদ্বীপকে নরহরি কথিত অন্তর্দ্বীপের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হ'য়েছিলেন।

নবদ্বীপ যে ন'টি দ্বীপের সমষ্টি নয় এবং মায়াপুর যে অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত হ'তে পারে না, তা পূর্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো বর্তমান শহর নবদ্বীপ ও নরহরি কথিত অন্তর্দ্বীপ অভিন্ন হতে পারে না। আসলে নবদ্বীপ ন'টি দ্বীপের সমষ্টি এই ধারণাকে শুরু থেকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে এঁরাও নরহরি বর্ণিত নবদ্বীপ মন্ডলে পৃথক নবদ্বীপের অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রেছিলেন। তাই এঁদের অনেক যুক্তিই সিদ্ধান্তের অনুকূল ছিল না।

প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়ে তাঁরা যে কতদূর বিভ্রান্ত হ'য়েছিলেন, একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই তা সকলের কাছে পরিষ্কার হবে। যেমন, শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর লেখা শ্রীশ্রীনবদ্বীপ তত্ত্ব (২য় সং) গ্রন্থে মায়াপুর প্রসঙ্গে একবার বলা হ'য়েছে "চৈতন্যগৃহই মায়াপুর" আবার পরক্ষণেই বলা হ'য়েছে "নবদ্বীপই মায়াপুর"।[১৭] অর্থাৎ নরহরির বিবরণে 'মায়াপুর' একটি নগর, না পল্লী, না গৃহ হিসাবে উপস্থাপিত হ'য়েছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছাড়াই তাঁকে শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্কে অংশ নিতে

হ'য়েছিল। যে পরিস্থিতিতে এবং যেভাবে 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব' লিখিত ও প্রকাশিত হ'য়েছিল তাতে এরকম বিভ্রান্তি অস্বাভাবিক কিছু নয়।[১৮]

যাইহোক, মায়াপুর যে নরহরি কথিত স্বনামখ্যাত নবদ্বীপের একটি পল্লী তা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। ইতিপূর্বে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের-নবদ্বীপে আগমন প্রসঙ্গে উদ্ধৃত অংশেই তা প্রকাশিত। কেবল দ্বাদশ তরঙ্গের আলোচ্য বিবরণেই নয়, অষ্টম তরঙ্গে নরোত্তমের নবদ্বীপে আগমন প্রসঙ্গে যা বলা হ'য়েছে, তা থেকেও মায়াপুর-এর এই পরিচয় স্পষ্ট হয়। সেখানে নরহরি ব'লেছেন : 'নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়।/ লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥ / তথা অতি কাতরে জিজ্ঞাসে কারু স্থানে। / জগন্নাথ মিশ্রের ভবন কুন খানে॥ / তেঁহ কহে এইপথে করহ গমন। / ঐ দেখ জগন্নাথ মিশ্রের ভবন॥' একথা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে 'মায়াপুর'কে নবদ্বীপান্তর্গত পাড়া বা পল্লী হিসাবেই উপস্থাপন করেছেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই ব'লেছিলেন—'ভক্তিরত্নাকর' রত্নাকর সদৃশই বিরাট এবং রত্নাকরের গর্ভে যেরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেইরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়ায় ইহার সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। সমস্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার উপায় নাই ; ভক্তিরত্নাকর পাঠারম্ভ ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একই ব্যাপার।"—[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৮ম সং), পৃঃ ২১৮]। তাই একথা বলতে আর অসুবিধা নেই যে, নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকর-এ যে কথা বলেছেন তার সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার অভাবেই অতীতে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'য়েছিল, যার অন্যতম ফলশ্রুতি শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি।

(আট)

নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত স্বনামখ্যাত 'নবদ্বীপে'র সন্ধানে

গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী একজন ভক্ত বৈষ্ণব। গ্রন্থের নাম ভক্তিরত্নাকর। এই গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের-নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা, যার তাৎপর্য কেবল ভক্তজনেরই উপলব্ধির বিষয়। সম্ভবত এই বিবেচনায় আজকাল অনেকের মুখেই শুনি ভক্তিরত্নাকরের আলোচ্য দ্বাদশ তরঙ্গের বিবরণে যা বলা হ'য়েছে তার সবটুকুই নাকি আধ্যাত্মিক অথবা কাল্পনিক ব্যাপার, শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান সনাক্তকরণের মত একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এর নাকি কোন মূল্যই নেই। নরহরির এই বিবরণ দুর্বোধ্য, এমন অভিযোগও কেউ কেউ ক'রেছেন দেখা যায়। একজন গবেষিকা তাঁর গবেষণা গ্রন্থে পরিষ্কার জানিয়েছেন—"নরহরি চক্রবর্তীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া মায়াপুরের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন।"[১৯] একথা অস্বীকার করার

উপায় নেই যে, ভক্তিরত্নাকর-এর দ্বাদশ তরঙ্গের ছত্রে ছত্রে আধ্যাত্মিকতা তথা কাল্পনিকতার ছড়াছড়ি, কিন্তু-এর মধ্যে বাস্তব তথা ইতিহাসের কিছু নেই একথা ব'ললে নরহরির প্রতি সুবিচার করা হয় না।

যাই হোক, এঁদের আলোচনা শুনে ও গ্রন্থ প'ড়ে একথাই অনুমিত হয় যে, "নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥"—এই পয়ারে উক্ত 'নবদ্বীপ'কে সনাক্ত ক'রতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই তাঁরা এরকম সিদ্ধান্ত ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন। কথাটা যে অতিশয়োক্তি নয়, তা গবেষণা গ্রন্থটিতে উক্ত "নরহরির মতে নবদ্বীপ মানে ন'টি দ্বীপের সমষ্টি"—প্রচলিত এই ভ্রান্ত ধারণার পুনরুক্তিতেই বোঝা যায়। ইতিপূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে 'শ্রীনিবাসাদির নদীয়া ভ্রমণে উল্লিখিত নবদ্বীপ-এর স্বরূপ' আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আলোচ্য নবদ্বীপকে অন্তর্দ্বীপাদি নামে অভিহিত ন'টি দ্বীপাখ্যাযুক্ত গ্রামের সমষ্টি ধরলে নবদ্বীপের পুরো-মাটিটাই ঐ ন'টি দ্বীপাখ্যাযুক্ত গ্রামের অধিকারে চ'লে যায় এবং তখন নবদ্বীপ ভূমিখণ্ডে মায়াপুর দাঁড়াবার মত কোন মাটি আর অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং এই পয়ারোক্ত 'নবদ্বীপ'কে স্বতন্ত্র স্বনামখ্যাত নবদ্বীপ ধরাই যুক্তিযুক্ত। আর এই সত্যটি অনুধাবন করলে নবদ্বীপ মণ্ডলে এই স্বনামখ্যাত নবদ্বীপের অবস্থান তথা মায়াপুর-এর অবস্থান জেনে নেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

আগেই বলা হ'য়েছে নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়েই ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গের বিবরণ লেখা হ'য়েছিল। পরিক্রমা ব্যাপারটি যেহেতু বাস্তবে আচরণীয়, সেকারণে মণ্ডলান্তর্গত গ্রামগুলির সঙ্গে ভক্তদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ওপরেই এর সাফল্য নির্ভর করে। নরহরি একথা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন ক'রেছিলেন। তাই নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত গ্রামগুলি নিয়ে তিনি যতই কাল্পনিক প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে থাকুন না কেন, গ্রামগুলির লোকপ্রচলিত নাম, অবস্থান, এমনকি এদের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের কথাও জানাতে ভোলেন নি। তাছাড়া একটু খোঁজ নিলেই দেখা যায়, নরহরি উল্লিখিত নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত গ্রামগুলি নবদ্বীপাঞ্চলে প্রকৃতই ছিল এবং তাদের প্রায় সব কটিই আজও রয়েছে। সুতরাং নরহরি প্রদত্ত এই বিবরণ কেবল আধ্যাত্মিকতায় ভরা, এ থেকে ইতিহাস-ভূগোলের কোন কথা জানা সম্ভব নয়-এমন ধারণা ক'রলে ভুল করা হবে।

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্রের নবদ্বীপমণ্ডল ভ্রমণের বিবরণে দেখা যায় তাঁরা নবদ্বীপ (এখানেই মায়াপুরস্থিত প্রভুর মন্দিরে দর্শন-প্রণাম সেরে তাঁরা মণ্ডলান্তর্গত অন্য গ্রামগুলি দর্শনে যাত্রা ক'রেছিলেন) ছাড়া আরও ঊনিশটি গ্রাম দর্শন ক'রেছিলেন। ক্রমানুসারে তাদের প্রচলিত নামগুলি হ'ল—আতোপুর সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা, বামনপোখেরা, হাটডাঙ্গা (দূর থেকে দর্শন), কুলিয়া-পাহাড়-পুর, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি, রাতুপুর, বিদ্যানগর জান্নগর, মামগাছি, বৈকুণ্ঠপুর, মাতাপুর, রাদুপুর, বেলপুকুর, ভারুইডাঙ্গা ও সুবর্ণবিহার। নরহরির অপর রচনা

'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি' গ্রন্থেও এই গ্রামগুলিকে একই ক্রমে ভ্রমণ করার কথা বলা হ'য়েছে। নামেই বোঝা যায় নবদ্বীপ পরিক্রমায় আগ্রহী ভক্তদের সাহায্য করার জন্যই 'গাইড বুক' হিসাবে এটি রচিত হ'য়েছিল। 'গাইড বুক' গ্রন্থকারের সমকালীন পরিবেশকে ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল এমন বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হবে না।

নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে কেবল সিমলিয়া, আতোপুর, কুলিয়া-পাহাড়পুর, বৈকুণ্ঠপুর ও হাটডাঙগা নামে কোন গ্রাম একালের মানচিত্রে আর দেখা যায় না। তবে নরহরি প্রদত্ত সঙ্কেতসূত্র ও অন্যান্য সূত্র থেকে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, তা দিয়ে এদের প্রকৃত-অবস্থান চিনে নেওয়া যায়।

অধুনা বিস্মৃত সিমলিয়া প্রসঙ্গে নরহরি জানিয়েছে—'এই সিমলিয়া গ্রামে গৌরসুন্দর। / বিহরয়ে সংগেতে অসংখ্য পরিকর॥ / নগরকীর্তনকালে যে আনন্দ এথা। / একমুখে কহিব কি সে সকল কথা॥' (ভ. র ১২শ তরঙ্গ)। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সিমলিয়া ও চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়ের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্যের 'সর্বনবদ্বীপ' পরিক্রমার বিবরণে উল্লিখিত সিমলিয়া এক ও অভিন্ন। এই বিবরণ থেকে জানা যায় নদীয়া নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সিমলিয়া গঙ্গানগরের পূর্বে কোথাও অবস্থিত ছিল। অধুনা লুপ্ত গঙ্গানগর ভারুইডাঙ্গা গ্রামের সংলগ্ন একটি গ্রাম। বর্তমানে গ্রামটিকে দেখা না গেলেও ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ-এর সার্ভে ম্যাপে শহর নবদ্বীপের সরাসরি উত্তরে গঙ্গার অপর পারে গঙ্গানগরের অবস্থান দেওয়া আছে। বর্তমান বামনপুকুর গ্রামকেই সকলে প্রাচীন সিমলিয়া ব'লে থাকেন। এখানে একটি প্রাচীন গোলোক চাঁপা গাছের নিচে যে কবরটি আছে, তা চৈতন্যদেব কর্তৃক দণ্ডিত কাজির সমাধি ব'লে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

আতোপুর বা অন্তর্দ্বীপ নামে কোন স্থানের উল্লেখ নবদ্বীপাঞ্চলের ইতিহাস-ভূগোলে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এটি নরহরির নিজের দেওয়া নাম। তবে নবদ্বীপ-মণ্ডলে এর অবস্থান বিষয়ে তিনি যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা থেকে স্থানটিকে সনাক্ত করা সম্ভব। সেই সূত্রগুলি হ'ল—(এক) শ্রীনিবাসাদিরা আতোপুর দর্শন শেষে সিমলিয়া গিয়েছিলেন অর্থাৎ আতোপুর সিমলিয়া (বর্তমান বামনপুকুর) সংলগ্ন স্থান। (দুই) এই স্থান থেকে সুবর্ণবিহার গ্রামটি দেখা যায়। এখানে পদার্পণ ক'রে ঈশান শ্রীনিবাসকে ব'লেছেন—"সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস।" (তিন) এই গ্রামটি গঙ্গার পূর্বধারে ছিল: "গঙ্গার পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়। / পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥" (চার) এই গ্রামটি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ মাত্র। ঈশান এই গ্রামটি সম্বন্ধে শ্রীনিবাসকে জানিয়েছেন—"বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম।"

নরহরির দেওয়া সূত্রগুলি ও একালের একখানি মানচিত্র হাতে নিয়ে নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্যান্য গ্রামগুলির অবস্থান লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায় সিমলিয়া ও গাদিগাছার মধ্যবর্তী স্থানেই নরহরি কথিত আতোপুর বা অন্তর্দ্বীপ অবস্থিত ছিল। বর্তমানে

এখানেই বল্লালদীঘি, শ্রীমায়াপুর, মোল্লাপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলি দেখা যায়। এরই পূর্বধারে জলঙ্গীর অপর পারে সুবর্ণবিহার গ্রাম। আলোচ্য স্থানটি বরাবরই গঙ্গার পূর্বধারে ছিল, আজও আছে। স্থানটি বহুকাল চরভূমি হিসাবেই পড়ে ছিল।[20] বিংশ শতকে এখানে নূতন শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পুনরায় জনবসতি গ'ড়ে উঠতে থাকে।

বৃন্দাবন দাস বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের 'সর্বনবদ্বীপ' পরিক্রমার বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি ঐদিন শ্রীচৈতন্যদেব সিমলিয়ায় কাজিকে দণ্ডদান ক'রে শঙ্খবণিক নগর ও তন্তুবায় নগরের ভিতর দিয়ে গাদিগাছায় গিয়া উঠেছিলেন। অর্থাৎ সিমলিয়া ও গাদিগাছার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে সেসময় শঙ্খবণিক, তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের বসবাস ছিল। শ্রীধরের বাড়িও এরই একপ্রান্তে কোথাও ছিল। আমরা জানি এঁরাই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ভক্ত। তাই জনহীন চরভূমি হওয়া সত্ত্বেও ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ভক্তদের বাসভূমির তথা চৈতন্যলীলার স্মৃতিস্বরূপ এই স্থানের ধূলিকণা মাথায় ধারণ না ক'রলে নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয় না। তাই এই জনহীন চরভূমিকে নরহরি 'আতোপুর' বা 'অন্তর্দ্বীপ' এই কাল্পনিক নামে চিহ্নিত ক'রে তাঁর পূর্ব পরিকল্পনামত টেনে-বুনে নবদ্বীপ রূপ নবদল পদ্মের ন'টি 'দল' পূরণ ক'রে নিয়েছেন এবং এই স্থানটিকে নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমার অন্যতম স্থান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন। 'আতোপুর' শব্দের 'আতো' কথাটিকে যদি 'আতত' শব্দের পরিবর্তিত বা চলিত রূপ হিসাবে ধরা হয়, তবে প্রাচীন কবি প্রয়োগে তার অর্থ দাঁড়ায় 'কম্পিত'।[21] এই ভূমিখণ্ডের 'আতোপুর' নামকরণের পিছনে নরহরি যে এই ধরনের ইঙ্গিত দেননি, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

নরহরির মতে 'কুলিয়া-পাহাড়পুর' গ্রামটি বামন পোখেরা ও সমুদ্রগড়ের মধ্যবর্তী-স্থানে অবস্থিত ছিল। শ্রীনিবাসাদিরা বামন পোখেরা গ্রাম থেকে যাত্রা ক'রে পথে দূর থেকে 'হাটডাঙ্গা' গ্রামটি দর্শন ক'রে কুলিয়া-পাহাড়পুরে গিয়ে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে সমুদ্রগড় গিয়েছিলেন। বামন পোখেরা বা বর্তমান বামনপুরা শহর নবদ্বীপের পূর্বপার্শ্বস্থ গঙ্গার অপর পারে কিছু দূরে অবস্থিত গ্রাম। আর সমুদ্রগড় এই শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পুরাতন গঙ্গাখাতের অপর পারে অবস্থিত গ্রাম। এ দু'টি গ্রাম আজও বর্তমান। কুলিয়ার সঙ্গে পাহাড়পুরের নাম একত্রে উচ্চারিত হ'তে দেখে বোঝা যায় গ্রামটি পাহাড়পুর সংলগ্ন গ্রাম। নরহরির কালে হয়ত এ অঞ্চলে কুলিয়া নামে অন্য গ্রাম ছিল। সেকারণে চৈতন্যলীলাস্মৃতি বিজড়িত এই কুলিয়াকে স্বতন্ত্র-ভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পারপুর বা পাহাড়পুরকে গঙ্গাপথে নবদ্বীপ ও সমুদ্রগড়ের মধ্যবর্তী বলা হ'য়েছে।[22] সেসময় অবশ্য গঙ্গা শহর নবদ্বীপ বা নদীয়ার পশ্চিম গা দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। সকল দিক বিবেচনা ক'রে তাই বলা যায়, বর্তমান শহর নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে নরহরি কথিত কুলিয়া পাহাড়পুর বা কুলিয়া গ্রাম অবস্থিত ছিল। এখনও শহর নবদ্বীপের

দক্ষিণাঞ্চলে আমকুলিয়া, কোলের ডাঙ্গা, কোলের গঞ্জ নামে পল্লীগুলি সেই অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বৈকুণ্ঠপুর নামে গ্রামটি আজকাল আর মানচিত্রে দেখা যায় না, একথা আগেই বলা হ'য়েছে। গ্রামটি যে একসময় ভাঙনে নষ্ট হ'য়েছিল সেকথা নরহরি জানিয়েছেন। সম্ভবত পুনরায় গঙ্গার ভাঙনে তা ধ্বংস হ'য়ে গেছে। নরহরির বর্ণনা মতে মাউগাছি বা মামগাছির পরেই শ্রীনিবাসাদিরা বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছিলেন। 'তদুপরি বৈকুণ্ঠপুর'— এরপরেই মাতাপুর বা মহৎপুর গ্রাম। বর্তমান শহর নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে মামগাছি ও মহৎপুর গ্রাম দুটি আজও বর্তমান। সুতরাং একালের মানচিত্রে এর সঠিক অবস্থানটি কোথায় ধরা হবে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

হাটডাঙ্গা নামে গ্রামটি আজকালকার মানচিত্রে দেখা না গেলেও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ-এর রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে শহর নবদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গার অপর পারে এর অবস্থান দেওয়া আছে; এই গঙ্গারই পশ্চিম পারে শহর নবদ্বীপের দক্ষিণে কোলের ডাঙ্গা চিহ্নিত দেখা যায়।

এখন নবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অবস্থান চিহ্নিত একালের একখানি মানচিত্র হাতে নিয়ে 'নবদ্বীপ' বাদে নরহরি বর্ণিত নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত গ্রামগুলির অবস্থান দেখলে দেখা যাবে, এই গ্রামগুলির মাঝখানে অন্য গ্রামগুলির তুলনায় বিস্তৃততর এক ভূমিখণ্ড পড়ে থাকে। নবদ্বীপমণ্ডলের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় এই ভূমিখণ্ডটিও যে, এই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বোঝা যায়। নরহরির কালে বা তার কিছু পরে লেখা গ্রন্থ, অঙ্কিত মানচিত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ ক'রলে দেখা যায়, নবদ্বীপমণ্ডলের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই ভূমিখণ্ডটিই সেসময় নদীয়া বা নবদ্বীপ নামে অভিহিত হ'ত। ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গের বিবরণে নরহরি নবদ্বীপকে "বেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি" ব'লে প্রশস্তি করেছেন। এই তরঙ্গের অন্যত্রও তিনি ব'লেছেন, "ওই কথোদূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। / সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্যস্থান॥" অতীতে নবদ্বীপ নগরী কোনদিন গঙ্গাবেষ্টিত হ'য়েছিল কিনা তা বিতর্কের ব্যাপার, কিন্তু নরহরির কালে এই নবদ্বীপভূমি প্রকৃত অর্থেই সুরধুনী বা গঙ্গাবেষ্টিত হ'য়ে নিজের 'দ্বীপ' আখ্যাটিকে সার্থক করে তুলেছিল। রেনেল (১৭৬৪-৭৫ খ্রীঃ) অঙ্কিত মানচিত্রে এবং ১১৭৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৭১ খ্রীঃ) লেখা বিজয়রামের 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থে এর সমর্থন পাওয়া যায়। নরহরির কালে গঙ্গা ও নবদ্বীপের পারস্পরিক এই অবস্থান 'গঙ্গা পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়' ভক্তিরত্নাকর-এর এই উক্তির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ('নরহরির চোখে বৃহত্তর নবদ্বীপ' চিত্র দ্রষ্টব্য)। পরিষ্কার দেখা যায় নরহরির কালে এ অঞ্চলে যে ভূমিখণ্ডটি নদীয়া বা নবদ্বীপ নামে অভিহিত হত তার সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে উল্লিখিত স্বনামখ্যাত নবদ্বীপের সকল দিক দিয়েই মিল র'য়েছে। সুতরাং ভক্তিরত্নাকর-এ উল্লেখিত নবদ্বীপ ও নরহরির কালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের নবদ্বীপ যে এক ও অভিন্ন তা আর

বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজকাল যে ভূমিখণ্ডটি নবদ্বীপ নামে পরিচিত, তার দক্ষিণের অংশ (কুলিয়ার অংশ) বাদ দিলে এই নবদ্বীপ ও অষ্টাদশ শতকের নবদ্বীপ অর্থাৎ নরহরির কালের নবদ্বীপ এক ও অভিন্ন। একটু-অনুসন্ধান ক'রলেই দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের নবদ্বীপের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে নরহরি বর্ণিত নবদ্বীপ-মণ্ডলের ভৌগোলিক পরিবেশের আরও অনেক মিল র'য়েছে। ভৌগোলিক পরিবেশের এই সাজুয্যই প্রমাণ ক'রে যে, নরহরি অষ্টাদশ শতকের নবদ্বীপ বা নদীয়ার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটেই শ্রীনিবাসাদির নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমার মত ষোড়শ শতকীয় ঘটনাকে সাজিয়ে দিয়েছেন।

*   *   *

এখন এই সুদীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল সেগুলি একত্র ক'রলে দাঁড়ায় ঃ—

(এক) 'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। / যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥' ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গের অন্তর্গত এই পয়ারে 'নবদ্বীপ' বলতে নরহরি প্রকৃতপক্ষে যা বলতে চেয়েছেন তা অনুধাবনে ব্যর্থতা অর্থাৎ এই নবদ্বীপকে সনাক্ত করার ব্যর্থতা থেকেই শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান নিয়ে একটা অহেতুক ও অনভিপ্রেত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'য়েছিল।

(দুই) এই আলোচনায় আরও দেখা গেল যে, এই পয়ারে উক্ত 'নবদ্বীপ' বলতে নরহরি তাঁর সমসাময়িক কালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের গঙ্গা-বেষ্টিত শহর নবদ্বীপ বা নদীয়াকেই বুঝিয়েছেন, যা দক্ষিণে কুলিয়ার অংশ বাদ দিয়ে মোটামুটি-ভাবে বর্তমান শহর নবদ্বীপের সঙ্গে অভিন্ন।

(তিন) এই নবদ্বীপকে নরহরি কথিত অন্তর্দ্বীপ বা আতোপুরের সঙ্গে অথবা মায়াপুরের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা যায় না। তেমনি মায়াপুরকে 'গৌরগৃহ' বলা যায় না। নরহরি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে মায়াপুরকে এই নবদ্বীপের একটি পল্লী বা পাড়া হিসাবেই উপস্থাপিত ক'রেছেন।

(চার) মায়াপুর ইতিহাস-ভূগোলের নাম নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক বা রূপক নাম—ভক্তমহলে প্রচলিত চৈতন্য আবির্ভাব পল্লীর বিকল্প নাম হিসাবেই এটি গ্রহণযোগ্য।

(পাঁচ) এই আলোচনায় একথাও পরিস্ফুট হয় যে, মায়াপুরকে কোনমতেই অন্তর্দ্বীপের স্থান হিসাবে কল্পনা করা যায় না এবং সেই কারণেই বর্তমান শহর নবদ্বীপের উত্তর-পূর্বে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত মিঞাপুর-বল্লালদীঘি এলাকায় (নরহরি-কথিত অন্তর্দ্বীপে) মায়াপুরের অর্থাৎ চৈতন্য আবির্ভাবপল্লীর অবস্থান স্বীকার করা যায় না।

(নয়)

শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব স্থান সম্পর্কে ভক্তিরত্নাকর-এর বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা

নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি' অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের রচনা অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় দুশো বছর পরে রচিত। স্বাভাবিক কারণেই এই দুখানি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ক্ষেত্রের অবস্থান সম্বন্ধে যা বলা হ'য়েছে তার সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীনতর গ্রন্থে কী বলা হ'য়েছে, তা পর্যালোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত গ্রন্থ। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রন্থখানি লেখা হ'য়েছিল ব'লে পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।

'চৈতন্য ভাগবত'-এর মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়ে কাজিদলন প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের 'সর্বনবদ্বীপ' পরিক্রমার যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে, তা থেকে সামগ্রিক না হ'লেও তৎকালীন নদীয়া নগরীর আয়তন ও স্থিতিস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় এবং এই নগরীর কোথায়, কোন্‌দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজগৃহ অবস্থিত ছিল সে সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

এই বিবরণে দেখা যায় ঘটনার দিন শ্রীচৈতন্যদেব 'নিজগৃহ' থেকে বের হ'য়ে ভক্তমণ্ডলীসহ প্রথমে 'নিজঘাট'-এ উপস্থিত হন। পরে গঙ্গাতীর বরাবর পথ ধরে একে একে 'মাধাইয়ের ঘাট', 'বারকোণা ঘাট' ও 'নগরিয়া-ঘাট' অতিক্রম ক'রে 'গঙ্গানগর'-এর ওপর দিয়ে 'সিমলিয়া' যান। সিমলিয়া সেসময় নদীয়া বা নবদ্বীপ নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল ব'লে বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন—'নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া'। এখানে কাজিকে দণ্ডদান ক'রে 'শঙ্খবণিক নগর', 'তন্তুবায় নগর'-এর ভিতর দিয়ে তিনি শ্রীধরের বাড়ি যান। শ্রীধরের বাড়িও নগরীর উপকণ্ঠে কোথাও ছিল ব'লে চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়। সেখানে 'জলপানে' শ্রীধরকে অনুগ্রহ ক'রে তিনি পুনরায় নগরে ফিরে আসেন—'নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।' এরপর সর্বনবদ্বীপ পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে 'গাদিগাছা পারডাঙ্গা' হ'য়ে 'নিজগৃহে' ফিরে আসেন।[২৩]

একথা সর্বজনবিদিত যে গঙ্গা এখন নবদ্বীপের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হ'লেও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে এই গঙ্গা নবদ্বীপ বা নদীয়া নগরীর পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহে সে কথা জানা যায়। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বলা হ'য়েছে গঙ্গা সেসময় পূরধলি (পূর্বস্থলী), নবদ্বীপ, পারপুর ও সমুদ্রগড় স্পর্শ ক'রে প্রবাহিত হ'ত। ১৬৬০খ্রীঃ-এ অঙ্কিত

ফ্যান্-ডেন-ব্রুকের মানচিত্রে গঙ্গাকে নবদ্বীপ বা নদীয়ার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হ'তে দেখা যায়। ১৭৭১খ্রীঃ-এ রচিত বিজয়রাম বিশারদের 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থের তৎকালীন নবদ্বীপের পশ্চিমগায়ে গঙ্গার অবস্থান স্বীকৃত হ'য়েছে।[২৪] মেজর জেমস রেনেলের (১৭৬৪-৭৫ খ্রীঃ) মানচিত্রেও এর সমর্থন মেলে। বৃন্দাবন দাস কথিত ঘাটগুলির আজ আর অস্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু সেগুলি যে সেই গঙ্গার পরিত্যক্ত খাতের তীরেই ছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেদিনের সেই গঙ্গার পরিত্যক্ত খাত আজও মানচিত্রে অঙ্কিত হয় এবং এই খাতই বরাবর নদীয়া ও বর্ধমান জেলার সীমানা হিসাবে স্বীকৃত।

বৃন্দাবন দাস কথিত 'গঙ্গানগর' ছিল বর্তমান শহর নবদ্বীপের সরাসরি উত্তরে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত গ্রাম। বর্তমানে স্থানটি ভারুইডাঙ্গা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। রেনেলের মানচিত্রে, আধুনিক মানচিত্রেও শহর নবদ্বীপের সরাসরি উত্তরে গঙ্গার অপর পারে ভারুইডাঙ্গার অবস্থান দেওয়া আছে। আর গাদিগাছা এই শহরের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত গ্রাম। গ্রামটি আজও পর্যন্ত স্ব-নামেই বর্তমান। বর্তমান বামন পুকুরের প্রাচীন নাম ছিল সিমলিয়া। এখানে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক দণ্ডিত কাজির সমাধি আজও বর্তমান। অধুনা বিস্মৃত 'পারডাঙ্গা' বর্তমান শহর নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন পল্লী। এখনকার পোড়ামাতলা, যোগনাথতলা, গোকুলানন্দ ঘাট প্রভৃতি পাড়াগুলি একত্রে অতীতে পারডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। যোগনাথ-তলায় যোগনাথ মন্দিরে পূজিত শিবের অপর নাম যে পারডাঙ্গার শিব একথা নবদ্বীপের প্রায় সকল লোকেই জানেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ-এর সার্ভে ম্যাপে গঙ্গানগর, বামনপুকুর (প্রাচীন সিমলিয়া), গাদিগাছা ও পারডাঙ্গার অবস্থান দেওয়া আছে। নবদ্বীপের পশ্চিম গায়ে অবস্থিত প্রাচীন গঙ্গাখাতও সেখানে অঙ্কিত হয়েছে। (প্রদত্ত মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

বৃন্দাবন দাস বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের 'সর্বনবদ্বীপ' পথ-পরিক্রমার বিবরণ থেকে সমসাময়িক নবদ্বীপ নগরীর সামগ্রিক আয়তন ও পরিধি কী ছিল তা হয়ত বলা যায় না, কিন্তু একথা বলা যায় যে, পশ্চিমে প্রাচীন গঙ্গাখাত থেকে শুরু ক'রে পূর্বে গাদিগাছা, উত্তরে গঙ্গানগর থেকে দক্ষিণে পারডাঙ্গা নিয়ে যে বিস্তৃত অঞ্চল তা তৎকালীন নদীয়া নগরীর অন্তর্গত ছিল। এই পরিক্রমার পথ অনুসরণ করলে এও পরিষ্কার বোঝা যায় যে "শ্রীচৈতন্যের সময়ে ব্রাহ্মণপল্লী প্রাচীন গঙ্গাখাতের পূর্বে এবং গঙ্গানগর ও পারডাঙ্গার পশ্চিমে কোথাও অবস্থিত ছিল।"[২৫] এই ব্রাহ্মণ পল্লীতেই শ্রীচৈতন্যের নিজগৃহ অবস্থিত ছিল। ('কাজি দলনের দিনে শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক সর্বনবদ্বীপ পরিক্রমার পথ' চিত্র দ্রষ্টব্য)। অন্যভাবে বলা যায় বর্তমান শহর নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোথাও শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহ অবস্থিত ছিল।

নরহরির বর্ণনা বিচারেও আমরা দেখেছি যে, 'মায়াপুর' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব পল্লীর অবস্থান বর্তমান শহর নবদ্বীপেই। সুতরাং দেখা যায় শ্রীচৈতন্য

আবির্ভাব ক্ষেত্রের অবস্থান ব্যাপারে বৃন্দাবন দাসের বক্তব্যের সঙ্গে নরহরি চক্রবর্তীর বক্তব্যের মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। তবে শ্রীনরহরি এবং শ্রীবৃন্দাবন দাসের লেখা দুই গ্রন্থের রচনাকালের মধ্যে প্রায় দুশো বছরের ব্যবধান। তাই আয়তন, সীমা, ভৌগোলিক পরিবেশের খুঁটিনাটি বিচারে দুজনের হাতে বর্ণিত দুই নবদ্বীপের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। এরকমই প্রত্যাশিত। কারণ, নরহরির কালে যে স্থানটিকে নবদ্বীপ বলা হত, তা বৃন্দাবন দাস বর্ণিত নবদ্বীপের একটি অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নরহরি কালের পরিবর্তনে নবদ্বীপের এই হ্রাস-বৃদ্ধির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর মুখে শোনা যায়—"নবদ্বীপ ধাম পদ্মপুষ্প প্রায় রীত। / ক্ষণেকে সংকোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥" (ভ. র—১২ শতরঙ্গ)। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—"নরহরির ঐতিহাসিক চেতনা ও তথ্যপ্রমাণ নিষ্ঠা সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর।"[২৬]

কেবল বৃন্দাবন দাস ও নরহরির চক্রবর্তীর লেখায় নয়, নরহরির পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত কোন কোন ঘটনার সাক্ষ্যেও প্রমাণিত হয় যে, মিঞাপুর নয় বর্তমান শহর নবদ্বীপই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবক্ষেত্র। এর মধ্যে একটি হ'ল ১১৯৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৯১।৯২ খ্রীঃ-এ) বর্তমান শহর নবদ্বীপের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর পল্লীতে শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান ব'লে কথিত স্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কর্তৃক বৃহৎ মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা। অপর ঘটনা হল, এরই কয়েক বছর পরে মণিপুররাজ ভাগ্যচন্দ্রের নবদ্বীপ তীর্থ দর্শন উপলক্ষ্যে নবদ্বীপে আগমন। রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র তাঁর ভক্তিমতী কন্যা লাইরোবীর তীর্থবাসের জন্য ও তার ঐকান্তিক বাসনা পূরণের জন্য এই নবদ্বীপে গৃহাদি ও অগ্র মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।[২৬ক] নবদ্বীপের মণিপুর উপনিবেশ আজও সেই স্মৃতি বহন ক'রে চ'লেছে।

(দশ)

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ কর্তৃক মন্দির নির্মাণ তথা গঙ্গার ভাঙ্গন প্রসঙ্গ

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রকৃত চৈতন্যজন্মস্থানেই মন্দির নির্মাণ ক'রেছিলেন একথা স্বীকার ক'রে নিতে কেউ কেউ কুণ্ঠা প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁদের বক্তব্য: 'প্রাচীন চরিতগ্রন্থ হইতে জানা যায় জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গার তীরে তাঁহার বাড়ি ছিল ও কাঁচা ঘরে তিনি বাস করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সময় পর্যন্ত সেই ঘর-বাড়ি টিকিয়া থাকা অসম্ভব মনে হয়। সুতরাং প্রত্নবিভাগের চেষ্টায় যদি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দির উদ্ধার করাও যায়, তাহা হইলেও নিশ্চিতরূপে বলা যাইবে না যে, ইহাই চৈতন্যের জন্মস্থান।'[২৭]

শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১০ খ্রীস্টাব্দ-এ সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যান। আর এরই ২৮০ বৎসরেরও অধিককাল পরে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অধীনে

দেওয়ান ছিলেন। দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। কিন্তু কেবল এই কারণেই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির নির্মাণের গুরুত্বকে খাটো ক'রে দেখা যায় না। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মন্দির নির্মাণের বহু আগেই শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান গঙ্গার ভাঙনে ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল এমন কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। ঐ সময়ের আগে যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকেও, তবে সেই ধ্বংসের সময় ও গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণের সময়ের মধ্যে ব্যবধান কত, তা বিচারের আবশ্যকতা রয়েছে। যদি তা একপুরুষকাল বা ২০।২৫ বছর হয়, তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তায় শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থানটি সনাক্ত করায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মত রাজপুরুষদের পক্ষে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেকারণে ঠিক কোন্ সময়ে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান প্রথম ভাঙনের কবলে প'ড়েছিল তা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

যতদূর খবর পাওয়া যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ক্ষেত্রটি গঙ্গার ভাঙনের মুখে পড়েনি। আগের আলোচনায় দেখা গেছে যে, বর্তমান শহর নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোথাও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবপল্লী অবস্থিত ছিল এবং একথা আমরা জেনেছি যে, ষোড়শ শতকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য সমসাময়িককালে গঙ্গা সেই আবির্ভাবপল্লীর পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, পারপুর ও সমুদ্রগড় স্পর্শ ক'রে প্রবাহিত হ'ত। সপ্তদশ শতকের শুরুতেও যে গঙ্গা পূর্বস্থলীর গা ঘেঁষে প্রবাহিত হ'ত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' সে কথা জানা যায়। এই গ্রন্থে বলা হ'য়েছে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার (১৬০৬ খ্রীঃ)-এর সময়ে প্রতাপাদিত্যকে দমনের সংকল্প নিয়ে মানসিংহ যখন এদিকে আসেন তখন তিনি পূর্বস্থলীতে গঙ্গাপার হ'য়ে নবদ্বীপে এসে ওঠেন।[২৭ক] ফ্যান-ডেন-ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রীঃ) গঙ্গাকে নবদ্বীপের পশ্চিম গা দিয়েই প্রবাহিত হ'তে দেখা যায়। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ-এ ট্যাভার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে নদীয়াকে Large town ব'লেই উল্লেখ করেন। রেনেল (১৭৬৪-৭৫ খ্রীঃ) অঙ্কিত মানচিত্রে গঙ্গার গতি ও অবস্থানের পরিবর্তন হ'য়েছে দেখা যায় বটে, কিন্তু গঙ্গার প্রাচীন ধারা তখনও পূর্বস্থলীর দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত জান্নগরের গা দিয়ে প্রবাহিত হ'তে দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার ব্যাপারে যখন কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না তখন অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবপল্লী অক্ষত ছিল এমন ধারণাই সংগত। এরকম বিশ্বাসের আরও কারণ এই যে, নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (রচনা ১৭২৫ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি সময়ে) নবদ্বীপাঞ্চলের কোন কোন গ্রাম ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার কথা ব'ললেও 'মায়াপুর' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবপল্লীর ব্যাপারে এ ধরনের কোন কথা বলেননি।

নবদ্বীপের বুকে ভাঙনের কথা সর্বপ্রথম জানা যায় ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেই। গ্রন্থখানি ১৭২৫ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত ব'লে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ফ্যান-ডেন-ব্রুকের (১৬৬০ খ্রীঃ) মানচিত্রের সঙ্গে রেনেলের (১৭৬৪-৭৫) মানচিত্রের

তুলনা ক'রলেও এই ভাঙন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হ'য়েছে —আতোপুর বহুকাল আগেই ধ্বংস হ'য়ে গেছে। রাদুপুর গ্রামটির কপালেও একই দশা ঘটেছিল। এ গ্রন্থে আরও জানান হ'য়েছে যে, স্থান দু'টি সেসময় জনহীন চরভূমি হিসাবেই পড়ে ছিল। বৈকুণ্ঠপুর নামে গ্রামটিও এক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল। আতোপুর হ'ল সিমলিয়া (বর্তমান বামনপুকুর) ও গাদিগাছার মধ্যবর্তী অঞ্চল। বর্তমানে এখানেই নূতন শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান সহ অনেক নূতন নূতন মঠ-মন্দির গ'ড়ে উঠেছে। আর রাদুপুর হ'ল বর্তমান শহর নবদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত রুদ্রপাড়া গ্রাম। ক'বে কখন, কীভাবে এই গ্রাম দু'টি ভাঙনের কবলে প'ড়েছিল, তা বুঝতে হ'লে কীভাবে নবদ্বীপের পশ্চিম গায়ে প্রবাহিত গঙ্গা অষ্টাদশ শতকে নবদ্বীপের পূর্ব-গায়ে এসেছিল তা জানা দরকার।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদটি পাওয়া যায় William Hedges-এর লেখা ডায়েরীতে। ১৬৮২ খ্রীঃ এর ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি লিখেছেন যে, নদীয়া (Nuddia) বা নবদ্বীপকে তিনি কাশিমবাজার দ্বীপের এক প্রান্তে দেখেছিলেন।[২৮] এ অঞ্চলে অন্য কোন নদী না থাকায় বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পদ্মা থেকে বেরিয়ে আসা জলঙ্গী নবদ্বীপের নিচে এই শহরের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা বা ভাগীরথীর সাথে মিশে এই দ্বীপটির সৃষ্টি ক'রেছিল। অর্থাৎ গঙ্গা-জলঙ্গী সঙ্গম তখন নবদ্বীপ বা নদীয়ার দক্ষিণেই ছিল। এই সঙ্গমস্থানটি যে তখন সমুদ্রগড় (SINADGHUR)-এর মাথায় কোথাও ছিল তা হেজেসের ডায়েরীতে বলা হ'য়েছে।[২৮ক] ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত ফ্যান-ডেন-ব্রুকের মানচিত্রে নদীয়ার দক্ষিণে গঙ্গার সাথে অঙ্কিত নদীমুখটি জলঙ্গীর সঙ্গমস্থান,[২৯] উত্তরের নদীমুখটি গঙ্গার পুরাতন প্রবাহের পরিত্যক্ত খাত।[৩০] তখনকার দিনে নাবিকদের জলপথে চলাচলে সাহায্যের জন্য এ ধরনের চার্ট বা নক্সা অঙ্কিত হত। এগুলি আজকালকার মত স্কেল ধ'রেও আঁকা হ'ত না। সম্ভবতঃ জলঙ্গীর ধারা সেসময় বড় একটা নাব্য ছিল না, অথবা ঐ পথে এইসব নাবিকদের চলাচল ছিল না, সেকারণে বুক সম্পূর্ণ প্রবাহ পথটি আঁকেন নি। তবে নদীয়া বা নবদ্বীপের নিচে গঙ্গার সাথে এর মিলনস্থানটি ও কাশিমবাজারের সরাসরি পূর্বে পদ্মা থেকে বেরিয়ে আসা উৎসমুখটি তিনি আঁকতে ভোলেন নি।

ফ্যান-ডেন-ব্রুকের মানচিত্রে নদীয়ার গায়ে গঙ্গার অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় গঙ্গা ঐ সময়ে নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে বেশ কিছুটা ঢুকে এসেছে। তেমনি জলঙ্গীর অবস্থান লক্ষ্য ক'রলেও দেখা যায় জলঙ্গী সেসময় নবদ্বীপের পূর্বদিক থেকে ভাঙতে শুরু ক'রেছে। এইভাবে পার ভাঙতে ভাঙতে গঙ্গা ও জলঙ্গী একে অন্যের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে মিলে যায় এবং গঙ্গা আপন প্রবাহ পথ ছেড়ে নবদ্বীপের পূর্বগায়ে অবস্থিত জলঙ্গীর খাতে বইতে শুরু করে। তবে নবদ্বীপের পশ্চিম গা দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা তখনও বেশ সচল থাকে। ফলে, অষ্টাদশ শতকে নবদ্বীপ বা নদীয়া গঙ্গা

বেষ্টিত হ'য়ে পড়ে। এই কারণেই নরহরি তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (১৭২৫ খ্রীঃ) রচিত একটি পদে এই নবদ্বীপকে 'সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্যস্থান' ব'লে প্রশস্তি ক'রেছেন দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতকে গঙ্গা যে নবদ্বীপকে বেষ্টন ক'রে প্রবাহিত হ'ত রেনেলের (১৭৬৪-৭৫ খ্রীঃ) মানচিত্রেও তার সমর্থন মেলে। এই মানচিত্রে নদীয়ার উত্তরে ও দক্ষিণে গঙ্গা-জলঙ্গীর নূতন ও পুরাতন দু'টি সঙ্গমই অঙ্কিত হ'য়েছে।[৩১] ১৭৭১ খ্রীঃ-এ লেখা বিজয়রাম বিশারদের 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থেও একথা স্বীকার করা হ'য়েছে।[৩২] নবদ্বীপ বা নদীয়ার উত্তরে গঙ্গা-জলঙ্গীর এই স্থান পরিবর্তনের জন্যই আতোপুর ও রাদুপুর (রুদ্রপাড়া) গ্রাম দু'টি ধ্বংস হ'য়ে মূল ভূমিখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এ কথার সমর্থনও ভক্তিরত্নাকরে আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় নরহরি সরেজমিনে এ অঞ্চল পরিদর্শন ক'রেছিলেন। আর তিনি যখন 'মায়াপুর' বা শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব ক্ষেত্রে কোন ভাঙনের কথা বলেন নি তখন অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ভক্তিরত্নাকর-এর রচনাকাল পর্যন্ত যে চৈতন্য আবির্ভাবক্ষেত্রসহ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্যান্য অংশ অক্ষত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মায়াপুর বা শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবপল্লী অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গঙ্গা-জলঙ্গীর-সর্বগ্রাসী ভাঙন থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রতে পারলেও পরবর্তীকালে আর নিজেকে রক্ষা ক'রতে পারেনি। এই সময়ের পর থেকেই, বিশেষ ক'রে অষ্টাদশ শতকের শেষ তিন দশকে সামগ্রিকভাবে বাংলার নদীগুলির ক্ষেত্রে এক গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হয়। নদীর উৎসমুখে পরিবর্তন, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এর কারণ। এ সম্বন্ধে ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর Changing Face of Bengal গ্রন্থে লিখেছেন :

'In the last three decades of the 18th century not less than six new rivers appeared on the secne, remoulding Bengal's economic history, viz, the Tista, the Jamuna, the Jelangi, the Mathabhanga, the Kirtlnasa and Naya Bhangini. This revolution in Bengal's river system was due to the cumulative effect of changes in the up-river areas, the catastropic innundation of 1767-70 and 1786-1788 and the earthquake of 1762. Both geography and history were re-made in Bengal as the 18th century drew to a close.' (page-9) এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ তিন/চার দশকে গঙ্গা-জলঙ্গী প্রাচীন নবদ্বীপের বুকে শেষ বড় আঘাতটি হানে। এই সময়েই অনেক প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন সহ প্রাচীন নবদ্বীপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস হ'য়ে যায়।

মেজর জেমস্ রেনেল ১৭৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৭৭৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে জরীপের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই বিধ্বংসী ভাঙনের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন :

'During elevan years of my residence in Bengal the outlet or head of the 'Zellighy' river was gradually removed 3 quarters of a mile further down and by two surveys of a part of ancient banks of the Ganges, taken about the distance of a year of each other, it appeared that the breadth of an English mile and a half had been taken away.' (Renell—1788, Memoir of a Map of Hindusthan)[৩৩] রেনেল অঙ্কিত মানচিত্রখানি সামনে রাখলে বোঝা যায়, রেনেল রুদ্রপাড়া ভারুইডাঙ্গার নিচের অঞ্চলে এই ভাঙন প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন।

এই সময়েই অবশিষ্ট নবদ্বীপের উত্তরে বৈদিকপল্লী ভাঙনের মুখে পড়ে ব'লে জানা যায়। ১৭৮০ খ্রীঃ-এ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক জনৈক রামভদ্র শিরোমণিকে প্রদত্ত ভূমি দানের দলিলে এই তথ্য পাওয়া যায়।[৩৪] জনশ্রুতি এই যে, বৈদিক পল্লীতেই শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহ ছিল। এই সময়েই সেই গৃহ ধ্বংস হয়। এই ভাঙনের ধ্বংসলীলা আরও অনেকদিন চলে এবং গঙ্গা বর্তমান মালঞ্চপাড়া, কপালীপাড়া, পীরতলা পর্যন্ত নেমে আসে। ফলে, ধ্বংসপ্রাপ্ত বৈদিক পল্লীর চড়াসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তৎকালীন শহর নবদ্বীপ বা নদীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। রেনেল অঙ্কিত মানচিত্রর সঙ্গে ১৮৫৪ খ্রীঃ-এ অঙ্কিত মানচিত্রের তুলনা ক'রলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

এরই মধ্যে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই চড়ায় (রামচন্দ্রপুরে) শ্রীচৈতন্যজন্মস্থানে মন্দির নির্মাণ ক'রে বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা করেন। The Territorial Aristocracy of Bengal গ্রন্থের 100 পৃষ্ঠায় এই এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হ'য়েছে,—

'He built temples at Ramchandrapur, on the very spot near Nadiya where Gouranga (Chaitanya) is said to have been born, for the worship of Gobinda, Gopinath, Krishnaji and Madanmohanji.'

আগেই বলা হ'য়েছে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানসহ বৈদিক পল্লীর চড়া সেসময় শহর নবদ্বীপ বা নদীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। উপরের উদ্ধৃতিটিতে near Nadiya কথাটিতে সে কথারই সমর্থন রয়েছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে লোকমুখে শুনেই শ্রীচৈতন্যজন্মস্থানে মন্দির নির্মাণ ক'রেছিলেন উদ্ধৃতিটিতে সে কথা স্পষ্ট ক'রেই বলা হ'য়েছে। তবে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান ধ্বংস হওয়া ও গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণ—এই দু'টি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান কোনমতেই ২০/২৫ বছরের বেশী নয়। সেকারণে জরীপ সংক্রান্ত কাগজপত্র দৃষ্টে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তায় স্থানটি সনাক্ত করতে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মত রাজপুরুষদের কোনরকম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাই এই মন্দিরকে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান হিসেবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন সংশয়ের কারণ দেখা যায় না।

(এগারো)

মীমাংসা সূত্র

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্মিত মন্দির বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ৩০ বছরের ব্যবধানে ১৮২১ খ্রীঃ-এ এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হয়। ১৮২১ খ্রীঃ-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'সমাচার দর্পণে' এবং ১৮৪৬ খ্রীঃ-এর Calcutta Review (Vol. VI) এর 423 পৃষ্ঠায় যথাক্রমে এই মন্দির ভাঙনের মুখে পড়ার এবং ধ্বংস হওয়ার কথা স্বীকার করা হ'য়েছে।[৩৫] এইভাবে শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান (Pin point) দ্বিতীয়বার লোকচক্ষুর অন্তরালে যায় এবং গঙ্গাগর্ভে অবস্থান ক'রতে থাকে। সমসাময়িককালে বা কিছু পরে যেসব পর্যটক নবদ্বীপ ভ্রমণে আসেন, তাঁদের লেখায় একথা জানা যায়।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্য বাবু ভোলানাথ চন্দ এই সময় নবদ্বীপ ভ্রমণে আসেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ-এ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর The Travels of a Hindoo গ্রন্থে তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। সেখানে প্রাচীন নবদ্বীপের বুকে সর্বগ্রাসী ভাঙনের কথা স্বীকৃত হ'য়েছে। তিনি লিখেছেন :

'The caprices and changes of the river have not left a trace of old Nuddea. It is now partly char land and partly the bed of the stream that flows to the north of the town. The Ganges formerly held a westerly course and old Nuddea was on the same side with Krishnagar.' (page-25)

গঙ্গার সর্বগ্রাসী ভাঙনে প্রাচীন নবদ্বীপ নগরীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না, ভোলানাথবাবু একথা ব'ললেও কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। তখনও শহর নবদ্বীপের বুকে প্রাচীন নবদ্বীপের স্মৃতিবাহী অবশিষ্ট কিছু ভূমিখণ্ড গঙ্গার সর্বগ্রাসী ভাঙন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হ'য়েছিল। সেকথা ভোলানাথবাবুর স্বীকারোক্তি থেকেই জানা যায়। তিনি লিখেছেন :

'In proof of the great antiquity of Nuddea, the Brahmins show you their great tutelary goddess called 'pora-maee', a little piece of rough black stone painted with red ochre and placed beneath the bough of an aged banian tree.***The banian tree is atleast a hundred years old. It is a proof that the river has not encroached upon this quarter of old Nuddea.' (page-38)

ধামেশ্বরী পোড়ামা আজও স্ব-মহিমায় শহর নবদ্বীপের বুকে বিদ্যমান। স্থানটির প্রাচীনত্ব নিয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং যাঁরা বর্তমান শহর নবদ্বীপ সম্বন্ধে "প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ পল্লী—খাস নবদ্বীপ হইতে অনেকদূর"[৩৬] ইত্যাদি কথা প্রচার ক'রে থাকেন, তাঁরা যে নবদ্বীপের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে মোটেই

অবস্থিত নন, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান সম্বন্ধে ভোলানাথবাবু জানিয়েছেন :

'To nothing does Nuddea owe its celebrity so much as for its being the scene of life and labours of Chaitanya. On inquiring about the spot of his birth they pointed to the middle of the stream which now flows through old Nuddea.' (page-35).

১৮৫৭ খ্রীঃ-এ শ্রীযদুনাথ সর্বাধিকারী নবদ্বীপ ভ্রমণে আসেন। তিনি তাঁর 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের জন্ম জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে, কিন্তু সে স্থান গঙ্গাগত।"

এরই কিছুকাল পরে A statistical Account of Bengal গ্রন্থের রচয়িতা W. W. Hunter নবদ্বীপ ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনিও লিখেছেন :

'I landed with feelings of reverence at this Ancient Oxford of India. A fat benevolent abbot paused in fingering his beads to salute me from the verandah of a Hindu monastery. I asked him for the birth place of the Divine Founder of His Faith. The true site, he said, was now covered by the rever.'[৩১]

আগেই দেখেছি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্ঠিত মন্দির এই সময় গঙ্গাগর্ভে অবস্থান করছিল। সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে প্রকৃত চৈতন্যজন্মস্থানেই মন্দির নির্মাণ ক'রেছিলেন, সমকালীন মানুষের পূর্বোক্ত উক্তিসমূহে তারই সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীচন্দ ও হান্টার সাহেব দু'জনেই ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি। শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান নিয়ে স্থানীয় মানুষের এই বক্তব্যে যদি কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতো অথবা এ নিয়ে যদি কোন দ্বিমতের আভাস তাঁরা পেতেন, তবে নিশ্চয়ই তা তাঁরা ব'লতেন। তাঁদের গ্রন্থে এ ধরনের দৃষ্টান্ত নিতান্ত অপ্রতুলও নয়।

সুতরাং একথা এখন পরিষ্কার শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান নিয়ে সকল সংশয় ও সন্দেহের অবসান হ'তে পারে কেবল গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি উদ্ধারের মধ্য দিয়েই। 'শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি, কলিকাতা'র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ, বি. এল কর্তৃক ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান' পুস্তিকা থেকে জানা যায় ৺ব্রজমোহন দাস বাবাজী চৈতন্য জন্মস্থানে নির্মিত গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের মন্দির অনুসন্ধানে ব্রতী হ'য়ে বাংলার ১৩২৫ সন থেকে শুরু ক'রে কয়েক বছর ধ'রে রামচন্দ্রপুরের চড়ায় অনুসন্ধান চালিয়ে ঐ মন্দিরের সম্ভাব্য অবস্থান ক্ষেত্রটি চিহ্নিত ক'রেন এবং ঐ স্থানে প্রয়োজনীয় খননকার্যের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্যের আবেদন করেন। তাঁর সেই আবেদন সমর্থন ক'রে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার ১৯৩২ খ্রীঃ-এর ২রা ফেব্রুয়ারী লিখেছিলেন :

'From a study of the pamphlets issued by Babu Brajamohan Das on the actual position of that quarter of Nabadwip in which the saint Chaitanya was born, it seems to me that he has made out a strong case for giving finality to the settlement of the question by locating the now fallen temple of Dewan Gangagovinda Singha.'

সন্দেহ নেই এই বিতর্কের চিরস্থায়ী অবসানের জন্য ব্রজমোহনের পথই যথার্থ পথ, শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান বিষয়ক একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের মীমাংসা ইতিহাসসম্মত উপায়েই হওয়া উচিত—এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত থাকারও কথা নয়।

প্রমাণপঞ্জী / প্রাসঙ্গিক রচনাবলী

১। রাজর্ষি শরদিন্দুনারায়ণ রায় সংকলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ', ৭ম সং (৪৯৬ গৌরাব্দ) গ্রন্থেও অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ থেকে জানা যায় এই উদ্দেশ্যে বাংলার ১২৯৯ সনের ২রা মাঘ রবিবার (ইং জানুঃ, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ) কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
পঞ্জিকা মিলিয়ে দেখা গিয়েছে ইং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের জানুঃ, বাংলার ১৩০০ সনাব্দ হবে।

২। The Travels of a Hindoo (1869), Babu Bholanath Chanda, p. 25.

৩। ১৯২৯ খৃঃ-এর ২৮শে আগস্ট 'শ্রীমায়াপুর (Sree Mayapur) নামে ডাকঘর স্থাপনের সুপারিশ পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে পাঠানো হয়।—"চিত্রে নবদ্বীপ, ৭ম সং, ৪৯৬ গৌরাব্দ, পৃঃ ৪২।

৪। Prof. K. N. Mukherjee লিখিত A Historico-Geograph Study for Sri Chaitanya's Birth place প্রবন্ধ থেকে জানা যায় শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত তথাকথিত শ্রীচৈতন্যজন্মস্থানে যোগপীঠ মন্দির ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রাপণ দামোদর গোস্বামী মহারাজ ভগবৎ-পাদ-কর্তৃক সম্পাদিত 'শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান।' আমার মনে হইতে লাগিল আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। শ্রীসচ্চিদানন্দ স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের দাস্যরস কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যদি পারি এই কয়েক বৎসর কর্মের পর পেনসন লইয়া মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় ভজনা করিব। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ আমার শরীর সেরূপ স্থানে একা থাকিতে পারিবে না। সুতরাং

আর একটি লোক সঙ্গে রাখিব। আমি কার্যোপলক্ষ্যে একবার তারকেশ্বর গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন যে, তুমি বৃন্দাবন যাইবে, তোমার গৃহের নিকটবর্তী নবদ্বীপধামে যে কার্য আছে তাহা কি করিলে? সেই যাত্রা আমি ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণনগর হইতে (বর্তমান সহর) নবদ্বীপে প্রতি শনিবারে যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার লোকেরা কেবল নিজ নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন। প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও পুত্র কমল এবং কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। রাত্র দশটা, অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গাপার উত্তরদিকে একটা আলোময় অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল, কেরাণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুই দেখেন নাই বলিলেন। তাহাতে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হই। প্রাতে সেই বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটি ভালো করিয়া দেখিলাম যে তথায় একটি তালগাছ আছে। অন্যান্য-লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—ঐস্থান বল্লাল দীঘি। তথায় লক্ষ্মণ সেনের দুর্গ চিহ্ন আছে। সে সোমবার কৃষ্ণনগরে গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। ঐদিন রাত্রে পুনরায় পূর্ববৎ অদ্ভুত দর্শন করিলাম। পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটি মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর পরিক্রমা পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাকর এবং চৈতন্যভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম পল্লীর উল্লেখ আছে ক্রমশঃ সমস্তই দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে বসিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপাইতে পাঠাইলাম, কৃষ্ণনগরে এ. ভি. স্কুলে গৃহে একটি বিরাট সভা হইল। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভাটি হয়। তথায় বঙ্গের সমস্ত কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য সকল সভ্যগণ উপস্থিত হন। আমি ও দ্বারিক-বাবু এ সম্বন্ধে সকল কথা বক্তৃতামুখে বুঝাইয়া দিলে সকলেই একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবাপ্রকাশের অনুমতি দিলেন।

৬। Van-den-Broucke (1660 A. D.)-এর আঁকা মানচিত্রে Neddia নগর হিসাবে চিহ্নিত হ'য়েছে। Travernier's Travels in India, Vol-1, পাঠে জানা যায় তিনি 1666 খ্রীঃ এদিকে এসেছিলেন। তিনি সমসাময়িক নদীয়াকে Large town ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' (১৭৫১ খ্রীঃ)-এ বর্গীদের 'নদীয়া' লুণ্ঠনের কথা বলা হ'য়েছে। বিজয়রাম বিশারদের 'তীর্থমঙ্গল' (১৭৭১ খ্রীঃ) গ্রন্থে তৎকালীন নবদ্বীপ-এর স্বপ্রশংস সমৃদ্ধির কথা বলা হ'য়েছে। ১৯শ ও ২০শ শতকে নবদ্বীপ-এর অস্তিত্বের কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭। ৩ নং দ্রষ্টব্য।

৮। সুন্দরানন্দ বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৯। ঊর্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্রে,—'বর্তন্তে নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি। / ভাগীরথী তটে পূর্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্ ॥'—'চিত্রে-নবদ্বীপ', ৭ম সং, ৪৯৬ গৌরাব্দ, পৃঃ ১১।

কপিলতন্ত্রে,—"জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে। / জনৈষ্য পার্ষদৈঃ সার্ধং কীর্তনং কারয়িষ্যতি ॥"—ঐ, পৃঃ ১২।

১০। ঐ, পৃঃ ৩৩। 'নদীয়া কাহিনী'—কুমুদনাথ মল্লিক, পৃঃ ২০৮।

১০ক। Jafar khan's redistribution of Mahals into Chakla also swept away Sarkar Sulaimanabad; the eastern half was attached to Hughli, and the western half to Burdwan.

Its 31 Parganas were :—

(28 to 31) Nagin, Naira* Nasang* and Nabya (?) not* identified. Naira seems to be a mistake for Baira, a large pargana in Hugli Dist. adjacent to Bhursut (No. 6). To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary), where I am told the tomb exists of Maulana Sirajuddin who is said to have been the teacher of Hussain Saha, King of Bengal (1494-1522 A. D.).

—A Statistical Account of Bengal, (Vol-1), (London, 1875).

১১। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, (২য় সং, ১৯৬৮)—সুধীরকুমার মিত্র, পৃঃ ১৪৫৫-৫৬।

১২। 'শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান—নবদ্বীপ'—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দেশ, ১৯শে জুলাই, ১৯৭৬।

১৩। 'পরিক্রমা পদ্ধতি' অথবা 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি' নামে নরহরির রচিত গ্রন্থখানি আজকাল আর দেখা যায় না। তবে অতীতে বিভিন্ন গ্রন্থে ও আলোচনায় নবদ্বীপ বা নদীয়া প্রসঙ্গে এর থেকে উদ্ধৃতি দিতে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান নিয়ে বিবদমান দু'পক্ষ তো বটেই, তৃতীয় পক্ষের রচনাতেও এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতে দেখা যায়। বিশ্বকোষ (৯ম ভাগ)—৬৩৩-৬৪০ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের দীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে। নামেই বোঝা যায় নবদ্বীপ পরিক্রমায় আগ্রহী ভক্তদের জন্য 'গাইড বুক' হিসাবে এটি রচিত হ'য়েছিল। 'গাইড বুক' গ্রন্থকারের সমকালীন ভৌগোলিক পরিবেশকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে। সেদিক থেকে বিচার ক'রলে নরহরির কালের নবদ্বীপ ও তার আশ-

পাশের গ্রামগুলির নাম-ধাম ও অবস্থান জানতে এই গ্রন্থখানির মূল্য যথেষ্ট।

১৪। ড. ক্ষুদিরাম দাস, ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, (কঃ বিঃ) শ্লোকটিকে নরহরি চক্রবর্তীর নিজস্ব রচনা ব'লে অনুমান করেন।

১৫। 'চিত্রে নবদ্বীপ', ৭ম সং, ৪৯৬ গৌরাব্দ, পৃঃ ১১-১২।

১৬ক। নদীয়া কাহিনী, ৩য় সং, ১৯৮৬—কুমুদনাথ মল্লিক, পৃঃ ৩।

"তিনি (নরহরি) উক্ত গ্রন্থে যে নয়টি দ্বীপের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চারিটি গঙ্গার পূর্ব পারে ও পাঁচটি পশ্চিম পারে অদ্যাপি-বর্তমান আছে। যথা :—

গঙ্গার পূর্ব পারের ৪টী দ্বীপ :—

(১) অন্তর্দ্বীপ—মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারইডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত। এই স্থানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

(২) সীমন্তদ্বীপ—সরডাঙ্গা, সিমলাদি ইহার অন্তর্গত।

(৩) গোদ্রুম দ্বীপ—গাদিগাছা, সুবর্ণ বিহার-আদি ইহার অন্তর্গত।* * *

(খ) 'চিত্রে নবদ্বীপ', ৭ম সং, ৪৯৬ গৌরাঙ্গ।

লক্ষণীয় এই যে, প্রাচীন মায়াপুর (রামচন্দ্রপুর) পক্ষীয়রাও তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে এই একই রকমের মত প্রকাশ ক'রেছেন দেখা যায়।

১৭। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ তত্ত্ব, ২য় সং, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, পৃঃ ৪৪-৪৬।

১৮। "তিনি (কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী) তিন দিবসের মধ্যে 'নবদ্বীপতত্ত্ব' নামে উহার সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ পুস্তক-মায়াপুর প্রতিষ্ঠার উৎসবের সময় বিতরণ করেন। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে এই প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়জনক। এত ক্ষিপ্রতা সহকারে এই পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল যে, মুদ্রণযন্ত্র হইতে পুস্তকগুলি সিক্ত অবস্থায় বিতরিত হয়।"—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-তত্ত্ব, ২য় সং-এর ভূমিকা, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, পৃঃ ।।/•।

১৯। বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য (অষ্টাদশ শতকের পূর্বার্ধ), ১৯৬৮, নবদ্বীপের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত—বাসন্তী চৌধুরী, এম. এ. ডি-ফিল।

২০। Revenue Thana Krishnagar, Part II, Surveyed in session 1917-21 ম্যাপে দেখা যায় বল্লাল দীঘি, মোল্লাপাড়া নামক স্থানগুলি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও চরভূমি হিসাবে চিহ্নিত ছিল।

২১। (i) সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র।

(ii) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—শ্রীহরিদাস দাস।

২২। ত্বরা করি সদাগর দিবারাত্রি যায়।
পূরধলির ঘাট খান বাহিয়া এড়ায়॥
কোথাও রন্ধন ভোজন কোথাও চিড়া কলা।
নবদ্বীপ উত্তরিল বান্যার বালা॥

চৈতন্য নিত্যানন্দ সাধু করিয়া বন্দন।
সেই ঘাটে রৈয়া করে রন্ধন ভোজন॥
* * *
পাহাড়পুর সমুদ্রগাড়ি পহিল মেলান।
মুজাপুরেতে ডিঙায় পড়িল চাপান॥ ক. বি. পুথি নং-৪৯৬০

—ড. ক্ষুদিরাম দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৩। কোন কোন মুদ্রিত গ্রন্থে এখানে পাঠভেদ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে ড. নলিনী-কান্ত ভট্টশালী লিখেছেন :

গৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতে আছে,—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত শিশিরবাবুর সম্পাদিত আদি সংস্করণে নাকি পাঠ ছিল,—

গাদিগাছা পাড়ডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ১৩৪২ সনের ভাদ্র মাসে ভারতবর্ষে "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি চৈতন্যভাগবতের ১২৩৯ সনের একখানি হাতের লেখা পুঁথির পাঠ দেখিয়াছিলেন তাহাতেও—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।—এই পাঠই আছে। (ঐ প্রবন্ধ ৩৫২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় স্তম্ভ, পাদটীকা)। আমি ঢাকা মিউজিয়ামের পুঁথিশালায় তিনখানা পুঁথি দেখিয়াছি। ফল নিম্নে দেখান গেল।

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

D. M. MS No. 26, মধ্য, ১৮৮ পাতা। Un dated.

D. U. MS No. 4497 from Mathrun, Dt. Burdwan. p. 146/2, undated.

D. U. MS No. 205, page 67/1 from Dt. Midnapur, Date 1207 B.S.

গাদিগাছা পারডাঙ্গা দিয়া প্রভু যায়।

D. M. No. 25-খ, p 145/1 undated.

D. U. No 2352 B, p 139/1 Date 1165 B.S.

কাজেই মাজিদার নাম কোন পুঁথিতেই পাওয়া গেল না, শিশিরবাবুর সংস্করণেই ছিল না। যাহা হউক, গৌড়ীয় সংস্করণের সম্পাদক এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আপিসের সংশোধিত সংস্করণের সম্পাদক যদি এই লাইনটি—"গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়" এই আকারের কোন পুঁথিতে পাইয়া থাকেন, তাহা অবশ্যই—"গাদিগাছা মাজিদা পারডাঙ্গা দিয়া

যায়''—এইরূপে সংশোধ্য। কারণ, রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে এই তিন স্থানেরই অবস্থান স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে পারডাঙ্গার অবস্থান এমন স্পষ্টরূপে দেখান আছে, এই তথ্যটি উপেক্ষা করাতেই এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।'' [১২-১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটার ঐতিহাসিক ড. শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কর্তৃক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৫৯] অথবা, 'নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৫, পৃঃ ৫৩।

২৪। 'চলাচল চলে নৌকা নদ্যা বাম ভিতে'।—তীর্থমঙ্গল, বিজয়রাম বিশারদ, ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ, সাহিত্য পরিষদ। (নদ্যা = নদীয়া)।

২৫। ১২-১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৫৯।

২৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ১৯৭৪—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১১২।

২৬ক। 'রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র নবদ্বীপ ভ্রমণে আসেন বাংলার ১২০৪ সালের চৈত্র মাসে।' রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র—শ্রীসীতারাম মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৬০।

২৭। বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য (অষ্টাদশ শতকের পূর্বার্ধ), ১৯৬৮—বাসন্তী চৌধুরী, এম. এ. ডি-ফিল।

২৭(ক) On the 19th February 1666, I passed a large town called Nadia and it is the furthest point to which the tide reaches.—Travernier's Travels in India, Vol. 1, p. 133.

২৭ (খ) মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান। উত্তরিলা পূর্বস্থলী নদে সন্নিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা। কণক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥ পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ। ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥''—অন্নদামঙ্গল, দে ব্রাদার্স সং, পৃঃ ৪১১-১২।

২৮। December 27—We lay at Nuddia in ye point of Cassumbazar Island, and after our boatmen eaten, rowed all night and ye next morning by 2 O'clock were past Saneterpoor.

তৎকালীন বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র কাশীমবাজার দ্বীপের ওপরে অবস্থিত ছিল ব'লে হেজেস এই দ্বীপটিকে কাশীমবাজার দ্বীপ নামে অভিহিত ক'রেছেন।—লেখক

২৮ক। Early in the morning we passed by a village calld SINA-DGHUR and by 5 O' clock this afternoom*, we got as far as REWEE@—a small village belonging to Woodoy Roy a Jamindar that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hughly—Hedges' Diary,* October 1682, Vol I, p. 39. @Krishnagar.

২৯। রুকের মানচিত্রে নদীয়া (Neddia)-র অনেক নিচে অঙ্কিত De Galgatese Spruys নামে নদী প্রবাহটিকে অনেকেই জলঙ্গী বলে সনাক্ত ক'রেছেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা ঠিক নয়। জলংগীর উৎপত্তি কাশীমবাজার থেকে সরাসরি পূর্বে অবস্থিত পদ্মা থেকে। এখানেই রেনেল তাঁর মানচিত্রে জলংগী (Jellinghy) গ্রাম চিহ্নিত ক'রেছেন। জলংগীর কাছ থেকে উৎপত্তি ব'লে রেনেলই সর্বপ্রথম এই নদী প্রবাহটিকে জলংগী নামে অভিহিত ক'রেছেন। এর আগে এটি 'খড়ে', 'গাংগনী' ইত্যাদি নামে অভিহিত হ'ত। রুকের De Galgatese Spruys-এর উৎপত্তি Jellinghy-র নিচে Bilgassi-এর কাছে। তাছাড়া এই মানচিত্রে নদীয়ার নিচে যেখানে ভাগীরথী বা গংগার সাথে এর মিলন স্থান দেখানো হ'য়েছে, তার বিপরীত দিকে গংগার পশ্চিম পারে Ambona চিহ্নিত হ'য়েছে। Ambona রেনেলের মানচিত্রে Amboa. এরই উত্তরে Culna (কালনা) যার অপর পারে শান্তিপুর।

৩০। 'রুকের মানচিত্রে নদীয়ার উত্তরে চিহ্নিত নদীমুখটি গংগার প্রাচীনতর প্রবাহের পরিত্যক্ত প্রাচীন খাত। রেনেলের (1764-75 খ্রীঃ) মানচিত্রে MEGGHA (বর্তমান বেলপুকুর)-এর কাছে এই খাতটি দেখানো হ'য়েছে। সেখানে এই খাতটিকে কৃষ্ণনগর-পলাশী রাজপথের সমান্তরালে বেশ কিছুদূর প্রসারিত দেখা যায়। এই খাতের তীরেই 'বড়গাছি' গ্রাম। বড়গাছি যে একসময় গংগাতীরে অবস্থিত ছিল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে (1752-53) তার উল্লেখ আছে। নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বামুনপুকুর গ্রামের উত্তরে এই নদীখাতটি 'গড়েগড়ে খাল' ও 'বড়গাছি'র কাছে 'কালশিরা খাল' নামে আজকাল পরিচিত।'—'মধ্যযুগে (শ্রীচৈতন্যের সময়ে) নবদ্বীপের অবস্থান'—সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার, ইতিহাস অনুসন্ধান ৮ (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের নবম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী), পৃঃ ম ২।

৩১। প্রদত্ত রেনেলের মানচিত্র দেখুন।

According to Major Renell's map of 1780 there were three places in the river Ganges below Belpukur, where two streams met, one above the island of Nuddea, one below the island and the third below the island of Mahisura…In this proceedings Mr. Dampier on the authority of a decision of Mr. Moore, District Judge of Nadia, dated 28th December,

1830 declared that the Southern Boundary of Kasimpur was a point where two streams passing by both sides of old Nabadwip met."—Judgement and Decree of the High Court, 12th August, 1896. চিত্রে নবদ্বীপ, ৭ম সং, ৪৯৬ গৌরাব্দ, পৃঃ ২৮। 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে উদ্ধৃতিটির একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।—লেখক।

৩২। খিদিরপুর হইতে গঙ্গাপথে উত্তর দিকে যাইতে :
বামভাগে থাকিলেক অম্বিকা শহর। / হরিনদী ডাহিনে রাখি চলিলা সত্বর ॥ / কালনা আসিয়া সবে স্নান পূজা করি। / ভোজন করিয়া কর্তা চড়িলেন তরী ॥ / ছয়দণ্ড বেলা যখন আছয়ে গগনে। / নবদ্বীপে আসি নৌকা দিলা দরশনে ॥ / চলাচলঃচলে নৌকা নদ্যা বাম ভিতে। / তে-মোহানী দিয়া নৌকা পড়িল খড্যাতে ॥ / গঙ্গার তীরেতে গ্রাম অতিপূণ্য স্থান। / ইহদেশ নবদ্বীপ কাশীর সমান ॥

* * * *

কাটোয়া ও অগ্রদ্বীপ দিয়া গঙ্গাপথে দক্ষিণ দিকে আসিবার সময়—
শিকিড়াগাছি বালাডাঙ্গা থাকিল বামেতে। / মেহেরতলা কাষ্ঠশালী রাখি ডান ভিতে ॥ / নবদ্বীপ আইলা নৌকা বাইয়া ত্বরান্বরি। / ঘাটে ঘাটে স্নান করে নবদ্বীপের নারী ॥ / সতের শত ব্রাহ্মণ আছে নদ্যার ভিতরে। / আর কত কর্ত লোক কে বলিতে পারে ॥ * * * বিস্তর লোকের বাস নদীয়া সমাজ। / রচিতে না পাইর‍্যা ক্ষমা দিল কবিরাজ ॥ / তে-মোহামী দিয়া নৌকা পড়ে খড্যার জলে। / অর্ধগঙ্গা অর্ধখড্যা স্রোতে নৌকা চলে ॥ / নবদ্বীপের যত দেব প্রণাম করিয়া। / স্নান পূজা করি ঘোষাল চলিলা বাহিয়া ॥
'তীর্থমঙ্গল', বিজয়রাম বিশারাদ, সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ২০৩-৪।

৩৩। শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান বনাম মিঞাপুর—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন, ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক—১৩৪১ হইতে সংগৃহীত।
—লেখক।

৩৪। "নবদ্বীপের উত্তরে বৈদিক পল্লীতে তোমার বাটী নিমগ্ন হওয়ায় দেওড়া পাড়ায় বাসের অধিকার দেওয়া গেল।" শ্রীশ্রীনবদ্বীপ দর্পণ—৺ব্রজমোহন দাস বাবাজী। / 'নবদ্বীপতত্ত্ব-(২য় সং)-পৃঃ ৬০।

৩৫। (i) সমাচার দর্পণ, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬।
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়।—মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় নির্মাণ করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেব বিগ্রহেরদিগকে নবদ্বীপে রাখিয়া সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছেন মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে স্ব স্ব স্থানে রাখা যাইবে।

—সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড), ১৮১৮-১৮৩০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, পৃঃ ২৭৫।

(ii) Gangagobinda Singh erected a temple over 60ft. high which was washed away 25 years ago by the river. It was at Ramchandrapore and supplied food to many Fakirs and Pilgrims of Vaisnavas.
—Calcutta Review, 1846, p. 423.

৩৬। (i) "শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের টোলবাড়ি তৎকালে কুলিয়ায় অবস্থিত ছিল। কুলিয়া নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত উপনগরী। গঙ্গার পূর্ব পারে শ্রীমায়াপুরে তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ-নগর অবস্থিত ছিল। বর্তমান সহর নবদ্বীপই—প্রাচীন কুলিয়া।"—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত, চৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর প্রকাশিত। ৫৭৬ পৃষ্ঠায় ৯৫-৯৮ পয়ারের আলোচনা।

(ii) মোজাম্মেল সাহেবের উক্তি—"যে স্থলে বর্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত ; তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠপল্লী—খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। উহা তখন 'কুলিয়া' নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন"। 'চিত্রে নবদ্বীপ', ৭ম সং, ৪৯৬ গৌরাব্দ, পৃঃ ৩৬।

৩৭। শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ্র বাহাদুর, ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৪১।

পরিশিষ্ট—১

নবদ্বীপ পরিক্রমা

নরহরি চক্রবর্তী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দারন্য পুরন্দর ।
মামপাহি গৌর গোবিন্দ ভক্ত প্রাণপতে প্রভো ॥

জয় জয় গৌর গোবিন্দ । ব্রহ্মাদি আরাধেও চরণারবিন্দ ॥
ভক্তপ্রিয় পরম উদার । লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নদীয়ার ॥
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ হলধর । জয় জয় ভক্তিদাতা অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
জয় জয় পণ্ডিত গদাধর । জয় শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয় পরিকর ॥
প্রিয়গণ লৈয়া গৌররায় । বিলসয়ে পরম আনন্দে নদীয়ায় ॥
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারে । সেই কলিযুগে গৌর প্রকট বিহরে ॥
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যৈছে । নবদ্বীপে পরম দুর্লভলীলা তৈছে ॥
লীলাস্থলী যত নদীয়ায় । ব্রহ্মাদিদেব তাঁর অন্ত নাহি পায় ॥
সকল বৈষ্ণব আজ্ঞা কৈল মো মূর্খেরে । নদীয়ার কিছু লীলাস্থলী বর্ণিবারে ॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা বলবান । যে কিছু কহিএ তাহা আস্বাদে ভাগ্যবান ॥
নবদ্বীপের প্রশস্ত প্রকার । পঞ্চম স্কন্ধেতে লিখিয়াছে টীকাকার ॥
জয় জয় নদীয়া নগর । নবদ্বীপ বেষ্টিত পরম মনোহর ॥
যৈছে ছয় তথ্যের বিচার । কৃষ্ণ কৃষ্ণ রূপ গুর্বাদিক পঞ্চ আর ॥
নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম । পৃথক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম ॥
যৈছে রাজধানী কোন স্থান । যদ্যাপি অনেক তথা হয় এক নাম ॥
নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত জত । সে সব গ্রামের নাম কে কহিব কত ॥
শ্রীসুরধনীর পূর্ব্বতীরে । অন্তর্দ্বীপাদি চতুষ্টয় সোভা করে ॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কুলেতে । কোল দ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে ॥
যদ্যাপিহ শাস্ত্রে নিরূপয় । তথাপিহ নবদ্বীপ গোপ্য অতিশয় ॥
প্রভুর যেরূপ ব্যবহার । তৈছে তাঁর ধাম অন্যে নারে জানিবার ॥
নদীয়ায় নির্জ্জনে গৌরহরি । নিজ প্রয়োজন সাধে অতি গোপ্য করি ॥
যৈছে কেহো পরম গোপনে । ভোঞ্জে নানাদ্রব্য না দেখয়ে অন্যজনে ॥
নানারসাস্বাদে প্রভু তৈছে । কোন জন লখিতে নারয়ে গোপ্য ঐছে ॥

ভক্ত অনুগ্রহ যারে হয় । নবদ্বীপ নদীয়ার নাথ সে জানয় ॥
নবদ্বীপ ভক্তের জীবন । নববিধা ভক্তি যাথে দীপ্ত অনুক্ষণ ॥
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর । যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর ।।
মায়াপুর মহিমা কে জানে । কহি এবে নবদ্বীপ বেষ্টিত তাহানে ॥
মায়াপুরে যোগপীঠ স্থান । দেব মুনীন্দ্রাদি যাকে করেসদা ধ্যান ॥
ইহার যে দিকে হয় যাহা । বাহুল্যের ভয়ে তেঁঞ না বর্ণিল তাহা ॥
নবদ্বীপ প্রদেযে যে গ্রাম । সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে ভিন্ন নহে নাম ॥
কালিতে যদ্যাপি বিপর্যয় । তথাপি কিঞ্চিৎ তাথে অনুভব হয় ॥
কালিতে যে ভক্ত কৃপা কৈল । তথা সে প্রসঙ্গ অনুসারে নাম হৈল ॥
কথেক হৈল লুপ্ত প্রায় । রহিল কথেক স্থান প্রভুর ইচ্ছায় ॥
কহি পরিক্রমার প্রকার । এ মণ্ডলাকার যাথে আনন্দ সভার ॥
মায়াপুর করিয়া দর্শন । ক্রমেতে ভ্রমহ সাথে ভ্রমে বিজ্ঞগণ ॥
প্রথমে দেখহ আতঃপুর । অন্তর্দ্বীপ নাম যার মহিমা প্রচুর ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তথা । কহিল ব্রহ্মার আগে অন্তরের কথা ॥
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম । বিস্তারিব সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান ॥
শ্রীমাসিয়া গ্রাম তারপরে । শ্রীশ্রীমন্ত দ্বীপ পূর্বে কহয়ে যাহারে ॥
তথা প্রভু পদে করি নতি । করিল ধারণ ধূলা শ্রীমস্তে পার্ব্বতী ॥
শ্রীশ্রীমন্ত দ্বীপ নাম ঐছে । বিস্তারিব কেহো পার্ব্বতীর কৃপা যৈছে ॥
গাদিগাছা গ্রাম এবে কয় । গোদ্রুম-দ্বীপাখ্য পূর্ব্বে সুখের আলয় ॥
সুরভী রহিয়া বৃক্ষতলে । করিল প্রভুরে স্তুতি ভাবে নেত্রজলে ॥
এই হেতু গোদ্রুমদ্বীপ কয় । বর্ণিব বিশেষ করি কোন মহাশয় ॥
শ্রীমাজিদা গ্রামনাম এবে । পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সবে ॥
ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত । মধ্যাহ্ন কালেতে প্রভুর হৈল সাক্ষাৎ ॥
ঐছে মধ্যদ্বীপ নাম তার । ঋষি প্রতি যৈছে কৃপা হইব বিস্তার ॥
ব্রাহ্মণপুষ্করা পুণ্যগ্রাম । ব্রাহ্মণ পুষ্করয়োবতী পূর্ব্বনাম ॥
ব্রাহ্মণের জানি মনকথা । আইলেন আনন্দে পুষ্কর তীর্থ তথা ॥
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর । পুষ্করের দ্বারে কৃপা হৈল প্রভুর ॥
তদুপরি হাটডাঙ্গা ইন্দ্রাদিদেব উচ্চস্থানে । বসাইল হট্ট প্রভুর চরিত্র কথনে ॥
উচ্চহট্ট নাম যে প্রকারে । সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হইব কারুদ্বারে ॥
কুলিয়া পাড়পুর গ্রাম । পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যানন্দ ধাম ॥
প্রভুপ্রিয় ভক্তে কোলদ্বীপে । পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিল কোলরূপে ॥
কোলদ্বীপ নাম এই মতে । অত্যন্ত নিগূঢ় কথা আছে যে ইহাতে ॥
কোল শব্দে শ্রীবরাহ প্রভু । এমন দয়াল কি হইবেক কভু ॥
সমুদ্রগড়ি গ্রাম পরচার । সমুদ্রগড়িয়া নাম পূর্ব্বেতে ইহার ॥

সমুদ্র প্রভুর দরশনে। গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে হর্ষ মনে॥
ইথে অতি কৌতুক প্রচার। বর্ণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার॥
চাঁপাহাটি গ্রাম মনোরম। পূর্ব্বে নাম চম্পাহট্ট খ্যাতি নিরুপম॥
কিনিয়া চম্পক পুষ্প রঙ্গে। বিষ্ণু পূজে বিপ্র ভাষি প্রেমের তরঙ্গে॥
বিপ্র বিষ্ণু পূজয়ে প্রবিণ। বর্ণিবেন কেহো যৈছে প্রভু প্রেমাধিন॥
রতুপুর গ্রাম মুখ হয়। ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কেবা না জানয়॥
বসন্তাদি ঋতু সে না বেশে। বাঢ়ায় প্রভুর সুখ অশেষে বিশেষে॥
ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান। ঋতুদ্বীপ লীলা সে বর্ণয়ে ভাগ্যবান॥
শ্রীবিদ্যানগর পুণ্যস্থান। বৃহস্পতি আসিয়া কৈল বিদ্যাদান॥
বিদ্যার প্রভাব নানা মতে। অবিদ্যা ঘুচয়ে সেই গ্রাম দর্শনেতে॥
তদুপরি গ্রাম জাহ্নুনগর। পূর্ব্বে জাহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর;
তথা তপ কৈল জাহ্নুমুনি। হইল সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য চিন্তামণি॥
জাহ্নুদ্বীপ অতি রম্যস্থান। যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান॥
মাউগাছি গ্রাম কে না জানে। মোদদ্রুম দ্বীপ পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে॥
রামচন্দ্র বনবাস কালে। পাইল পরমমোদ বসি বৃক্ষতলে॥
পূর্ব্বে ছিল রামবটস্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান॥
জানকী লক্ষ্মণসহ রাম। যৈছে মোদ পাইল সে প্রসঙ্গ অনুপাম॥
তদুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর। যে গ্রাম দর্শণে সুখ বাড়য়ে প্রচুর॥
প্রভু নারায়ণ মহারঙ্গে। দিলেন দর্শন প্রিয় ভক্তে লক্ষ্মী সঙ্গে॥
নারায়ণ পীঠস্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন হৈল॥
তথাতে কৌতুক অতিশয়। বর্ণিবেন কেহো এ প্রসঙ্গ প্রেমময়॥
তবে মাতাপুর কহে লোক। পূর্ব্বে মহৎপুর নাম নাসে দুঃখশোক॥
মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। বনবাসে আসি তথা হইলেন স্থির॥
মহৎপুর মধ্যে রম্যস্থান। পঞ্চবট ছিল পূর্ব্বে হৈল অন্তধ্যান॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই। পাইলা পরমানন্দ বসিয়া তথাই॥
মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর। বিস্তারিব যারে কৃপা হইব প্রভুর॥
গঙ্গা পূর্ব্বধারে রাদুপুর। রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্ব্বে মহিমা প্রচুর॥
যথা রুদ্র নিজগণ মনে। করিলা নর্তন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে॥
রুদ্রদ্বীপ কৌতুক অপার। কেহ বর্ণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার॥
তারপর আছে পুণ্যগ্রাম। বেলপুখরিয়া পূর্ব্বে বিল্বপক্ষ নাম॥
এক পক্ষ পূজি বিল্বদলে। প্রভু প্রিয় হৈলা বিপ্র শিব কৃপাবলে॥
যৈছে কৈল শিবের অর্চন। যৈছে প্রভু প্রিয় হৈলা হইব বর্ণন॥
সুবর্ণবিহার এই হয়। পশ্চাত কহিব যৈছে এথা বিলাসয়॥
সুবর্ণবিহার নাম জার। তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥

গৌরচন্দ্র দেখি সবে কয়। সুবর্ণপ্রতিমা কি কীর্ত্তনে বিহরয়॥
সুবর্ণবিহার নাম ঐছে। কেহ বিস্তারিব প্রভু বিহরয়ে যৈছে॥
ঐছে নানা স্থান সর্ব্বোপরি। আপনা মানহ ধন্য পরিক্রমা করি॥
অন্তর্দ্বীপ হৈয়া মায়াপুরে। প্রবেসহ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দিরে॥
মায়াপুর প্রভাব অপার। বিবিধ প্রকার প্রচারিল টীকাকার।
নবদ্বীপ মধ্যে স্থিত যত। একমুখে তাহা কেবা কহিবেক কত॥
তার মধ্যে কহিয়ে প্রধান। চিলাডাঙ্গা পাট-ডাঙ্গা আদি রম্যস্থান॥
যৈছে গৌর সর্ব্ব শিরোমণি। তৈছে তার ধাম মহামহিমা বাখানি॥
যৈছে গৌর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। তৈছে নবদ্বীপ বৃন্দাবন কহে বেদ॥
গৌর কৃষ্ণ ভেদবুদ্ধি যার। ধামদ্বয়ে ভেদবুদ্ধি করয়ে সে ছার॥
নবদ্বীপে কেহ কিছু কয়। যে যাহা কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়॥
গোলক মথুরা কহে কেহ। পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ কহে সত্য সেহো॥
সকল সম্ভবে এথা ঐছে। সর্ব্বাবতারময় গৌরচন্দ্র যৈছে॥
নিত্যধাম নদীয়া নগর। যথা প্রেম ভক্তি নিত্যানিত্য পরিকর॥
প্রকটাপ্রকট দুই রূপে। বিহরয়ে ভাগ্যবন্ত দেখে নবদ্বীপে॥
অপ্টকোষ নদীয়া প্রমাণ। শোর অবধি বিধি করিল নির্ম্মাণ॥
বাপী বহু তরাগ সুন্দর। নির্ম্মল শীতল জলে পূর্ণ সরোবর॥
জাহ্নবীর তট মনোরম। বারকোণাঘাট তথি অতি অনুপম॥
শোভে পূর্ব্বে পঞ্চ শিবালয়। পার্ব্বতী গণেশ আদি ক্ষেত্রপালাদয়॥
জাহ্নবী পুলিন শোভা অতি। বন উপবন বৃক্ষলতা নানা ভাতি॥
বিবিধ প্রকার পশু পক্ষ। নানা পুষ্পে ভ্রময়ে ভ্রমর লক্ষলক্ষ॥
পদ্মপ্রায় নদীয়ার রীতি। কভুত সংকীর্ণ কভু হয় বিস্তারিত॥
দূরে রহি কোন কোন ভক্ত। প্রভুকে দেখিতে চলে চলিতে অশক্ত॥
সে সময়ে শ্রীধাম আনন্দে। হয়েন সংকীর্ণ শিঘ্র দেখিতে গৌরচন্দ্রে॥
শ্রীসংকীর্ত্তনাদি সময়েতে। হয়েন বিস্তার লোক অসংখ্য যাহাতে॥
সংকীর্ণ বিস্তার ঐছে হয়। বুঝিব কি অন্যে অন্যে একরূপে নিরথয়॥
শ্রীধামের অচিন্ত প্রভাব। ধামের কৃপা হৈলে সে সকল হয়ে লাভ॥
হেন দিন হবে কি আমার। দেখিব প্রভুর তথা অদভুত বিহার॥
অতি উচ্চ কল্পতরু তলে। বিলসিব দিব্য সিংহাসনে কুতুহলে॥
ভুবনমোহন বেশ তায়। জগত করিব আলো রূপের ছটায়॥
প্রভুর দক্ষিণে নিত্যানন্দ। বামে গদাধর আগে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত চারি পাসে। প্রভু মুখচন্দ্রে নেত্র অর্পিব উল্লাসে॥
সবে পুষ্প ভুষণে ভুষিত। সভার অঙ্গেতে চারু চন্দন চর্চিত॥
নানা সেবা করিব সকলে। মোরে কি চামর সেবা দিব সেই কালে॥

প্রভু ঐছে রঙ্গ প্রকাশিব। সহাস্য বদনে সর্ব্ব সম্মুখে রহিব ॥
এ হেন কৌতুক নবদ্বীপে। দেখি কি জড়াব আঁখি রহিয়া সমীপে ॥
ওহে পদ্মাবতীর তনয়। তোমার করুণা হৈলে সব সিদ্ধ হয় ॥
ওহে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর। নবদ্বীপে বাস মোরে দেহো নিরন্তর ॥
ওহে গদাধর শ্রীবাসাদি। এই বার নদীয়া ধেয়াই নিরবধি ॥
কি বলিব ওহে বন্ধুগণ। সদা নবদ্বীপে যেন করিয়ে ভ্রমণ ॥
নবদ্বীপে অনুরাগ যার। জন্মে জন্মে সেই সঙ্গী হউক আমার ॥
নদীয়া বিমুখ যে পামর। তার সঙ্গ নহে যেন জন্ম জন্মান্তর ॥
নদীয়া ভ্রমিতে যেহো কহে। তার সঙ্গ বিচ্ছেদ কখনো যেন নহে ॥
নবদ্বীপ ধাম শ্রেষ্ঠ অতি। যার যৈছে সাধ্য সে ভ্রময়ে নিতি নিতি ॥
কেহো অষ্টক্রোশ পর্য্যটয়। কেহো বা ষোড়শ ক্রোশ আনন্দে ভ্রময় ॥
কেহো পঞ্চ যোজন ভ্রমণে। পায় মহানন্দ লীলাস্থলী সন্দর্শনে ॥
কেহো ভ্রমে দ্বাদশ যোজন। বিংশতি যোজন কেহো করয়ে ভ্রমণ ॥
যার যৈছে ইচ্ছা নাহি পার। চিন্তামণি ভূমি গৌর মণ্ডল বিস্তার ॥
গণসহ শ্রীশচীতনয়। যারে কৃপা করে তারই যে নিষ্ঠা হয় ॥
ইহাতে বিশ্বাস নাহি যার। সে পাপীর কোনকালে নাহিক নিস্তার ॥
করুণা করহ গৌরহরি। অতি দীন হৈয়া যেন পরিক্রমা করি।
যথা যথা ভক্তের আলয়। দেখিতে সে স্থান যেন মহাআর্ত্তি হয় ॥
তথা প্রভু ভক্তের গমন। মহানন্দে করি যেন সে সব দর্শন ॥
কিবা নিবেদিব প্রভুপায়। নিবেদিতে না জানিয়া উপজে হিয়ায় ॥
তোমার ভক্তের শ্রীচরণে। বিকাইয়া রহি যেন জীবনে মরমে ॥
এই কৃপা কর জীব প্রতি। শ্রীনবদ্বীপ ধামেতে হউক গাঢ় রতি ॥
নরহরি কহে বারবার। সদা যেন গাই পরিক্রমা নদীয়ার ॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা সমাপ্ত ॥

১৫৩৩ নং পুঁথির পুষ্পিকায় অনুলিখনের বিবরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, সন ১২১২ সাল তারিখ ২৫ মাঘ বুধবার মোকাম মুর্শিদাবাদ-এর মহাজনটুলি নিবাসী শ্রীকমল লোচন দাস নন্দীর ইচ্ছায় ভগিরথ মণ্ডল প্রতিলিখন কার্য করেন।

নরহরি চক্রবর্তী বৃন্দাবনে বসবাসকালীন সময় 'ভক্তিরত্নাকর' রচনা করেন এবং বৃন্দাবন গমনের পূর্বে তিনি নবদ্বীপ ভ্রমণ করেছিলেন এরূপ অনুমান করা যায়। তাঁর নবদ্বীপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্বরূপ 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করেছিলেন যা পরবর্তী কালে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গের উপজীব্য উপকরণ রূপে পরিবর্ধিত আকারে ব্যবহৃত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সংগ্রহশালায় রক্ষিত ১৫৩৩ নং ও ১৬৭০ নং পুঁথির রচনাকার ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের রচনাকার একই ব্যক্তি। ছাপার অক্ষরে 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' সহজলভ্য না হওয়ায় ইহা

মুদ্রিত করা হল। নবদ্বীপ পরিক্রমার শেষাংশে তিনটি বিশেষ চরণ পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে, এই নিবন্ধটি রচনাকারের নিজস্ব নবদ্বীপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

[উক্ত পুঁথিদ্বয় ব্যবহারের ফলশ্রুতিস্বরূপ গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।]

পরিশিষ্ট—২

নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা

নলিনীকান্ত ভট্টশালী

[১৩৪৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৫১—৫৫) প্রবাসী পত্রিকায় লেখক নদীয়ার ইতিহাসের তিনটি সমস্যার উল্লেখ ও আলোচনা করেন। তম্মধ্যে দ্বিতীয় সমস্যাটি নবদ্বীপের অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়ায় এই অংশটির পুনর্মুদ্রণ করা হল।]

দ্বিতীয় সমস্যা

দ্বিতীয় সমস্যা, নদীয়া শহরের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং চৈতন্যের জন্মকালীন নদীয়ার অবস্থিতি নির্ণয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মিনহাজ বলিয়াছেন যে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে নদীয়ার বহু অধিবাসী জগন্নাথ (উড়িষ্যা), বঙ্গ ও কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল। মিনহাজ বলেন, "মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার নদীয়াকে জনশূন্য অবস্থায় ফেলিয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপিত করিলেন।" (Raverty, p. 558) এই বিধ্বস্ত নদীয়া নিশ্চয়ই বহুদিন পর্য্যন্ত জনহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মুসলমান আধিপত্য মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ হইলে ধীরে ধীরে লোকজন আবার নিজ নিজ বাড়ী-ঘরে ফিরিতে লাগিল। এই সম্পর্কে বাঙ্গলার বিনষ্ট নগরীগুলির বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা শিক্ষাপ্রদ হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের বিনষ্ট নগরীগুলির সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছি। ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমাস্থ গৌরবময়ী সেন-রাজধানী বিক্রমপুর নগরী অধুনা রামপাল নামে পরিচিত। প্রাচীন রাজধানী প্রায় ৫×৫ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। এই প্রকাণ্ড নগরের শেষ চিহ্ন আজ নগরের কেন্দ্রে স্থিত পরিখাবেষ্টিত বল্লালবাড়ী এবং নগরের সীমার মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলি প্রকান্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আর তাহাদের তীরে তীরে "দেউল" নামে পরিচিত বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন নগর এখন প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে বিভক্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশ অদ্যাপি নগর-কসবা নামে পরিচিত। অনেকেই জানেন, কস্‌বা একটি পারসী শব্দ এবং উহা "নগর" শব্দের সমানার্থক। এই নগর-কসবা অদ্যাপি ধনী বণিকগণের আবাসস্থল এবং কেবল প্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি আনয়ন করে। বিক্রমপুর নগরের অবশেষ যে বর্ত্তমান নগর-কসবা, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা স্বীকার করিবেন। ঢাকা জেলায় প্রাচীনতর একটি নগর সাভারে অবস্থিত ছিল। তথায়ও ধনী বণিকগণের বাসভূমি, সৌধপ্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি আনয়নকারী অনুরূপ অবশেষ অদ্যাপি রহিয়া

গিয়াছে। ঢাকা জেলার নূন্যতম প্রাচীন নগর সুবর্ণগ্রাম সম্বন্ধেও অবিকল সেই কথাই প্রযোজ্য—তথায়ও অনুরূপ অবশেষ পানাম নামে পরিচিত এবং ধনী বণিকগণের আবাসস্থল। বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত শ্রীপুর নগরেরও কেদারপুর নামে পরিচিত অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের সমস্ত প্রাচীন নগরেরই এইরূপ অবশেষ শত শত বৎসর পরেও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়া মনে হয়, বিধ্বস্ত নবদ্বীপেরও অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যের নগরভ্রমণের এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনের বিবরণে বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপের পাড়া-গুলির যে পরিচয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,* তাহাতে দেখা যায়, সমস্ত প্রাচীন নগরীর মত,—এমন কি ইংরেজ রাজধানী কলিকাতারও মত, নবদ্বীপ নগরে শাঁখারী-পাড়া, তাঁতীপাড়া, গোয়ালপাড়া, বানিয়াপাড়া, মালীপাড়া, তাম্বুলীপাড়া ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায় হইতে বুঝা যায়, শিমলিয়া গ্রামে কাজিপাড়ার দক্ষিণে, ঐ আমলের অবশেষ নবদ্বীপ নগরীর পূর্ব্বাংশে, শাঁখারীপাড়া, তাঁতীপাড়া ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। গঙ্গার তীরে তীরে ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল। ঢাকা জেলায় শ্রীবিক্রমপুর নগরীর আয়তন যেমন কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, নবদ্বীপের আয়তনও তেমনি অনেকগুলি পাড়ায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। নগরের অবশেষ গঙ্গাতীর-সংলগ্ন হইয়াছিল।

ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে বর্ত্তমান কালে গঙ্গা আধুনিক নবদ্বীপের পূর্ব্বভাগ দিয়া প্রবাহিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বে উহা নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। বঙ্গের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য মানচিত্র ভেনডেনব্রুকের মানচিত্র ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল। (*Hunter's Statistical Account of the 24 Parganas and Sundarbans. Dr. Blochmann's Note in the Appendix. P. 361.*) এই মানচিত্র হইতে আবশ্যক অংশের বর্দ্ধিতায়ন চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে, এই সময় নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ইহার কিঞ্চিদধিক শতাব্দ পরে অঙ্কিত (১৭৬৪ খ্রীঃ) রেণেল সাহেবের মানচিত্রের সহিত ব্রুকের মানচিত্র মিলাইলেই দেখা যাইবে যে, নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ গঙ্গাপ্রবাহ তখন পর্য্যন্ত অঙ্কনযোগ্য ও সচল আছে বটে, কিন্তু গঙ্গার প্রধান স্রোত নবদ্বীপের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ ভাগীরথীর এই প্রাচীন খাত বর্ষায় আজিও সচল হয়। পূর্ণ বর্ষাকালে আমি ইহার উপরে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া ইহার খাতের পরিসর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সরকারী সার্ভে-বিভাগের আধুনিকতম মানচিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। দেখা যাইবে যে, অদ্যাপি এই খাত মানচিত্রে অঙ্কিত হয় এবং অদ্যাপি উহাই নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার সীমানা, নদীয়ার পূর্ব্বস্থ আধুনিক প্রবাহটি নহে।

---

* চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, দশম অধ্যায়। মধ্য খণ্ড, ২৩শ অধ্যায়। অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

এই প্রাচীন খাতের পূর্ব্বতীরেই চৈতন্যের আমলের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী অবস্থিত ছিল, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে ইহাই বুঝা যায়। মানচিত্রে চৈতন্যের নগরকীর্ত্তনের পথ অনুধাবন করিলে এই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

শতবার-উক্ত কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক, আমি অতি সংক্ষেপে বিষয়টির অবতারণা করিতেছি।

চৈতন্যভাগবতে আছে, চৈতন্য গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া আপনার বাড়ীর ঘাটে আগে বহু নৃত্য করিয়া মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। পরে বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়া ঘাট দিয়া গঙ্গানগর গ্রাম হইয়া শিমুলিয়া গেলেন। তথায় কাজির ঘরদুয়ার ভাঙিয়া কাজিকে দণ্ড করিলেন। শিমুলিয়া গ্রাম বর্ত্তমানে বামুনপুকুর নামে পরিচিত, তথায়ই অদ্যাপি এই চৈতন্য-দণ্ডিত এবং সেই কারণে বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধেয় কাজির কবর বিদ্যমান আছে। চৈতন্যের নিজের ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট কোথায় ছিল আমরা জানি না। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়, নবদ্বীপের বহু সংখ্যক ঘাটের মধ্যে বৃন্দাবনদাস মাত্র চারিটি বিখ্যাত ঘাটের নাম করিয়াছেন। যাহা হউক, এই ঘাটগুলি কোথায় ছিল, আমরা জানি না। কিন্তু গঙ্গানগরের অবস্থান রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে দেওয়া আছে। ঐ ম্যাপের নকল এই স্থানে প্রদত্ত হইল। উহাতে গঙ্গানগরের সংস্থান দ্রষ্টব্য। এই স্থান হইতে বামুনপুকুর-শিমুলিয়া প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে। ইহার আগে চৈতন্য পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাতীর ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

শিমুলিয়া হইতে চৈতন্য শাঁখারীপাড়া ও তাঁতীপাড়া হইয়া দক্ষিণে গাদিগাছা গ্রামে পেঁছিলেন। এখন এইরূপে যাইতে হইলে মধ্যে জলঙ্গী নদী পড়ে এবং উহা পার না হইয়া গাদিগাছা যাইবার উপায় নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন জলঙ্গীর এই খাত ছিল না এবং শিমুলিয়া হইতে গাদিগাছা পর্য্যন্ত অখণ্ড স্থান ছিল। ইহার পরে চৈতন্যভাগবতে সামান্য একটু পাঠভেদ লক্ষিত হয়। শিমুলিয়া হইতে দক্ষিণে চলিয়া (গাদিগাছা যাইতে দক্ষিণেই চলিতে হয়) শাঁখারীপাড়া ও তাঁতীপাড়া হইয়া এবং খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ীতে জলপান করিয়া—"নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি"—অর্থাৎ তিনি town proper-এ ফিরিয়া আসিলেন। কোন্ পথে ফিরিলেন সেইখানেই একটু পাঠভেদ আছে। গৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতে আছে :—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতেও এই পাঠই আছে। কিন্তু ৪০৪ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত শিশিরবাবুর সম্পাদিত আদি সংস্করণে নাকি পাঠ ছিল—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ১৩৪১ সনের ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে'

"শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি চৈতন্যভাগবতের ১২৩৯ সনের একখানি যে হাতের লেখা পুঁথির পাঠ দেখিয়াছিলেন তাহাতেও—

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।

এই পাঠই আছে। (ঐ প্রবন্ধ, ৩৫২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় স্তম্ভ, পাদটীকা)। আমি ঢাকা-মিউজিয়মের পুঁথিশালার দুইখানা এবং ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার তিনখানা পুঁথি দেখিয়াছি। ফল নিম্নে দেখান গেল।

গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি দিয়া যায়।—

D. M. MS. No. 26 মধ্য, ১৮৮ পাতা। Undated.

D. U. MS. No. 11 from Mathrun, Dt. Burdwan.

P. 146 | 2 Undated

D. U. MS. No. 205, Page 67/1. from Dt. Midnapur

Date 1207 B. S.

গাদিগাছা পরডাঙ্গা দিয়া প্রভু যায়।—

D. M. No 25—খ. P. 145/1, undated.

D. U. No. 2352 B. P. 139/1. Date 1165 B. S.

কাজেই মাজিদার নাম কোন পুঁথিতেই পাওয়া গেল না, শিশিরবাবুর সংস্করণেও ছিল না। যাহা হউক, গৌড়ীয় সংস্করণের সম্পাদক এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আপিসের সংশোধিত সংস্করণের সম্পাদক যদি এই লাইনটি—"গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়", এই আকারে কোন পুঁথিতে পাইয়া থাকেন, তাহা অবশ্যই—"গাদিগাছা মাজিদা পারডাঙ্গা দিয়া যায়"—এইরূপে সংশোধ্য। কারণ রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে এই তিন স্থানেরই অবস্থান স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে যে পারডাঙ্গার অবস্থান এমন স্পষ্টরূপে দেখান আছে, এই তথ্যটি উপেক্ষা করাতেই এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গীয় রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপের প্রতিলিপিতে পারডাঙ্গার অবস্থান দ্রষ্টব্য। চৈতন্য শিমুলিয়া হইতে রওনা হইয়া গাদিগাছা, (মাজিদা) পারডাঙ্গা দিয়া আপনার নিবাস ঐ সময়ের নবদ্বীপ নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই গঙ্গানগর হইতে পারডাঙ্গা পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার গমনপথ স্পষ্ট অনুসরণ করিতে পারি। এই সমস্ত স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং রেভেনিউ সার্ভে-ম্যাপে অঙ্কিত আছে। মানচিত্র দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকিবে না যে চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী প্রাচীন গঙ্গার খাতের পূর্ব্বে এবং গঙ্গানগর ও পারডাঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলঙ্গী নদী ঐ সময় উহার বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত ছিল না। রুকের মানচিত্র দেখিলেই উহার সেই সময়কার খাতের অবস্থান বুঝা যাইবে। রুকের মানচিত্রে এই স্থানে একটু নামের গোলমাল আছে। রুক

আম্বোয়ার উত্তরে এবং আম্বোক অর্থাৎ অম্বিকা=কালনা দক্ষিণে দেখাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিপরীত হইবে। কাজেই রুকের ম্যাপে যথায় আম্বোয়া চিহ্নিত আছে, উহা প্রকৃতপক্ষে অম্বিকা-কালনা। উহারই বিপরীত দিকে অর্থাৎ শান্তিপুরের অব্যবহিত উত্তরে জলংগী আসিয়া গংগায় পড়িয়াছে। চৈতন্য যখন ফুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন এই নদীরই খেয়াঘাটে নবদ্বীপ-বাসীর ভিড় হইয়াছিল। এই নদীর খাত অদ্যাপি স্পষ্ট বিদ্যমান এবং আধুনিকতম মানচিত্রগুলিতেও উহা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। থানা কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। রুক এই নদীর নাম লিখিয়াছেন জলগাছি (Galgatese) নদী। ইহা জলংগী ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার প্রথম পৃষ্ঠায় শান্তিপুর-নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক সাহেব-লিখিত একটি পাদটীকা আছে। উহাতে জলংগীর এই প্রাচীন খাতটির সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে, যথা :—

"বর্ত্তমান নবদ্বীপের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে, গংগানদীর পূর্ব্বপারে এবং প্রাচীন নবদ্বীপের অর্থাৎ মেয়াপুর ও বামনপুকুরিয়া পল্লীদ্বয়ের দেড় মাইল দক্ষিণে থড়িয়া বা জলংগী নদীর দক্ষিণ ধারে মহেশগঞ্জ গ্রাম আছে, মহেশগঞ্জের দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রচীন জলপ্রবাহের খাত টেংরা, আমঘাটা, গংগাবাস, উশিদ্রপুর, ভালুকা, কুঁদপাড়া, শিংগাডাংগা, কুশি, টেরাবালি, গোয়ালপাড়া, কুলে, হিজুলী, বাঁকীপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ দিয়া প্রায় পাঁচ ছয় মাইল চলিয়া আসিয়া বাগাঁচড়া গ্রামে বাগ্দেবীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ খাতটির স্থানে স্থানে কালের গতিতে মাটি ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ইহা স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন অলকার বিল, গোপেয়ার বিল এবং বাগ্দেবীর খাল, ইত্যাদি। বাগ্দেবীর খাল বাগাঁচড়া গ্রামের উত্তর দিয়া গংগানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষাকালে গংগার একটি ধারা এইখানে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রাচীনকালে ইহা যে এক সুবৃহৎ খাত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।"

ইহাই জলংগীর প্রাচীন প্রবাহের খাত। রুক ইহারই খাত তাঁহার মানচিত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রুকের মানচিত্র অঙ্কনের কালে জলংগী যে এই খাতে প্রবাহিত ছিল, তাহার অপর একটি সমসাময়িক প্রমাণও আছে। হেজেস-এর ডায়েরীর প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৬৮২ সনের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে ঢাকা যাইবার পথে হেজেস ফুলিয়ায় নৌকা রাখিয়া প্রকাণ্ড একটি গাছের ছায়ায় ভোজন সমাপ্ত করেন। ১৫ই এবং ১৬ অক্টোবরের ডায়েরী এই অঞ্চলের ইতিহাসের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়, তাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

October 15—Being Sunday, we dined ashore at Pulia, under a great shady tree near Santapore where all our Saltpetre boats are ordered to stop, till we can have assurance from Parme suradass,

that we shall receive and send it on our sloops, after entrys were made of it. At this place, Mr. Wood who has charge of ye Petre boats came to me. I gave him a letter to Mr. Beard to be sent by an express to Hugly and proceeded on our voyage.

October 16.—Early in the morning, we passed by a village called SINADGHUR and by 5 o'clock this afternoon, we got as far as Rewee, a small village belonging to Wooderay, a Jemadar that has all the country on that side of the water almost as far as over against Hugly. It is reported by the country people that he pays more than twenty Lack of rupees per annum to the King, rent for what he possesses, and that about two years since, he presented above a lack of rupees to the Mogull and his favourites to divert his intention of hunting and hawking in this country, for fear of his tenants being ruined and plundered by the emperor's lawless and unruly followers. This is a nine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamarins well-stored with peacocks and spotted deer, like our fallow-deer ; we saw 2 of them near the riverside at our first landing."

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক মহারাজ ভবানন্দের প্রপৌত্র মহারাজ রুদ্রই যে এই বর্ণনায় Wooderay বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হেজেসের বর্ণনায় মহারাজ রুদ্র রায়ের যে প্রজাবৎসল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, কৃষ্ণনগর-রাজের প্রজাগণের তাহা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। হেজেস বলিয়াছেন, ফুলিয়ায় ডিনার সমাপ্ত করিয়া চিঠিপত্র লিখিয়া তিনি নৌকা ছাড়িয়াছিলেন। রাত্রে সম্ভবতঃ শান্তিপুরের নিকটে কোথাও নৌকা ছিল। তিনি খুব প্রাতে SINADGHUR নামক স্থান অতিক্রম করেন এবং অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রেউই অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে উপনীত হন। কৃষ্ণনগর শান্তিপুর ও নবদ্বীপ থানার আধুনিকতম মানচিত্র দেখুন। প্রাতে ৬টা হইতে বৈকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত ১১ ঘণ্টা হইতে মধ্যাহ্ন আহারাদির জন্য এক ঘণ্টা বাদ দিয়া দশ ঘণ্টা নৌকা চলিয়াছিল ধরিয়া হিসাব করিতেছি। নৌকা উজাইয়া চলিয়াছিল। এ অবস্থায় ঘণ্টার দুই মাইলের বেশী যাওয়া নৌকার পক্ষে অসাধ্য ছিল। কাজেই জলপথে সিনাদঘার কৃষ্ণনগর হইতে কুড়ি মাইলের বেশী দূরে হইতে পারে না। ফুলিয়া হইতে গঙ্গা ও জলঙ্গীর বর্ত্তমান খাতের পারে পারে সিনাদঘার এই ধ্বনিসাদৃশ্যের একটি গ্রামের নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।* আমার

* শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার নদীয়া কাহিনীতে SINADGHUR-কে Stranagar-এ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিবার কালে এ

মনে হয়, জলঙ্গীর প্রাচীন খাতের উপর অবস্থিত শিঙ্গাডাঙ্গাই বিদেশীর কর্ণে "সিনাদঘার"-এ পরিণত হইয়াছিল। এই প্রাচীন খাতের পথে শিঙ্গাডাঙ্গা হইতে কৃষ্ণনগর সতের মাইল দূর।

রকম ইচ্ছামত পরিবর্তন করা নিতান্ত অসঙ্গত। মল্লিক-মহাশয় এই শ্রীনগর কোথায় অবস্থিত তার সম্পর্কে কোন যত্ন করেন নাই। কৃষ্ণনগর-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের নাম স্মরণে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই রাজধানী শ্রীনগর রাণাঘাটের বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাকদহ থানার এক প্রান্তে অবস্থিত।

সংযোজন

চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের স্থিতিস্থান

সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার

চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ আমাদের শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের স্থিতিস্থান বিষয়ে জানতে সাহায্য করে। এইসব গ্রন্থে নবদ্বীপ সংলগ্ন গঙ্গা সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি একত্র ক'রলে জানা যায় গঙ্গা সেসময় নবদ্বীপের পশ্চিমে থেকে এই নগরীকে অর্ধচন্দ্রাকারে অর্থাৎ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে বেষ্টন ক'রে প্রবাহিত হ'ত। মুরারির কড়চায় বলা হ'য়েছে শ্রীচৈতন্যদেব একদিন গঙ্গার উত্তর পারে কোন এক স্থানে গিয়েছিলেন—"উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান্ পরঃ। / জগামোত্তরকং কূলং স জাহ্নব্যা ভ্রমদ্দ্রুতম্ ॥"২।১২।২। তেমনি কবি কর্ণপূরের লেখা 'চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্' থেকে জানা যায় শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গৌড়দেশ হ'য়ে বৃন্দাবন যাবার সংকল্প নিয়ে নানাস্থান ঘুরে শান্তিপুরে এবং সেখান থেকে নবদ্বীপ ভূমির পশ্চিমে গঙ্গাপারে কোন এক গ্রামে এসেছিলেন। (২০/২৬) এ গ্রাম বিদ্যাবাচস্পতির গ্রাম—বর্তমান বিদ্যানগর। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ তাঁর এই আগমনের কথা স্বীকার করা হ'য়েছে। সেখানে আরও বলা হ'য়েছে, দর্শনার্থীদের অত্যধিক ভীড়ে অতিষ্ঠ হ'য়ে তিনি সেস্থান ছেড়ে কুলিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন। বর্তমান শহর নবদ্বীপের দক্ষিণাংশকে সে সময় কুলিয়া বলা হ'ত। আজও এ অঞ্চলে কোলেরডাঙ্গা, কোলেরগঞ্জ প্রভৃতি পল্লীগুলি সেই কুলিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কুলিয়া বর্তমানে শহর নবদ্বীপের সঙ্গে একই ভূখণ্ডে অবস্থিত হ'লেও চৈতন্যের সমসাময়িক কালে কুলিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যে গঙ্গার ব্যবধান ছিল। চৈতন্যভাগবতে বলা হ'য়েছে—"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক'-এ কুলিয়ার অবস্থান সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে—"নবদ্বীপ পারে পারে গঙ্গং তন্নামা কশ্চিৎ গ্রামোঽস্তি।" এই নবদ্বীপ বা নদীয়ার পূর্ব প্রান্তে একটি নদীর উপস্থিতির কথা কোন কোন চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত হ'য়েছে।

ষোড়শ শতকে অঙ্কিত যেসব মানচিত্র আমরা দেখতে পাই তাদের কোনটিতেই নবদ্বীপের অবস্থান চিহ্নিত হয়নি। তবে পরবর্তী শতকে অঙ্কিত Van-den-Broucke-(1660 খ্রীঃ)-এর মানচিত্রে নদীয়া (Neddia)-র যে অবস্থান দেখানো হ'য়েছে তার সঙ্গে চরিতগ্রন্থ থেকে পাওয়া এই তথ্যের হুবহু মিল রয়েছে। এই মানচিত্রে দেখা যায় গঙ্গা আগের মতই নবদ্বীপ বা নদীয়ার পশ্চিমে এই নগরীকে অর্ধচন্দ্রাকারে অর্থাৎ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে বেষ্টন ক'রে প্রবাহিত হ'চ্ছে। এ সময় গঙ্গা নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্বস্থলীর গা ঘেঁষে প্রবাহিত হ'ত। ভারতচন্দ্রের

অন্নদামঙ্গলে বলা হ'য়েছে এই শতকের শুরুতে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দের (1606 খ্রীঃ) সময়ে যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মানসিংহ যখন এদিকে আসেন, তখন তিনি পূর্বস্থলীতে গঙ্গা পার হ'য়ে নবদ্বীপে এসে উঠেছিলেন।

রুকের মানচিত্রে নদীয়ার উত্তরে ও দক্ষিণে গঙ্গার সাথে দু'টি নদীমুখ অঙ্কিত হ'য়েছে। নিচেরটি অর্থাৎ নদীয়ার দক্ষিণে চিহ্নিত নদীমুখটি তৎকালীন জলঙ্গীর সঙ্গমস্থান। জলঙ্গী নামটি খুব প্রাচীন নয়। রেনেল (Rennell. 1764-75 খ্রীঃ) সর্বপ্রথম এই নদীটিকে জলঙ্গী (Jellinghs) নামে অভিহিত ক'রেছেন। তাঁর আগে এই নদীপ্রবাহকে নানা নামে পরিচিত হ'তে দেখা যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা একে জলঙ্গী নামেই উল্লেখ ক'রবো। 1682 খ্রীষ্টাব্দের 16ই অক্টোবর তারিখে লেখা William Hedges-এর ডায়েরী থেকে জানা যায় জলঙ্গীর তৎকালীন এই প্রবাহ নবদ্বীপ বা নদীয়ার নিচে এবং SINADGHUR (রেনেলের উচ্চারণে SUMMTGHUR) বা সমুদ্রগড়ের মাথায় কোথাও গঙ্গার সাথে মিলত। রুক এই নদীপ্রবাহটিকে সম্পূর্ণ আঁকেননি তবে কাশীমবাজার থেকে সরাসরি পূর্বে পদ্মার সাথে তার উৎসমুখটি এবং নদীয়ার নিচে তার সঙ্গম স্থানটি চিহ্নিত ক'রতে তিনি ভোলেননি। হেজেস তাঁর পূর্বোক্ত দিনলিপিতে লিখেছেন—SINADGHUR-এর মাথায় এই প্রবাহটিকে ধ'রে তিনি সেদিন Rewee অর্থাৎ বর্তমান কৃষ্ণনগরে পৌঁছেছিলেন। এই যাওয়ার পথে নদীয়ার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় জলঙ্গীর তৎকালীন এই প্রবাহটি সে সময় বর্তমান প্রবাহ থেকে আরও পূর্বে আমঘাটার কাছে তার পরিত্যক্ত পুরাতন খাত দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। বর্তমানে এই খাতটি অলকানন্দার বিল নামে পরিচিত।

রুকের মানচিত্রে নদীয়ার উত্তরে চিহ্নিত নদীমুখটি গঙ্গার প্রাচীনতর প্রবাহের পরিত্যক্ত খাত। রেনেলের মানচিত্রে Meggha (বর্তমান বেলপুকুর)-এর কাছে এই খাতটি চিহ্নিত হ'য়েছে। সেখানে এই খাতটিকে কৃষ্ণনগর-পলাশী রাজপথের সমান্তরালে অনেকদূর বিস্তৃত দেখা যায়। এই খাতের তীরেই বড়গাছি গ্রাম। বড়গাছি যে এক সময় গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তার উল্লেখ আছে। বর্তমান নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বামুনপুকুর গ্রামের উত্তরে যে পুরানো নদীখাতটি আজও দেখা যায়—এটি সেই খাত। বর্তমানে বড়গাছির কাছে এই খাতটি 'কালশিরা খাল' এবং বামুনপুকুরের কাছে 'গুড়গুড়ে খাল' নামে খ্যাত। 1666 খ্রীষ্টাব্দে লেখা Tavernier-এর বিবরণে দেখা যায় নদীয়া তখনও Large Town-এর মর্যাদা পেত। এর থেকে অনুমান করা যায় সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও যোড়শ শতকীয় নদীয়া নগরী মোটামুটি অক্ষত ছিল।

বর্তমানে গঙ্গা নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব দিয়ে প্রবাহিত হ'লেও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িককালে তা নবদ্বীপের উত্তরে গুড়গুড়ে খালের পথে প্রবাহিত হ'য়ে পশ্চিমে

পূর্বস্থলীর কাছে বেঁকে নবদ্বীপ, পারপুর, সমুদ্রগড়কে স্পর্শ ক'রে দক্ষিণে প্রবাহিত হ'ত। গঙ্গা সে সময় সমুদ্রগড়ের পূব-গা ঘেঁষে প্রবাহিত হ'ত, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে সেকথা বলা হ'য়েছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও দেখা যায় গঙ্গা সে সময় বলানপুর, পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, পারপুর ও সমুদ্রগড়কে স্পর্শ ক'রে প্রবাহিত হ'ত। বলানপুর (বর্তমান বলাডাঙ্গা) বেলপুকুরের উত্তরে অবস্থিত গ্রাম। সে সময় নদীয়ার পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার খাত আজও বর্তমান। এই খাত আজও মানচিত্রে অঙ্কিত হয় এবং এই খাতই বরাবর নদীয়া ও বর্ধমান জেলার সীমানা হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িককালে গঙ্গা নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, পারপুর ও সমুদ্রগড়কে স্পর্শ করে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হ'ত এবং নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে সে সময় কেবল গঙ্গার ব্যবধান ছিল—এই দুই তথ্যের কথা মনে রেখে মানচিত্রে নবদ্বীপ, কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের অবস্থান দেখলে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গঙ্গা সে সময় নবদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোথাও দ্বিধাবিভক্ত হ'য়েছিল। তারই একটি শাখা সোজা দক্ষিণে পারপুর, সমুদ্রগড়কে স্পর্শ ক'রে এবং অপর শাখা তৎকালীন নদীয়া নগরীর দক্ষিণ দিয়ে নবদ্বীপ ও কুলিয়াকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে গাদিগাছা-মাজিদার দক্ষিণে কোথাও তৎকালীন জলঙ্গীর ধারায় মিলিত হত।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে এই নদী সঙ্গমের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে শ্রীধরের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও পথের ধারে একদিন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরের সঙ্গে কপট-বিবাদ ক'রতে ক'রতে অলকানন্দায় ঝাঁপ দেন ও সাঁতার কেটে কিছুদূরে গঙ্গার তীরে এসে ওঠেন। "রড় দিয়া ঝাঁপ দিলা অলকানন্দাএ। / কথোদূরে উঠিলেন গঙ্গার নিঙড়ে॥" বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় গাদিগাছার কাছে নগরীর উপকণ্ঠে কোথাও শ্রীধরের বাড়ি ছিল। গাদিগাছা বর্তমান শহর নবদ্বীপের পূর্ব প্রান্তে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত গ্রাম। এরই পূর্বে 'অলকানন্দার বিল' নামে একটি পুরাতন নদীখাত আজও বর্তমান। এটি যে জলঙ্গীর প্রাচীন খাত তা সকলেই স্বীকার ক'রেন। গঙ্গা-অলকান্দার এই মিলিত প্রবাহ সে সময় সমুদ্রগড়ের কাছে কোথাও পুনরায় নদীয়ার পশ্চিমস্থ গঙ্গার সাথে মিলিত হ'ত। অর্থাৎ কুলিয়া সে সময় নদীবেষ্টিত একটি ছোট দ্বীপের ওপর অবস্থিত ছিল। রুকের মানচিত্রে নদীয়ার নিচে এই দ্বীপটিকে দেখানো না হ'লেও রেনেল অঙ্কিত মানচিত্রে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

যোড়শ শতকে গঙ্গা যে নবদ্বীপের গায়ে দু'টি ধারায় প্রবাহিত হ'ত তার ইঙ্গিত 'চৈতন্যভাগবত'-এ পাওয়া যায়। নীলাচল থেকে গৌড়দেশ হ'য়ে বৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গার অপর পারে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে (বর্তমান বিদ্যানগর গ্রামে) এসে উঠেছিলেন এবং দর্শনার্থীদের ভীড়ে বিরক্ত

হ'য়ে গোপনে সেখান থেকে কুলিয়ায় গিয়ে উঠেছিলেন—সেকথা আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। 'চৈতন্যভাগবত'-এ দুটি গ্রামে অর্থাৎ বিদ্যাবাচস্পতির গ্রামে ও কুলিয়া গ্রামে যাওয়া উপলক্ষ্যে নবদ্বীপবাসীদের দলে দলে খেয়াঘাটে উপস্থিত হওয়ার ও গঙ্গা পারাপারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে। ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রলে এই দুই বর্ণনার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য নজরে পড়ে এবং এই পার্থক্য থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় নবদ্বীপবাসীরা পূর্বোক্ত দুটি স্থানে যাওয়ার সময় নবদ্বীপের গায়ে গঙ্গার দুটি পৃথক ধারার উপর অবস্থিত দুটি স্বতন্ত্র ঘাট ব্যবহার ক'রেছিলেন। এ থেকে আরও জানা যায় পশ্চিমে বিদ্যাবাচস্পতির গ্রামে যাওয়ার পথে অবস্থিত গঙ্গার ধারা সে সময় বেগবতী হ'লেও দক্ষিণে কুলিয়া ও নবদ্বীপের মধ্যবর্তী গঙ্গায় সে সময় তার নাব্যতা হারিয়ে ছিল। চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয়-এ গঙ্গার মূল প্রবাহের কাছে বাওড়ের উপস্থিতির উল্লেখ দেখে এবং কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের নবম অঙ্ক ৩৩ শ্লোকে কুলিয়া সংলগ্ন গঙ্গার ওপরে বাঁশের সেতুর উল্লেখ দেখে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

বর্তমান শহর নবদ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত কতকগুলি খাল-খন্দ এই শহরকে দুভাগে ভাগ ক'রে পশ্চিমস্থ পুরাতন গঙ্গার খাত থেকে শুরু ক'রে পূর্বে বর্তমান গঙ্গার প্রবাহের দিকে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রসারিত দেখা যায়। এই খাল-খন্দের তীরে তীরে দিয়ারা, চারিচরা, বুইচারা বা বইচিআড়া প্রভৃতি নামে কতকগুলি প্রাচীন পল্লী অবস্থিত। দিয়ার, চরা, আড়া প্রভৃতি শব্দে নদীতীরবর্তী স্থানই বোঝায়। সুতরাং এই খাল-খন্দগুলি যে পরিত্যক্ত নদীখাতের চিহ্ন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অনুমান করা যায় এই খাত প্রবাহের কোন একটি দিয়েই চৈতন্যের সমসাময়িককালে গঙ্গার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ধারাটি প্রবাহিত হ'য়ে নদীয়ার পূর্বপ্রান্তে জয়ানন্দ কথিত অলকানন্দার ধারায় মিশত।

তৎকালীন নদীয়া বা নবদ্বীপের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই নদী-প্রবাহটির উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও আছে। এই নদী অতিক্রম ক'রেই নবদ্বীপবাসীরা নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শনের আশায় শান্তিপুরে গিয়েছিলেন ব'লে বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন। তিনি এই নদী পারাপারের বিস্তারিত বিবরণ দিলেও এর নামোল্লেখ করেননি। এই নদীটিই যে জয়ানন্দ কথিত অলকানন্দা অর্থাৎ বর্তমান জলঙ্গীর তৎকালীন প্রবাহ, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্বে' লিখেছেন—"জীবনধারণের প্রয়োজনে, জীবন বিকাশের প্রেরণায় মানুষ সুপ্রাচীন বন-জঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় ভাঙ্গিয়া, নদী ডিঙাইয়া যেসব পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে সব পথ একদিনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না। মানুষের ব্যবহারের মধ্যে, তাহার স্মৃতি সংস্কারের মধ্যে, নূতন পথের মধ্যে সেই সব প্রাচীন পথ বাঁচিয়া থাকে।" তিনি আরও লিখেছেন—"আমাদের দেশের রেলপথগুলি সেইসব সুপ্রাচীন পথ বাহিয়াই প্রতিষ্ঠিত।" ডঃ রায়ের এই কথাগুলি

স্মরণে রাখলে বর্তমান নবদ্বীপঘাট—শান্তিপুর লাইট রেলওয়ে বরাবর শান্তিপুর যাওয়ার যে রাস্তা আজও রয়েছে সেই পথেই সেদিন নবদ্বীপবাসীরা পদব্রজে শান্তিপুর গিয়েছিলেন, একথা বলা যায় এবং সে সময় আমঘাটার কাছে কোথাও তাঁরা পূর্বোক্ত নদীটি পার হ'য়েছিলেন। 'আমঘাটা' শব্দে সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট পারঘাটা বা খেয়াঘাটকেই বোঝায়। (আম = Public, সাধারণের ব্যবহার্য)।

পূর্বাপর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন একথা ব'লতে বাধা নেই যে, শ্রীচৈতন্য সমসাময়িককালে উত্তরে গুড়গুড়ে খাল থেকে শুরু ক'রে দক্ষিণে নদীয়া ও কুলিয়ার মধ্যবর্তী গঙ্গা এবং পশ্চিমে প্রাচীন গঙ্গাখাত থেকে শুরু ক'রে পূর্বে অলকানন্দার খাত পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড তার ওপরেই শ্রীচৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপ বা নদীয়া নগরী অবস্থিত ছিল।

'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়ে কাজী উদ্ধার প্রসঙ্গে ভক্তমণ্ডলীসহ চৈতন্যদেবের 'সর্বনবদ্বীপ' পরিক্রমার যে বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে তা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। এই বিবরণে বলা হ'য়েছে ঘটনার দিন শ্রীচৈতন্যদেব 'নিজগৃহ' থেকে বের হ'য়ে ভক্তমণ্ডলীসহ প্রথমে 'নিজঘাটে' যান। পরে গঙ্গাতীরবর্তী পথ ধ'রে একে একে 'মাধাই ঘাট', 'বারকোণাঘাট', 'নগরিয়াঘাট' অতিক্রম ক'রে যান এবং পরে 'গঙ্গানগর'-এর ওপর দিয়ে 'সিমলিয়া' যান। সিমলিয়া তৎকালীন নবদ্বীপ বা নদীয়ার উপকণ্ঠস্থিত পল্লী—"নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া"। সেখানে কাজীকে দণ্ডদান ক'রে 'শঙ্খবণিক নগর' ও 'তন্তুবায় নগর'-এর ভিতর দিয়ে তিনি শ্রীধরের বাড়ি যান। শ্রীধরের বাড়ি নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। সেখানে শ্রীধরকে অনুগ্রহ ক'রে তিনি পুনরায় নগরে ফিরে অসেন—"নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি"। এরপর 'সর্বনবদ্বীপ' পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে তিনি 'গাদিগাছা', 'পারডাঙ্গা' হ'য়ে নিজগৃহে ফিরে যান।

এই বিবরণে উল্লিখিত 'গঙ্গানগর' বর্তমান শহর নবদ্বীপের সরাসরি উত্তরে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই গ্রামটি ভারুইডাঙ্গা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। সিমলিয়ার বর্তমান নাম বামুনপুকুর। আর গাদিগাছা বর্তমান শহর নবদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত গ্রাম। গ্রামটি আজও স্বনামেই বর্তমান। অধুনা বিস্মৃত পারডাঙ্গা বর্তমান শহর নবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাচীন পল্লী। এখনকার পোড়ামাতলা, যোগনাথতলা, গোকুলানন্দ ঘাট প্রভৃতি পাড়াগুলি একত্রে অতীতে পারডাঙ্গা নামে খ্যাত ছিল। যোগনাথতলায় যোগনাথ মন্দিরে পূজিত শিবের অপর নাম পারডাঙ্গার শিব। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে এদের প্রত্যেকের অবস্থান চিহ্নিত আছে। বর্তমানে এই বিস্তৃত অঞ্চল গঙ্গা ও জলঙ্গীর দ্বারা তিনখণ্ডে বিভক্ত হ'লেও সেসময় একই ভূমিখণ্ডের অন্তর্গত ছিল।

একটি অভিমত

শ্রী গৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান বিষয়ক ঐতিহাসিক তথ্যগুলি ইতিপূর্বে এত সুন্দর ও সামগ্রিকভাবে কোথাও উপস্থাপিত হয় নাই। লেখক পক্ষপাত বিহীন যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ প্রমাণগুলিকে ক্রমসম্বদ্ধভাবে সন্নিবদ্ধ করিয়া জন্মস্থান বিষয়ক সত্য সিদ্ধান্তটিকে উন্মোচিত করিয়াছেন।

ড. কুমার নাথ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. এইচ. ডি. কাব্যব্যাকরণ

সাংখ্য পুরাণতীর্থ সাহিত্যে শাস্ত্রী

রিডার ও বিভাগীয় প্রধান (সংস্কৃত) বি.এন. মহাবিদ্যালয়,

ইটাচুনা, হুগলী।

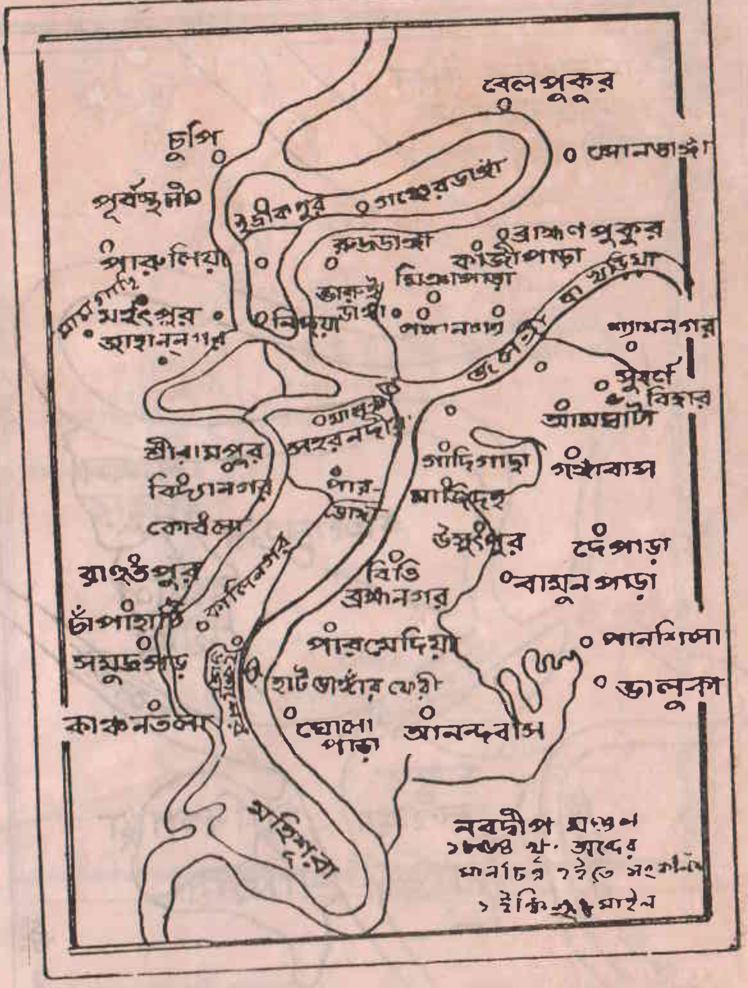

রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্র—১৮৫৪ খ্রীঃ

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রণীত শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-তত্ত্ব (২য়সং) হইতে সংগৃহীত।

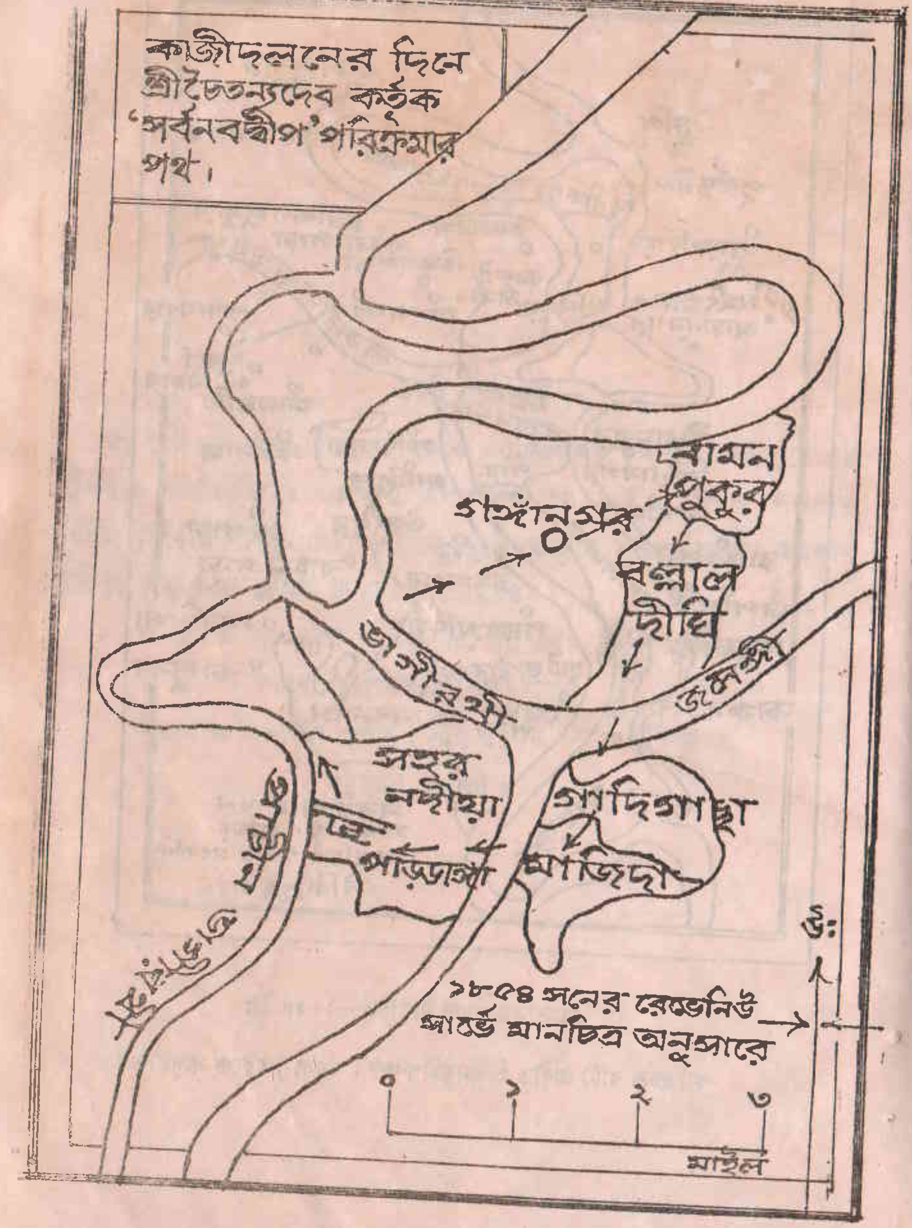

'নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা'—শ্রীনলিনী কান্ত ভট্টশালী, প্রবাসী,
বৈশাখ, ১৩৪৫ হইতে সংগৃহীত।

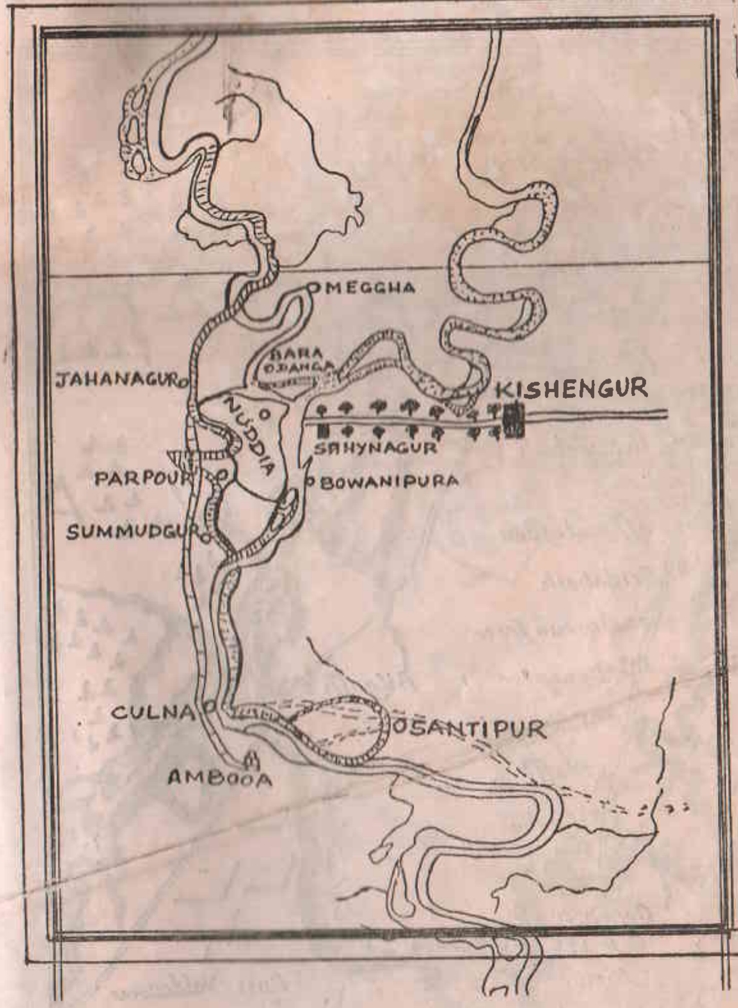

জেনারেল হার্ট প্রকাশিত রেনেলের (১৭৬৪-৭৫ খ্রীঃ) মানচিত্র।
উৎস : 'শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের
স্থিতিস্থান'—রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর।
ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৪১।

ফ্যান-ডেন-ব্রুকের মানচিত্র (১৬৬০ খ্রীঃ)

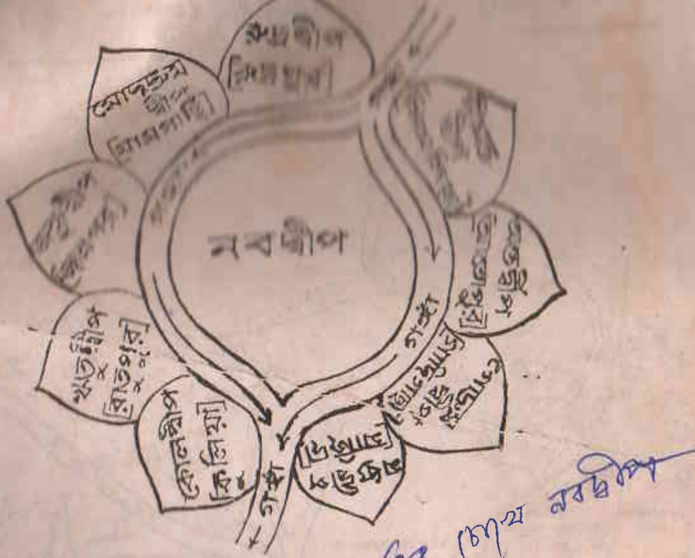

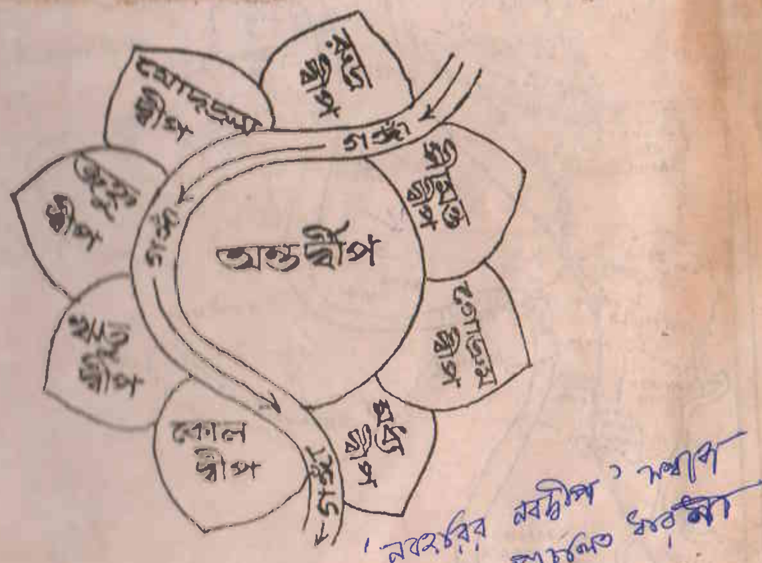

নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি—ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

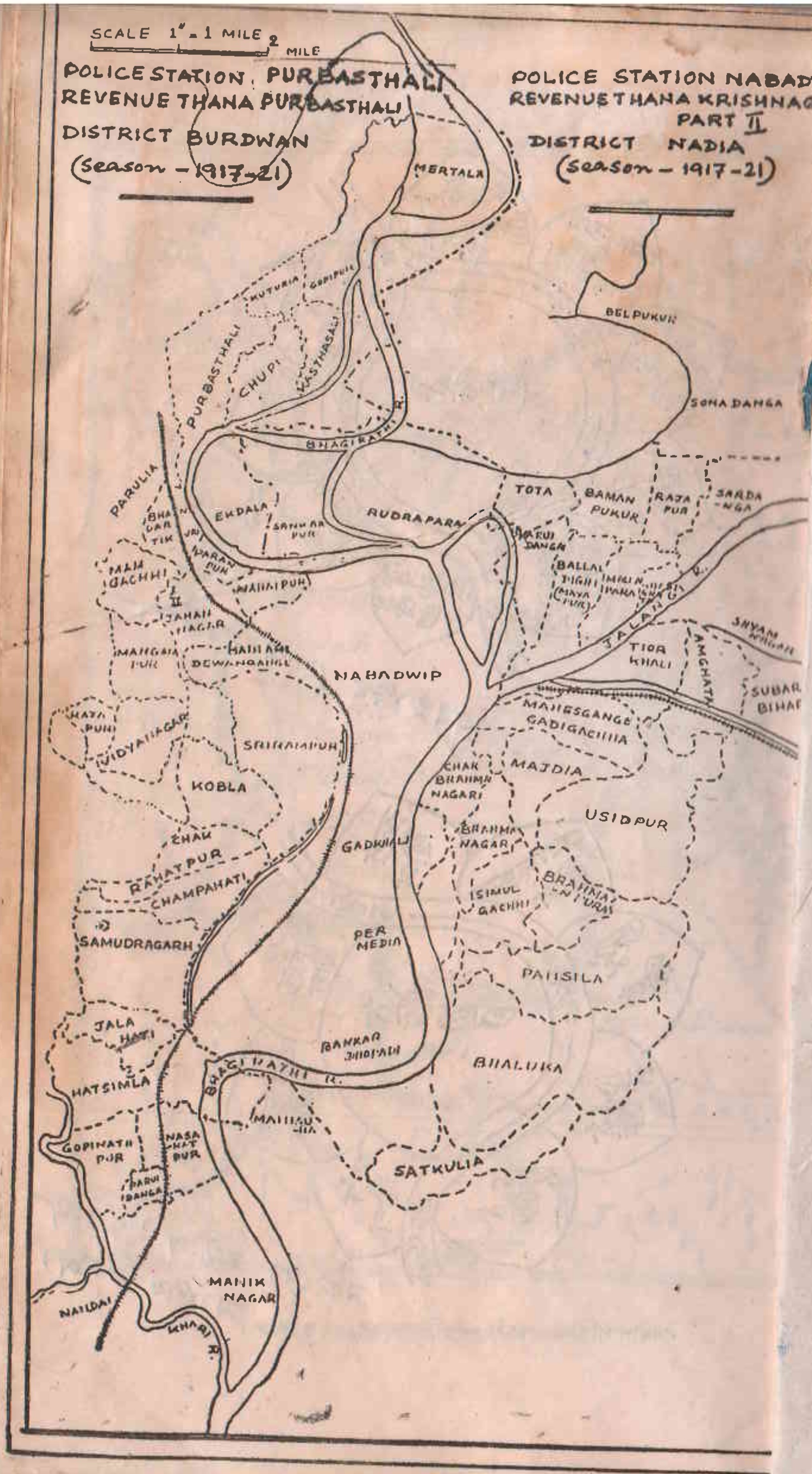
SCALE 1" = 1 MILE
2 MILE
POLICE STATION PURBASTHALI
REVENUE THANA PURBASTHALI
DISTRICT BURDWAN
(Season - 1917-21)
POLICE STATION NABADW
REVENUE THANA KRISHNAG
PART II
DISTRICT NADIA
(Season - 1917-21)
MERTALA
BELPUKUR
SONA DANGA
KUTURIA
GOPIPUR
PURBASTHALI
CHUPI
KASTHASALI
BHAGIRATHI R.
PARULIA
EKDALA
SANKAR PUR
RUDRAPARA
TOTA
BAMAN PUKUR
RAJA PUR
SARDA NGA
BALLAL DIGHI
NABADWIP
JALANGI
TIOR KHALI
AMGHATA
SHYAM NAGAR
SUBAR BIHAR
MAHESGANGE
GADIGACHHA
MAJDIA
USIDPUR
CHAK BRAHMA NAGARI
BRAHMA NAGAR
ISIMUL GACHHI
PAHSILA
BHALUKA
SATKULIA
PER MEDIA
GADKHALI
BANKAR
KOBLA
SRIRAMPUR
VIDYANAGAR
CHAU
RAHATPUR
CHAMPAHATI
SAMUDRAGARH
JALA HATI
HATSIMLA
GOPINATH PUR
NASA HAT PUR
BHAGIRATHI R.
MANIK NAGAR
NAIDAI
KHARI R.